মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web : www.at-tahreek.com
২৪ তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০২০

আল্লাহ বলেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক এবং কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর, যা আল্লাহভীতির সর্বাধিক নিকটবর্তী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত’ *(মায়েদাহ ৫/৮)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية دينية علمية و أدبية
جلد : ٢٤، عدد : ٢، ربيع الأول وربيع الآخر ١٤٤٢هـ/ نوفمبر ٢٠٢٠م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : তিনমেল মসজিদ, মরক্কো। দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশৈলীর এই মসজিদটি মরক্কোর অন্যতম বৃহৎ নগরী মারাকেশ থেকে ১০০ কি.মি. দূরে হাই এটলাস পাহাড়ের ৩৭০০ ফুট উচ্চতায় তিনমেল গ্রামে অবস্থিত।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-
٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-
٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Rajshahi, Bangladesh.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK Nawdapara (Am Chattar, Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi. Ph. : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154,
Circulation Department : 01558-340390, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK has been running since September 1997 from Rajshahi, Bangladesh. It is a reputed Islamic research Journal of Bangladesh, preaches true features of Islam based on the way pious predecessors (Salaf Saleheen). This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh based upon the pure Tawheed and Sunnah.

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৪তম বর্ষ	২য় সংখ্যা
রবীঃ আউঃ-রবীঃ আখের	১৪৪২ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১৪২৭ বাং
নভেম্বর	২০২০ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ প্রগতি ও সংকট ০৩
-আফতাব আহমদ রহমানী

♦ মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ০৫
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

♦ অনুভূতির ছাদাক্বাহ ১২
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

♦ মুসলমানদের রোম ও কন্সটান্টিনোপল বিজয় ১৮
(পূর্ব প্রকাশিতের পর) *-আব্দুর রহীম*

♦ বিতর্কের ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় ২৪
-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

◈ সাময়িক প্রসঙ্গ :

♦ নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ : সমাধান কোথায়? ২৮
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◈ মনীষী চরিত :

♦ শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) *(৫ম কিস্তি)* ৩০
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ হকের পথে যত বাধা :

♦ আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী, এটাই কি আমার অপরাধ! ৩৪

◈ ইতিহাসের পাতা :

♦ একজন কৃষ্ণকায় দাসের পরহেযগারিতা ৩৫

◈ অমরবাণী : *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৭

◈ চিকিৎসা জগৎ :

♦ চা-কফি পানের উপকারিতা ৩৮

◈ ক্ষেত-খামার :

♦ বাড়ছে কাজুবাদামের ফলন, বাড়ছে নতুন উদ্যোক্তা ৩৯

◈ কবিতা : ৪০

♦ শয়তান বলে
♦ শিক্ষক প্রশিক্ষণ
♦ খুন ও ধর্ষণ

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৪১

◈ মুসলিম জাহান ৪৩

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪৩

◈ সংগঠন সংবাদ ৪৪

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ইসলামী আইনের কল্যাণকারিতা

কথায় বলে ‘ঠেলার নাম বাবাজী’। দেশ যখন একের পর ধর্ষণ-গণধর্ষণে ছেয়ে যাচ্ছে, চারদিকে ছিঃ ছিঃ রব উঠছে, পিতা-মাতারা যখন তাদের ধর্ষক সন্তানদের ফাঁসি চাচ্ছে, তখনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর টনক নড়েছে। সংসদ অধিবেশন লাগেনি। কয়েকজন মন্ত্রীকে ডেকে নিয়ে মন্ত্রী সভার বৈঠকে এক নিঃশ্বাসে তিনি ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন। যার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে টাঙ্গাইলের যেলা আদালত ৫ ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলেন। একদিন পরেই ‘ধর্ষণের জন্য কেবল ডাক্তারী পরীক্ষা যথেষ্ট নয়, আনুষঙ্গিক কারণ সমূহ ধর্তব্য হবে’ বলে হাইকোর্ট এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করল। এতদিন যেন আদালত সরকারের এই চূড়ান্ত ঘোষণাটির অপেক্ষায় ছিল। দেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। সবাই যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন কিছু পত্রিকা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রায়ই লেখা ছাপছে। জাতিসংঘের একজন মহিলা কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন। অথচ পৃথিবীর সর্বোচ্চ এই সংস্থাটির সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের নষ্টামির খবর প্রায়ই পত্রিকায় শিরোনাম হয়। যাদের অফিসে মহিলাদের ইয্যতের নিরাপত্তা নেই, তারা কেন চাইবে অন্য মহিলাদের ইয্যত নিরাপদ থাকুক! আমেরিকার মহিলা সেনারা তাদের পুরুষ সেনাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য পিস্তল উঁচিয়ে বাথরুমে যাবার কথাও পত্রিকায় এসেছে। অন্যান্য দেশের এরূপ নোংরা অবস্থাও মাঝে-মধ্যে পত্রিকায় শিরোনাম হয়। যাদের আত্মসম্মান বোধ নেই, তাদের কাছে এসবের বাছ-বিচার থাকবে কেন? আল্লাহ্র ভাষায় এরা পশু বা তার চাইতে নিকৃষ্ট। এরা জাহান্নামের কীট *(আ‘রাফ ১৭৯)*।

ধর্ষণের এই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ছিল বাংলাদেশের ৪৯ বছরের ইতিহাসে ৮ম মৃত্যুদণ্ডের আইন। এই আইন জারিতে নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের গা জ্বালা ধরেছে। তারা ধর্ষণ বিরোধী মিছিলে হামলা পর্যন্ত করিয়েছে। আর তাদের মিডিয়াগুলিতে এর বিরুদ্ধে কোরাস গাওয়া শুরু হয়েছে। তারা জানেনা যে, এটি মুসলমানদের দেশ। গণতন্ত্রে যদি অধিকাংশের রায়ই চূড়ান্ত হয়, তাহ’লে এদেশ চলবে অধিকাংশ মুসলিম নাগরিকদের আক্বীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী। আর তা হ’ল ইসলাম। যেখানে ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটাই করেছেন। তিনি ইসলামের স্বার্থে করলে এর জন্য অসংখ্য নেকী লাভ করবেন। শুধু এই একটি বিষয় নয়; ইসলামের প্রতিটি আইনই জনকল্যাণের সর্বোচ্চ আইন। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাই মানুষের সবচাইতে বড় কল্যাণকামী হ’লেন আল্লাহ। ফলে তাঁর প্রতিটি আইনই মানুষের ও সৃষ্টিজগতের সর্বোচ্চ কল্যাণে নিবেদিত। তাঁর শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ’লেন সৃষ্টিজগতের জন্য ‘রহমত’ স্বরূপ *(আম্বিয়া ১০৭)*। তিনি আল্লাহ্র বিধান সমূহ বাস্তবায়ন করে গেছেন। অথচ আমরা তাঁর উম্মত হওয়ার দাবীদার হয়েও তাঁর বিধান মানিনা। বস্তুতঃ অধিকাংশ দেশের ন্যায় বাংলাদেশ চলছে পাশ্চাত্য ও নিজেদের মনগড়া আইনে। এদেশের হাইকোর্টের সামনে গ্রীকদের কথিত ন্যায়বিচারের দেবী থেমিসের মূর্তি দণ্ডায়মান আছে। সেখানকার মুসলিম বিচারপতি ও আইনজীবীদের বিবেকে একবারও কুরআনী ন্যায়বিচারের বাণী ধ্বনিত হয় না। ফলে দেশে বিচারের নামে চলছে প্রহসন। ধর্ষক, খুনী, মাদক কারবারী ও দুর্নীতিবাজরা বেপরোয়া। সাধারণ মানুষের জীবনে চলছে ত্রাহি অবস্থা। অথচ নতুনভাবে আইন বানানোর কোন দরকার নেই। কুরআন ও হাদীছে সব মৌলিক আইন লিপিবদ্ধ আছে। কেবল প্রয়োজন সেগুলি কার্যকর করার।

বস্তুতঃ ইসলামী আইনে বিবাহিত যেনাকারের জন্য ‘রজম’ এবং অবিবাহিতের জন্য একশ’ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন তথা কারাবাস *(মুসলিম হা/১৬৯০; নূর ২৪/২)*। সেই সাথে ইসলামী সমাজে প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার বেহায়াপনা ও হত্যাকাণ্ড *(আন‘আম ৬/১৫১)* এবং নারী-পুরুষের পরস্পরে পর্দাহীনতা সর্বদা নিষিদ্ধ *(নূর ২৪/৩০-৩১)*। যার ফলে রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের হাতে গড়া খেলাফতকালে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠে ন্যায়বিচারে পূর্ণ একটি শান্তিময় সমাজ। যে সমাজে ছিল না কোন কারাগার, ছিল না কোন পুলিশ-র‍্যাব। অথচ সেখানে ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধিময় একটি উন্নত মানবিক জনপদ।

কিছু নমুনা :

(১) জনৈকা মহিলা অন্ধকারে মসজিদে যাওয়ার পথে ধর্ষিতা হয়। লোকেরা ধর্ষককে ধরে এনে রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করলে সে দোষ স্বীকার করে। তিনি তাকে তখনই ‘রজম’ করার নির্দেশ দেন এবং ধর্ষিতাকে বলেন, তুমি যাও! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন’। রজমের পূর্বে লোকটি অনুতপ্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ্র নিকট তওবা করে। তাতে আপ্লুত হয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, লোকটি এমন তওবা করেছে, যদি পুরা মদীনাবাসী এমন তওবা করত, তাহ’লেও তা কবুল করা হ’ত *(তিরমিযী হা/১৪৫৪ প্রভৃতি)*। (২) মা‘এয আসলামী নামক জনৈক ব্যক্তি একদিন এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন! তিনি বললেন, কিসের থেকে পবিত্র করব? সে বলল, যেনা থেকে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক! তুমি ফিরে যাও। আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও ও তওবা কর। লোকটি ফিরে গেল। আবার এল এবং একই কথা বলল। এভাবে চারবার গেল এবং ফিরে এল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, দেখতো লোকটি পাগল কি-না? পরে বললেন, দেখতো সে মাতাল কি-না? সবটাতে সুস্থ প্রমাণ হ’লে তিনি তাকে রজমের আদেশ দেন। দু’দিন পর তিনি এসে বলেন, তোমরা মা‘এয-এর জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। সে এমন তওবা করেছে, যদি তা পুরা উম্মতের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হ’ত, সেটি তাদের জন্য যথেষ্ট হ’ত *(মুসলিম হা/১৬৯৫)*।

(৩) জনৈকা গামেদী মহিলা একদিন এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন! তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক। ফিরে যাও। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও ও তওবা কর। এ সময় সে যেনার মাধ্যমে গর্ভবতী ছিল। সে বলল, আপনি কি আমাকে মা‘এয আসলামীর মত ফেরৎ দিতে চান? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, বেশ। তাহ’লে গর্ভ খালাসের পর এসো। মহিলাটি তাই করল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, যাও বাচ্চা দুধ ছাড়িয়ে শক্ত খাবার খেতে শিখুক, তারপর এসো। মহিলাটি পরে এল। সে সময় বাচ্চার হাতে রুটির একটি টুকরা ছিল। সে বলল, হে আল্লাহ্র নবী! বাচ্চাকে দুধ ছাড়িয়েছি। সে এখন খাবার খাচ্ছে। তিনি বললেন, বাচ্চাটির লালন-পালনের ভার কে নিতে পারে? তখন আনছারদের জনৈক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে সম্মতি দিল। তখন তিনি তার হাতে বাচ্চাটি সোপর্দ করলেন। অতঃপর মহিলাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। পরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, মহিলাটি এমন তওবা করেছে, যদি অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায়কারী ব্যক্তি এমন তওবা করত, তবুও তাকে ক্ষমা করা হ’ত। অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়েন ও তাকে দাফন করা হয়’ *(মুসলিম হা/১৬৯৫)*। যে জানাযায় স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, কতইনা সৌভাগ্যবতী সে! জান্নাত যেন তাকে ডাকছে!

(৪) কুরায়েশ নেতা আবু জাহলের সম্ভ্রান্ত মাখযূম গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরির আসামী হয়। তাকে বাঁচানোর জন্য নেতাদের পক্ষে নাতি উসামা বিন যায়েদকে দিয়ে সুফারিশ করানো হয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি আমার নিকট আল্লাহ্র দণ্ডবিধির ব্যাপারে সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি খুৎবা দিয়ে বলেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মত ধ্বংস হয়েছে একারণে যে, যখন তাদের মধ্যেকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি

[বাকী অংশ ৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

প্রগতি ও সংকট

আফতাব আহমদ রহমানী

[দিনাজপুরের কৃতি সন্তান প্রফেসর ড. আফতাব আহমদ রহমানী (১৯২৬-১৯৮৪) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগ (১৯৬২) এবং আরবী বিভাগের (১৯৭৮) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীছ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ৪ঠা জুন ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাওলানা কাফী ছাহেবের মৃত্যুর পর জুলাই ১৯৬০ থেকে নভেম্বর ১৯৬১ পর্যন্ত তিনি এককভাবে এবং ডিসেম্বর ১৯৬২ থেকে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৬৩ পর্যন্ত মাওলানা আব্দুর রহীম এম.এ.বিএলবিটি-এর সাথে যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি এবং ১৯৭০ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন থেকে আরেকটি পিএইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর পিএইচ.ডি থিসিসটির শিরোনাম ছিল, "The life and works of Ibn Hajar al-Asqalani : accompanied by a critical edition of certain sections of Al-Sakhawi's Al-Jawahir wa Al-Durar" যা ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক ২০০০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ ড. রহমানীর 'প্রগতি ও সংকট' শীর্ষক নিবন্ধটি মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীছ' পত্রিকার ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ১৯৬০-এ সাময়িক প্রসঙ্গ তথা সম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত হয়। বৈশ্বিক অশান্তি ও অনৈতিকতার স্রোতে নিমজ্জিত সমাজ ব্যবস্থার ভঙ্গুর চিত্র ফুটে উঠেছে অত্র নিবন্ধে। এথেকে উত্তরণের উপায় যে পূর্ণরূপে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, তাঁর সাহসী ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে এ নিবন্ধে। প্রবন্ধটি ৬০ বছর পূর্বে লিখিত হ'লেও বর্তমান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এর আবেদন প্রাসঙ্গিক। সেকারণ প্রাচীন বানানরীতি ও সাধু ভাষা অক্ষুণ্ন রেখে হুবহু তা মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর পাঠকবৃন্দের জন্য পত্রস্থ করা হ'ল- সম্পাদক।]

আধুনিক জগত জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। জ্ঞানরাজ্যের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, প্রকৃতির অনুদ্ঘাটিত বহুবিধ রহস্যের দ্বার একের পর এক উদ্ঘাটিত হইয়া চলিয়াছে। মানুষের জীবন যাত্রার শতবিধ অসুবিধা দূরীভূত করিয়া সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ও আয়াস এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির সহস্র উপকরণ এখন তাহার হাতের মুঠায় আসিয়া গিয়াছে। ধরণীর বুকে এই অর্জিত সাফল্য মানুষকে এখন আকাশের দিকে অগ্রসর হওয়ার উৎসাহ ও অনুপ্রাণনায় উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছে। চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে মানবীয় আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখাও শুরু হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে এই অপরিসীম প্রগতি মানুষকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে? আরাম-আয়াস এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহজলভ্য উপকরণের বিপুল সম্ভার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক-উদ্ভাসিত তথ্যাবলী সত্যই কি মানুষকে সামগ্রিকভাবে অনাবিল শান্তি এবং প্রকৃত পরিতৃপ্তির সন্ধান দিতে পারিয়াছে?

সকলের মুখ হইতেই দ্বিধাহীন কণ্ঠে, অকুণ্ঠ ভাষায় জওয়াব আসিবে এক দ্ব্যর্থহীন 'না'। জ্ঞান রাজ্যের বহু বিস্তৃত পরিধি এবং বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সহস্রবিধ তথ্যাবলী ও দ্রব্যসম্ভার মানুষের মনে শান্তির পরিবর্তে অশান্তির আগুনকেই প্রজ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বজগত ও প্রকৃতি রাজ্যের স্রষ্টা ও নিয়ামক, মানুষের চরম ও পরম প্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উপর মানুষ বিশ্বাস হারা এবং পরম সত্তার চরম কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া দিগভ্রান্ত পথিকের ন্যায় মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিয়া মরিতেছে। সুখ ও শান্তির আশায় এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষের দল দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য অবস্থায় যেদিকেই ধাবিত হয়- সীমাহীন বালুকার উপর বিকীরিত সূর্যরশ্মির প্রাচণ্ডিক প্রখরতা তাঁহাকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দেয়।

সঙ্কট কেন?

জ্ঞান-বিজ্ঞানের উক্ত প্রগতি মানুষকে শান্তির পরিবর্তে এই সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্তে কেন এবং কেমন করিয়া নিক্ষেপ করিল?

এই প্রশ্নের জওয়াব পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সমাজ তত্ত্ববিদ P.A. Sorokin এর নিকট হইতে শোনা যাক। তিনি তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক The Crisis of Our Age গ্রন্থে বলেন, 'ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও অসত্যের উপর মানুষের যদি দৃঢ় আস্থা না থাকে, সে যদি পরম সত্তা আল্লাহ্‌র উপরই বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে, নৈতিক বাধ্যবাধকতার কোন মূল্যই যদি তাঁহার নিকট না থাকে এবং সর্বোপরি দৈহিক ক্ষুধার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা যদি তাহার মনে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বসে, তাহা হইলে অপর মানুষের প্রতি তাঁহার আচরণ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইবে? অদম্য ভোগ লালসাই তখন তাহার প্রভু সাজিয়া বসিবে। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত যুক্তি যৌক্তিকতা এবং নৈতিক চাপ এমনকি মানব সুলভ সাধারণ জ্ঞানটুকুও সে তখন খোয়াইয়া বসে। অপরের স্বার্থ, কল্যাণ এবং অধিকারের সীমালঙ্ঘনের কার্যে কোন্ বস্তু তাহাকে নিরত রাখিবে?

জৈব ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্য তাহার অগ্রগতিকে কে রোধ করিবে?... এইরূপ ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মানুষের সমবায়ে গঠিত সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দাঁড়াইবে পারস্পরিক সংগ্রাম-দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্ব; ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, পরিবারের সহিত পরিবারের, শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর, জাতির সহিত জাতির বিরামহীন, আপোষহীন সংগ্রাম'।

সঙ্কট ও সমস্যার ভয়াবহতা :

এই সংগ্রাম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে যেমন অশান্তি বিক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সমষ্টি জীবনকেও তেমনি বিষায়িত করিয়া তুলিয়াছে। শান্তি যেন ধরা বক্ষ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সঙ্কটের পর সঙ্কট মানবজীবনকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের দেহ ও মন উভয়ই সাঙ্ঘাতিকভাবে আক্রান্ত, একটি অঙ্গও এই ক্ষয়িষ্ণু রোগের অপ্রভাব হইতে মুক্ত নয়, হৃদযন্ত্রের প্রতিটি অংশ, শিরা-উপশিরা, ধমনি-উপধমনী, মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা আজ বিকলিত ও বিকারগ্রস্ত । উহার পরিণতির ভয়াবহতা আমাদের চোখের সম্মুখে দেদীপ্যমান। পুনঃ মিঃ পি এ, সরোকিনের ভাষায় বলিতে হয়,

We are in the midst of an enormous conflagration-burning every thing into ashes. In a few weeks millions of human lives are uprooted, in a few hours century old cities are demolished, in a few days kingdoms are erased. Red human blood flows in broad streams from one end of the earth to the other. Ever expanding misery spreads its gloomy shadow

over larger and larger areas. The fortunes, hapiness and comport of untold millions have disappeared, peace, security and safety have vanished, prosperity and well being have become in many countries but a memory; freedom a mere myth. Western culture is covered by a blackout. A great tornado sweeps over the whole mankind *(The Crisis Of Our Age, p. 14-15)*.

'আমরা এক সর্বগ্রাসী দাবানলের মধ্যে অবস্থানরত। এই দাবানল সমস্ত পোড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিয়া দিতে উদ্যত। মাত্র কয়েক সপ্তাহের ধ্বংস লীলায় লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান ধরাবক্ষ হইতে নির্মূল, কয়েক দিবসেই রাজ্যের পর রাজ্য বিধ্বস্ত এবং কয়েক ঘণ্টায় শতাব্দী-প্রাচীন শহর জনপদ ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মানুষের দেহ-ক্ষরিত রক্ত স্রোতের প্রশস্ত রক্তিম নদী প্রবাহিত, ক্রমবিস্তারশীল অভাব ও দারিদ্র্য বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ইলাকায় উহার কৃষ্ণছায়া প্রসার-কার্যে রত। সুখ, শান্তি এবং সৌভাগ্য কোটি কোটি গৃহ হইতে চিরতরে নির্বাসিত, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিহ্ন। কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বহু দেশেই অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতিতে পর্যবসিত, স্বাধীনতা এক পুরা কাহিনীতে পরিণত, পাশ্চাত্য কৃষ্টি ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন। সমগ্র মানব জাতি এক মহা ঘূর্ণিবাত্যার কবলে নিপতিত'!

উপায়, কর্তব্য ও দায়িত্ব :

নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের এই ঘোর অমানিশায় আশার আলোক কোথায়? জল, স্থল ও নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত প্রায় সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বের আশঙ্কিত মহাবিধ্বস্তির কবল হইতে রক্ষার উপায় কি? বিভিন্ন মহল হইতে সঙ্কট ত্রাণের বহুবিধ নোস্খার বিবরণ ও প্রচারণা শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে জটিলতার গ্রন্থি ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

পাকিস্তান ইসলামের যে মহা জ্যোতি-প্রভা নূতনভাবে প্রজ্বলিত করিয়া এই সূচিভেদ্য আঁধার অপসারণের দায়িত্ব গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিল- তাহা মিথ্যা ছিল না। দুনিয়ার অন্য কোন মতবাদ নয়- একমাত্র ইসলামই দুনিয়াকে শেফা ও রহমতের আবে হায়াত রোগমুক্তি এবং শান্তি ও কল্যাণের সঞ্জীবনী অমৃতের দ্বারা রোগজীর্ণ, জ্বরগ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ দুনিয়ার হতাশ মানব সমাজকে নব জীবনের নূতন আশায় উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু পাকিস্তানীদের ভিতর পাশ্চাত্যের অভিশপ্ত কৃষ্টির ক্রমপ্রসারতা এবং স্বীয় ঐতিহ্য ও তমদ্দুনের প্রতি ক্রমবর্ধমান উপেক্ষা উক্ত আশার বাস্তবায়নের সম্ভাবনাকে মিথ্যায় পর্যবসিত অথবা সুদূর পরাহত করিয়া রাখিতেছে। জাগ্রত খাঁটি পাকিস্তানী এবং ইসলামপন্থী মুসলমানদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ও কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে।

[পাকিস্তান জন্মের মাত্র ১২ বছরের মধ্যেই কিভাবে নেতারা লক্ষ্যচ্যুত হয়েছিলেন, লেখাটিতে তার নমুনা পাওয়া যায়। নেতারা সর্বদা জনগণের বিপরীত চলেন, তার বাস্তব প্রমাণ রয়েছে এতে। বাংলাদেশের জনগণ তারাই, যারা পাকিস্তান এনেছিল বড় স্বপ্ন নিয়ে। স্বাধীন বাংলাদেশের নেতাদের কর্তব্য, তাদের জনগণের প্রাণের দাবী, দেশে পূর্ণভাবে ইসলাম কায়েম করা (স.স.)]

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল শ্রেণীর লোক চুরি করত, তখন তাকে দণ্ড দিত। আল্লাহ্র কসম! যদি আজ মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬১০)*। (৫) মদখোরের শাস্তি ৪০ থেকে ৮০ বেত্রাঘাত *(বুখারী হা/৬৭৭৯)*। চতুর্থবারে মৃত্যুদণ্ড। তবে বিচারক মৃত্যুদণ্ড অথবা বেত্রাঘাত যেকোন একটি দণ্ড দিতে পারেন *(তিরমিযী হা/১৪৪৪)*। মদখোর জাহান্নামে 'ত্বীনাতুল খাবাল' অর্থাৎ জাহান্নামীদের দেহ নিঃসৃত পুঁজ-রক্ত খাবে *(মুসলিম হা/২০০২)*। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার 'মদ্য নিবারক আইন'-এর কথা বলা যেতে পারে। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার সিনেট 'মদ্য নিবারক আইন' (Prohibition law) পাস করে। কিন্তু ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে উক্ত আইন বাতিল করে এবং মদ্যপান বৈধ করা হয়। অথচ ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মদীনায় যখন মদ নিষিদ্ধের আয়াত নাযিল হয়, তখন ঘোষণা শোনা মাত্র মুসলিমরা মদ পান রত অবস্থায় মদের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিল। গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে দিল। মদের কলসীগুলো সাথে সাথে ভেঙ্গে Ð॥০¥q দিল। মদীনার অলিতে-গলিতে মদের স্রোত বয়ে গেল *(বুঃ মুঃ)*। যারা মদ ছাড়তে চায়নি, তাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হ'ল। সমাজ জীবন থেকে মদ বিদায় নিল *(দ্র. দরসে কুরআন, ১৫/১২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১২)*।

ইসলামী আইন ও মানব রচিত আইনের পার্থক্য :

(১) ইসলামী আইন মূলতঃ ধর্মীয় আইন। এখানে ধর্মীয় মূল্যবোধই মুখ্য। পরকালীন জবাবদিহিতার চেতনায় এখানে দোষীরা শাস্তি চেয়ে নেয়। যাতে সে মৃত্যুর আগেই পবিত্র হ'তে পারে এবং পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে। মানবরচিত আইনে এসবের কিছু নেই। (২) ইসলামী আইনে মানুষের চাইতে মানবতার গুরুত্ব বেশী। ব্যভিচার পরস্পরের সম্মতিতে হৌক বা যবরদস্তিতে হৌক, দুই অবস্থাতেই মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়। সেই নিরিখে তার শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হয়। যা অন্যদের মধ্যে মানবতার উজ্জীবন ঘটায়।

(৩) ইসলামী আইনে ব্যক্তির উর্ধ্বে সমাজকে স্থান দেওয়া হয়। হত্যার বদলে হত্যা, যখমের বদলে যখম, চোরের হাত কাটা প্রভৃতি আইন উক্ত উদ্দেশ্যে নির্ধারিত। পক্ষান্তরে মানবরচিত আইনে সমাজের উর্ধ্বে ব্যক্তি মুখ্য হয়। সেকারণ সেখানে পরস্পরের সম্মতিতে ব্যভিচার, সমকামিতা, পায়ুকামিতা, গর্ভপাত, লিভ টুগেদার প্রভৃতি পশুসুলভ আচরণ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সিদ্ধ হয়। যাতে ব্যাপকভাবে সমাজ দূষণ ঘটে। ইসলামী আইনে এগুলি চিরতরে নিষিদ্ধ এবং কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ফলে ইসলামী সমাজে মানবতা নিরাপদ থাকে এবং মানুষ শান্তিতে বসবাস করে।

(৪) ইসলামী আইনে যাকাত ফরয ও সূদ হারাম। এতে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ হয় ও সমাজে অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। ফলে সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠিত হয়। একই কারণে জুয়া-লটারী সহ পুঁজিবাদের সকল পথ ও পদ্ধতি ইসলামে পুরাপুরি নিষিদ্ধ।

(৫) ইসলাম কখনোই দণ্ডনির্ভর নয়। বরং সর্বদা মানুষকে আল্লাহভীরু করে গড়ে তোলায় সচেষ্ট থাকে। যাতে সে নিজেই অপরাধ থেকে বিরত হয় এবং তওবায় উদ্বুদ্ধ হয়। বস্তুতঃ কেবল দণ্ড দিয়ে নয়, বরং আল্লাহভীরু মানুষ সৃষ্টির মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন সম্ভব। নবী-রাসূলগণ সে কাজটিই করে গেছেন। উম্মতের রাষ্ট্রশক্তি ও সমাজশক্তি সে পথেই পরিচালিত হৌক আমরা সর্বদা সেই কামনা করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! *(স.স.)*।

মুসলিম সমাজে মসজিদের গুরুত্ব

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

মসজিদে বৈধ কাজসমূহ :

মসজিদ আল্লাহ্র ঘর, যেখানে মুসলমানগণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন, রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করে থাকেন। এছাড়াও কিছু কাজ রয়েছে, যা মসজিদের মত পবিত্র স্থানে করা বৈধ। যেমন-

(১) শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদান করা : মসজিদ হ'ল শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম স্থান। মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় বিষয়াবলী প্রতিদিন ইমামের কাছ থেকে শিক্ষা নিবেন এবং সে অনুযায়ী আমল করবেন। আবার ইমামগণও বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবেন। আবু ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদা মসজিদে বসেছিলেন, তাঁর সাথে আরও লোকজন ছিল। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আসল। তন্মধ্যে দু'জন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসল এবং একজন চলে গেল। আবু ওয়াক্বিদ (রাঃ) বলেন, তাঁরা দু'জন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। অতঃপর তাদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়ল এবং অপরজন তাদের পেছনে বসল। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেল। যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অবসর হ'লেন তখন (ছাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব না? তাদের একজন আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করল, আল্লাহ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করল, তাই আল্লাহ তার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করলেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল, তাই আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন'।[১]

(২) বিচার-ফায়ছালা ও শারঈ সিদ্ধান্ত বা নছীহত করা : কোন বিষয়ে মীমাংসার প্রয়োজন হ'লে অথবা কোন বিষয়ে সমাধান দিতে চাইলে মসজিদে বসেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা করতে পারবেন। আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মসজিদে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে উটে আরোহণ করে এক ব্যক্তি আসল এবং সে উটকে মসজিদের (আঙ্গিনায়) বসাল ও বাঁধলো। আর উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন উপস্থিতদের মধ্যে ঠেস দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, এই ঠেস দিয়ে বসা ফর্সা ব্যক্তি। তখন সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশজাত! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। তখন সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং প্রশ্নের ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করব। আপনি কিছু মনে করবেন না। তখন তিনি বললেন, তোমার যা মনে চায় প্রশ্ন কর।

তখন সে বলল, আমি আপনাকে আপনার প্রভু এবং আপনার পূর্ববর্তীদের নতুন প্রভুর নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে সমস্ত মানুষের হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। সে বলল, এখন আমি আপনাকে আল্লাহ্র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে রাতে-দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। অতঃপর সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে বছরের এ (রামাযান) মাসে ছাওম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। অতঃপর সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহ্র নামে শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে আমাদের বিত্তশালীদের থেকে এ যাকাত নিয়ে তা আমাদের অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারপর ঐ ব্যক্তি বলল, আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তার উপর আমি ঈমান আনলাম। আর আমি নিজ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের জন্য দূতরূপে এসেছি এবং আমার নাম হ'ল যিমাম ইবনু ছা'লাবা। আমি সা'দ ইবনু বকর গোত্রের লোক।[২]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূদ সম্পর্কিত সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হ'লে নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে গিয়ে সেসব আয়াত ছাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন।[৩]

(৩) মসজিদে অবস্থান ও খাওয়া-দাওয়া করা : অন্যান্য বৈধ কাজের ন্যায় মসজিদে অবস্থান করা ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন,

لَمَّا أُصِيبَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلٌ فِى الأَكْحَلِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِى الْمَسْجِدِ فَيَعُوْدُهُ مِنْ قَرِيْبٍ.

'খন্দকের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত তীরে সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ) আঘাতপ্রাপ্ত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য মসজিদের ভেতর একটি তাঁবু টানালেন। যেন তিনি কাছ থেকে তাকে দেখতে পারেন'।[৪] আর যারা ই'তিকাফ করবে তারা মসজিদে অবস্থান করবে এবং মসজিদেই খাওয়া-দাওয়া করবে। এছাড়াও রামাযান মাসে মসজিদে ইফতারেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

---

* সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।

১. বুখারী হা/৬৬; মুসলিম হা/৬১৭৬; আহমাদ হা/২১৯৬৬।

২. বুখারী হা/৬৩; নাসাঈ হা/২০৯২-৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪০২।

৩. বুখারী হা/৪৫৯; মুসলিম হা/১৫৮০; আহমাদ হা/২৬৪৩৪।

৪. আবূদাঊদ হা/৩১০১, হাদীছ ছহীহ।

(৪) প্রয়োজনীয় বৈধ কথা-বার্তা বলা : যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীলসহ যে কোন বৈধ কথা-বার্তা মসজিদে বলা জায়েয। সিমাক (রহঃ) বলেন,

قلتُ لجابرِ بنِ سَمُرةَ أكُنتَ تجالسُ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ نعَم كثيرًا فَكانَ لا يقومُ من مصلّاهُ الَّذي صلّى فيهِ الغداةَ حتّى تطلُعَ الشَّمسُ فإذا طلَعت قامَ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

'আমি জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাহচর্যে থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অধিক সময় তাঁর সাহচর্যে ছিলাম। তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ স্থানেই বসে থাকতেন যেখানে তিনি ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর সূর্যোদয় হ'লে তিনি উঠে যেতেন'।[৫] জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্থানে ছালাত আদায় করতেন সূর্য পূর্ণভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান হ'তে উঠতেন না। সূর্য উদয় হ'লে উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে কথাবার্তা বলতেন এবং জাহেলী যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে ছাহাবাগণ হাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও মুচকি হাসতেন'।[৬]

(৫) ঘুমানো : বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে ঘুমানো যায়। আব্বাদ ইবনু তামীম (রঃ) তাঁর চাচা হ'তে বর্ণনা করেন, أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মসজিদের মধ্যে চিৎ হয়ে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছি'।[৭] ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মসজিদে ঘুমাতাম। অথচ আমি তখন যুবক ছিলাম'।[৮]

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর ঘরে আসলেন, কিন্তু আলী (রাঃ)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতেমা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন, আমার ও তার মধ্যে বাদানুবাদ হওয়ায় তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার নিকটে দুপুরের বিশ্রামও করেননি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, দেখ তো সে কোথায়? সে খুঁজে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) আসলেন এবং বললেন, উঠ, হে আবূ তুরাব! উঠ, হে আবূ তুরাব![৯]

অতএব বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদে থাকা ও ঘুমানো যায়। তবে এক্ষেত্রে মসজিদের পবিত্রতার আদবগুলো যাতে লংঘিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(৬) অমুসলিমদের প্রবেশ করা ও তাদেরকে বন্দি করে রাখা : বিশেষ প্রয়োজনে অমুসলিম ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতে পারে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজদ এলাকায় অশ্বারোহী কাফেলা পাঠালেন। তারা বনী হানীফাহ গোত্রের ছুমামাহ বিন উছাল নামক এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এলো। সে ইয়ামানবাসীদের নেতা ছিল। লোকটিকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটিতে বেঁধে রাখা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার কাছে এসে বললেন, হে ছুমামা! তোমার নিকট কি আছে? সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে কল্যাণ আছে? আপনি আমাকে হত্যা করলে এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, যার রক্তের প্রতিশোধ নেয়া হবে। আর আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহ'লে একজন সম্মানী লোককে অনুগ্রহ করলেন। আপনি সম্পদের আশা করলে যত ইচ্ছা চাইতে পারেন দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চলে গেলেন। পরবর্তী সকাল বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে ছুমামা! তুমি তোমার সাথে কেমন আচরণের প্রত্যাশা কর? সে আগের মতই জবাব দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছুমামাকে ছেড়ে দিলেন। পরে তিনি ইসলাম কবুল করেন।[১০]

এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয়তানকেও বন্দি করে রাখতে চেয়েছিলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, গত রাতে এক দুষ্ট জিন আমার ছালাত নষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করতে শুরু করল। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাকে শক্তি দান করলেন তাকে কাবু করার। আমি তাকে গলা টিপে ধরেছিলাম। আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে সকাল বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখনই আমার স্মরণ হ'ল আমার ভাই নবী সুলায়মানের দো'আর কথা। তিনি দো'আ করেছিলেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যা আমার পরে আর কেউ যেন না পায়' *(ছোয়াদ ৩৮/৩৫)*। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিনটিকে (আমার হাতে) লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দিলেন'।[১১]

(৭) অভাবী লোকদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করা : মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না আল-আনাযী (রহঃ) মুনযির ইবনু জারীর থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ভোরের দিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে পাদুকাবিহীন, প্রায় বস্ত্রহীন, গলায় চামড়ার 'আবা'

৫. মুসলিম হা/৬৭০; আবূদাঊদ হা/১২৯৪; তিরমিযী হা/৫৮৫।
৬. মুসলিম, আবূদাঊদ হা/১২৯৪; মিশকাত হা/৪৭৪৭।
৭. বুখারী হা/৪৭৫; আবূদাঊদ হা/৪৮৬৬; মিশকাত হা/৪৭০৮।
৮. বুখারী হা/৪৪০; নাসাঈ হা/৭২২; তিরমিযী হা/৩২১।
৯. বুখারী হা/৪৪১।
১০. আবূদাঊদ হা/২৬৭৯; নাসাঈ হা/৭১২।
১১. মুসলিম হা/১০৯৬।

(কালো ডোরাকাটা চাদর দিয়ে কোন রকম শরীর ঢাকা পোষাক) পরিহিত এবং নিজেদের তরবারি ঝুলন্ত অবস্থায় একদল লোক আসল। এদের অধিকাংশ কিংবা সকলেই মুযার গোত্রের লোক ছিল। অভাব-অনটনে তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল পরিবর্তিত ও বিষণ্ন হয়ে গেল। তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন, অতঃপর বেরিয়ে এলেন। তিনি বেলাল (রাঃ)-কে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। বেলাল (রাঃ) আযান ও ইক্বামত দিলেন। ছালাত শেষ করে তিনি উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং সূরা নিসার ১নং আয়াত ও সূরা হাশরের ১৮নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই তাদের দীনার, দিরহাম, কাপড়-চোপড়, গম ও খেজুরের ভাণ্ডার হ'তে দান করা উচিত। অবশেষে তিনি বললেন, যদি খেজুরের এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে আনছারদের এক ব্যক্তি একটি থলে নিয়ে এলো, যা সে বহন করতে পারছিল না। অতঃপর লোকেরা একের পর এক জিনিসপত্র আনতে লাগলো। এমনকি আমি দেখলাম, শস্যে ও কাপড়-চোপড়ে দু'টি স্তূপ হয়ে গেছে এবং দেখলাম, (আনন্দে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা ঝলমল করছে, যেন তা স্বর্ণে মোড়ানো।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ইসলামে যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ চালু করল সে এর ছওয়াব তো পাবেই, তার পরের লোকেরা যারা এ নেক কাজের উপর আমল করবে তাদেরও সমপরিমাণ ছওয়াব সে পাবে। অথচ এদের ছওয়াব কিছু কমবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করল, তার জন্য তো এ কাজের গুনাহ আছেই। এরপর যারা এ মন্দ রীতির উপর আমল করবে তাদের সমপরিমাণ গুনাহও তার ভাগে আসবে, অথচ এতে আমলকারীদের গুনাহ কম করা হবে না'।[১২]

(৮) কবিতা আবৃত্তি করা : মসজিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ইসলামী হামদ-না'ত, কবিতা আবৃত্তি করা ও প্রয়োজনীয় কথা বলা জায়েয। জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شهِدتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أكثَرَ مِنْ مِئةِ مَرَّةٍ فِيْ المَسجِدِ، وَأصحابُهُ يَتَذاكَرُوْنَ الشِّعرَ، وأشياءَ مِن أمْرِ الجاهليَّةِ، فرُبَّما تَبَسَّمَ معهم،

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে শতাধিক বৈঠকে ছিলাম। সেসব বৈঠকে তাঁর ছাহাবীগণ কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং জাহিলী যুগের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন। তিনি সেগুলো চুপ করে শুনতেন এবং কখনো কখনো মুচকি হাসতেন'।[১৩] রাসূল (ছাঃ) তাঁর পক্ষ থেকে হাসসান বিন ছাবেতকে (কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের) জবাব দিতে বলেন এবং তার জন্য রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেন।[১৪] উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে জাহেলী যুগেরও বাতিলপন্থীদের কবিতা আবৃত্তি করতে এবং কবিতা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করতে নিষেধ করতেন।

(৯) ছাদাক্বার মাল জমা রাখা : মসজিদে ছাদাক্বার মাল রাখা জায়েয। যেমন ফিৎরার চাল, যাকাতের সম্পদ অথবা আল্লাহ্র নামে মান্নতের জিনিস। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট বাহরাইন হ'তে কিছু সম্পদ আসলো। তিনি বললেন, এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এ যাবত যত সম্পদ আনা হয়েছে তার মধ্যে এ সম্পদই ছিল সবচেয়ে বেশী। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ছালাতের জন্য চলে গেলেন। এর দিকে দৃষ্টি দিলেন না। ছালাত শেষ করে তিনি সম্পদের নিকটে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু সম্পদ দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে আব্বাস (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও আকীলের (এ দু'জন বদর যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদী ছিলাম) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, নিয়ে যাও। তিনি কাপড় ভর্তি করে নিলেন। অতঃপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন, না। আব্বাস (রাঃ) বলেন, তাহ'লে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেন, না। তখন আব্বাস (রাঃ) তা থেকে কিছু সম্পদ রেখে দিলেন। অতঃপর পুনরায় তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন, না। আব্বাস (রাঃ) বললেন, তাহ'লে আপনি তুলে দিন। তিনি বললেন, না। অতঃপর আব্বাস (রাঃ) আরো কিছু সম্পদ নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) তার এই লোভ দেখে এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি আব্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি চোখের আড়াল হ'লেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সেখানে একটি দিরহাম অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।[১৫] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে দান-ছাদাক্বার মাল জমা করা ও বণ্টন করা যাবে।

মসজিদ সংশ্লিষ্ট অবৈধ কাজসমূহ :

মসজিদ কেন্দ্রিক অনেক অবৈধ কাজ রয়েছে। যা থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) কবরকে মসজিদ বানানো : বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক মসজিদের পার্শ্বেই কবর রয়েছে। কোন কোন মসজিদের নীচেও কবর রয়েছে। আবার কোন কোন কবরকে

১২. *মুসলিম হা/২২৪১; মিশকাত হা/২১০।*
১৩. *তিরমিযী হা/২৮৫০; আহমাদ হা/২০৮৮৫; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৫৭৮১।*
১৪. *বুখারী হা/৩২১২; মুসলিম হা/২৪৮৫।*
১৫. *বুখারী হা/৪২১; আবূদাঊদ হা/৩১০১; নাসাঈ হা/৭১০।*

পাকা করে লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, যা ইসলামে হারাম। এমনকি মসজিদে কবর থাকলে সেখানে ছালাত নিষিদ্ধ।[১৬] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মৃত্যু শয্যায় বলেছেন, لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصارى، اتَّخَذُوْا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ، 'আল্লাহ্র অভিশাপ ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে'।[১৭]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন,

أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، وأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتا كَنِيسَةً رَأَيْنَها بالحَبَشَةِ فيها تَصاوِيرُ، فَذَكَرَتا للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ أُولَئِكَ إذا كانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَماتَ، بَنَوْا على قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وصَوَّرُوا فيه تِيكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القِيامَةِ.

'একদিন উম্মু হাবীবাহ ও উম্মু সালামা (রাঃ) তাঁর সাথে আলোচনা করলেন যে তাঁরা হাবশায় খৃষ্টানদের একটি গির্জা দেখে এসেছেন। সে গির্জায় নানা ধরনের চিত্র অংকিত রয়েছে। তারা দু'জন এসব কথা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের কোন নেককার লোক মারা গেলে তার কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত এবং এসব ছবি অংকিত করে রাখত। এরাই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে'।[১৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন, اللّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থান বানিও না। আল্লাহ্র কঠিন রোষানলে পতিত হবে সেই জাতি, যারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে'।[১৯]

এমনকি অনেক কবরকে মাযার নাম দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সেখানে মানুষ মান্নত করে, সিজদা করে, সম্মান করে, গিলাফ পরায়, টাকা-পয়সা দেয় ইত্যাদি। এসবই ইসলামে হারাম ও সবচেয়ে বড় পাপ।

আবার অনেকে মসজিদের পাশে কবর দেওয়াকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা ও ফযীলতের কাজ মনে করেন। আরো ধারণা করেন যে, মুওয়ায্যিনের আযান ও মুছল্লীদের যাতায়াত নাজাতের কারণ হবে। যেমনটি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রিঃ) তার এক কবিতায় লিখেছেন,

'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মুওয়ায্যিনের আযান শুনতে পাই।
আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই মুছল্লীরা যাবে,
পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে,
গোর আযাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই।
কত পরহেযগার খোদার ভক্ত নবীজির উম্মত,
সেই কুরআন শুনে যেন আমি পরাণ জুড়াই।
কত দরবেশ-ফকীর রে ভাই মসজিদের আঙিনাতে
আল্লাহ্র নাম যিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে।
আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ্র নাম জপিতে চাই।

এসবই ভ্রান্ত আক্বীদা। কারণ মানুষ মারা গেলে দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক বন্ধ হয়ে যায়। দুনিয়ার কেউ মৃত ব্যক্তিকে কিছু শুনাতে পারবে না। আবার কবরবাসীও দুনিয়ার লোকদের কোন উপকার করতে পারবে না *(নামল ২৭/৮০; রূম ৩০/৫২; ফাতির ১৪)*।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের সাথে কবরের কোন সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে কবরকে মসজিদ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে অথবা মসজিদকে কবর থেকে সরিয়ে নিতে হবে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ। বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, কবরের উপর মসজিদ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। আর মসজিদে কোন মাইয়েতকে দাফন করা যাবে না।[২০]

(২) হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া : কারো কোন জিনিস হারিয়ে গেলে মসজিদে বা মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়া জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শুনে অথবা দেখে যে, মসজিদে এসে কেউ তার হারানো জিনিস খুঁজছে, সে যেন বলে, তোমার হারানো জিনিস তুমি যেন না পাও আল্লাহ সেটিই করুন। কারণ হারানো জিনিস খোঁজার জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়নি'।[২১]

বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করল। সে বলল, লাল বর্ণের উটের প্রতি কে ঘোষণা জানালো? অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ، 'তুমি যেন (তোমার হারানো জিনিস) না পাও। কেননা মসজিদ তো মসজিদের কাজের জন্য বানানো হয়েছে'।[২২]

(৩) মসজিদ নিয়ে গর্ব করা : মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। তাই মসজিদ নিয়ে বড়াই করা বা গর্ব করা উচিত নয়। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد

১৬. *আবূদাঊদ হা/৪৯২; তিরমিযী হা/৩১৭; মিশকাত হা/৭৩৭।*
১৭. *বুখারী হা/১৩৯০; মুসলিম হা/৫২৯; মিশকাত হা/৭১২।*
১৮. *বুখারী হা/৩৮৭৩।*
১৯. *মুয়াত্ত্বা মালিক হা/৪১৪; মিশকাত হা/৭৫০।*
২০. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১৯৪-৯৫ পৃঃ; আলবানী, তাহযীরুল সাজিদ ৪৫ পৃঃ; মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট ২০১৬ প্রশ্নোত্তর ৩১/৪৩১।*
২১. *মুসলিম হা/৫৬৮; আবূদাঊদ হা/৪৭৩; ইবনু মাজাহ হা/৭৬৭; মিশকাত হা/৭০৬।*
২২. *মুসলিম হা/১১৪৯; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৬৮।*

‘ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না, মানুষেরা মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে’।[২৩]

(৪) ক্রয় বিক্রয় করা : মসজিদ নির্মাণ করা হয়, আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্য, তাঁর যিকির করার জন্য ও আল্লাহ্র ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী পালনের জন্য। মসজিদ দুনিয়াবী কোন কাজের জন্য বানানো হয়নি। যেমন ক্রয়-বিক্রয় করা, বাযার বসানো ইত্যাদি। আমর ইবনু শু‘আয়ব (রহঃ) তার পিতা হ’তে, তার পিতা তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুম‘আর ছালাতের পূর্বে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন।[২৪] এমনকি কেউ বেচা-কেনা করলে লাভবান না হওয়ার জন্য দো‘আ করতে বলেছেন।[২৫]

(৫) লাল বাতি জ্বালানো : অনেক মসজিদে লাল বাতি লাগানো থাকে এবং নীচে লেখা থাকে ‘লাল বাতি জ্বলানো অবস্থায় সুন্নাত আদায় করা নিষেধ’। আর জামা‘আতের দুই/এক মিনিট পূর্বে লাল বাতি জ্বালিয়ে দেয়া হয় আর মুছল্লীগণ এ অবস্থায় সুন্নাত ছালাতের নিয়ত না করে বসে বসে ফরযের জন্য অপেক্ষা করেন। এটা শরী‘আত সম্মত নয়। বরং মুছল্লী যখনই মসজিদে প্রবেশ করবে তখনই দুই রাক‘আত সুন্নাত আদায় করবে। সুন্নাত শেষ করার আগেই যদি মুওয়ায্যিন ইক্বামত দেয় তখন মুছল্লী সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা‘আতে শরীক হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فلا صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ، ‘যখন ইক্বামত দেওয়া হবে তখন ফরয ছালাত ছাড়া অন্য কোন ছালাত নেই’।[২৬]

(৬) অযথা গল্প-গুজব করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يأتي على النّاسِ زمانٌ يكونُ حديثُهم في مساجدِهم في أمرِ دنياهم، فلا تُجالسوهم، فليس للهِ فيهم حاجةٌ ‘অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ মসজিদে বসে নিজেদের দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে। অতএব তোমরা এসব লোকদের গল্প-গুজবে বসবে না। আল্লাহ তা‘আলার এমন লোকের প্রয়োজন নেই’।[২৭]

(৭) উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা : মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা নিষেধ। সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنْتُ قائمًا في المَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذا عُمَرُ بنُ الخَطّابِ، فَقالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِهَذَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِما، قالَ: مَن أَنْتُما أوْ مِن أيْنَ أنْتُما؟ قالا: مِن أهْلِ الطّائِفِ، قالَ: لو كُنْتُما مِن أهْلِ البَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُما، تَرْفَعانِ أصْواتَكُما في مَسْجِدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

‘একদা আমি মসজিদে দণ্ডায়মান ছিলাম, এমন সময় আমাকে একজন লোক কংকর মারলো। আমি দেখি তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)। তিনি আমাকে বললেন, যাও- ঐ দু’ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আসো। আমি তাদেরকে নিয়ে আসলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন গোত্রের বা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা তায়েফের লোক। ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হ’তে তাহ’লে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই কঠিন শাস্তি দিতাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদে তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছ?[২৮]

মসজিদে পাশ্ববর্তী মুছল্লীর অসুবিধা করে উচ্চৈঃস্বরে যিকির করা এমনকি কুরআন তেলাওয়াত করাও নিষেধ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই‘তিকাফ করছিলেন। তিনি ছাহাবীদের শুনতে পেলেন তারা উচ্চ আওয়াযে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তাদের তেলাওয়াত শুনে তিনি পর্দা খুলে বলেন, إِنَّ المصلِّيَ يُناجي ربَّهُ فلينظُرْ أحدُكُم بما يُناجي بِهِ ربَّهُ ولا يجهَرْ بعضُكُم على بعضٍ بالقراءةِ، ‘মুছল্লী তার প্রতিপালকের সাথে কানে কানে কথা বলে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকে যেন লক্ষ্য করে সে তার রবের সাথে কি বলছে। আর তোমাদের কেউ যেন একে অপরের উপরে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত না করে’।[২৯]

(৮) কারুকার্য ও নকশা করা : জমহুর ওলামায়ে কেরাম মসজিদ কারুকার্যমণ্ডিত করাকে অপসন্দ করতেন।[৩০] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী করীম (ছাঃ) একখানা নকশা অংকিত কাপড়ে ছালাত আদায় করলেন এবং (ছালাত শেষে) বললেন, شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ فَاذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ ‘এ কাপড়ের নকশা ও কারুকার্য আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। এটা নিয়ে আবু জাহম-এর কাছে যাও এবং সাদামাটা মোটা চাদরখানা আমাকে এনে দাও’।[৩১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عبّاس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى ‘মসজিদ সমূহকে উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি। ইবনু আব্বাস (রাঃ)

---

২৩. *আবূদাঊদ হা/৪৪৯; নাসাঈ হা/৬৮৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৮৯৫; মিশকাত হা/৭১৯।*
২৪. *আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; মিশকাত হা/৭৩২।*
২৫. *তিরমিযী হা/১৩২১; ইরওয়া হা/১২৯৫; মিশকাত হা/৭৩৩।*
২৬. *মুসলিম হা/৭১০; আবূদাঊদ হা/১২৬৬।*
২৭. *বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/২৯৬২; হাকিম হা/৭৯১৬; ছহীহাহ হা/১১৬৩; মিশকাত হা/৭৪৩।*
২৮. *বুখারী হা/৪৭০; মিশকাত হা/৭৪৪।*
২৯. *আবূদাঊদ হা/১৩৩২; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭১৪।*
৩০. *ইবনে তায়মিয়া মাজমূ‘ ফৎওয়া ২/১৮৩।*
৩১. *বুখারী হা/৭৫২; মুসলিম হা/১১২৫।*

বলেন, অবশ্যই তোমরা মসজিদগুলোকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-খ্রিস্টানরা (গীর্জাকে) চাকচিক্যময় করেছে'।[৩২]

(৯) মসজিদে লাল ও হলুদ রং ব্যবহার করা : মুছল্লীদের ছালাতে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোন কিছু মসজিদে স্থাপন করা যাবে না। এমনকি রঙের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা যরূরী। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। ওমর (রাঃ) মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিয়ে বলেন, আমি লোকদেরকে বৃষ্টি হ'তে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল ও হলুদ রং লাগানো হ'তে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে'।[৩৩]

অনেকে মক্কা-মদীনার ভালেবাসার নিদর্শন হিসাবে মেহরাবের দুই পাশে কা'বা ও মাসজিদুল হারাম অথবা মসজিদে নববীর মিনারের ছবি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি অনেকে মেহরাবের উপরে কালিমা তাইয়েবা বা কালিমা শাহাদত লিখে রাখেন। এটা পরিহার করা যরূরী। কেননা এর ফলে ছালাতের সময় অনেকের মনোযোগ সেদিকে চলে যায়। যা ছালাতের খুশূ-খুযূতে বিঘ্ন ঘটায়।

(১০) জুম'আর ছালাতের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে বসা : জুম'আর দিন ইমামের খুৎবার আগে কোন রকমের মজলিস কায়েম করা বা হালাকার ব্যবস্থা করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، 'রাসূল (ছাঃ) মসজিদে বেচা-কেনা করতে, হারনো বস্তু তালাশ করতে এবং কবিতা আবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। আর নিষেধ করেছেন জুম'আর দিন ছালাতের পূর্বে মসজিদে গোল হয়ে বসতে'।[৩৪] অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানে গোল হয়ে বসে কথা বলা যাতে, মুছল্লীদের ছালাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

(১১) সহবাস করা : মসজিদে স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ 'আর তোমরা স্ত্রীগমন করো না যখন তোমরা মসজিদে ই'তেকাফ অবস্থায় থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। তবে মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে দেখা সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও খোঁজ-খবর নেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ই'তেকাফ অবস্থায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হ'তেন এবং কোন প্রয়োজনীয় কথা জিজ্ঞেস করার থাকলে তা জিজ্ঞেস করে চলে যেতেন। একদা রাত্রে যখন তিনি চলে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর সাথে যান। কেননা তাঁর বাড়ী মসজিদে নববী হ'তে একটু দূরে ছিল। পথে দু'জন আনছার ছাহাবীর (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাঁর স্ত্রী দেখে তাঁরা লজ্জিত হন এবং দ্রুত পদক্ষেপে চলতে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা থামো এবং জেনে রাখো যে, এটা আমার স্ত্রী ছাফিয়া বিনতে হুই (রাঃ)। তখন তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ (অর্থাৎ আমরা অন্য কোন ধারণা করতে পারি)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বলেন, إِنَّ الشَّيطانَ يجري مِنْ ابنِ آدمَ مجرى الدَّمِ وإِنِّي خشيتُ أن يقذفَ في قلوبِكما شيئًا، 'শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় চলাচল করে থাকে। আমার আশংকা হ'ল যে, সে তোমাদের অন্তরে কোন কু-ধারণা সৃষ্টি করে করে দেয় কি-না'।[৩৫] এমনকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে মাথা বের করে দিতেন আর আয়েশা (রাঃ) হায়েয অবস্থায় তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতেন।[৩৬]

(১২) আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লিখা : অনেকে মসজিদের মেহরাবের ডানে ও বামে একপাশে আল্লাহ ও অপর পাশে মুহাম্মাদ লিখে রাখেন। এভাবে মসজিদের এক পাশে আল্লাহ অন্য পাশে মুহাম্মাদ লিখে রাখা শিরকী আক্বীদার নামান্তর। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনো সমপর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লাহ ও মুহাম্মাদ কখনো একই মর্যাদার অধিকারী নন। আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ) হচ্ছেন আল্লাহ্র সৃষ্ট বান্দা ও রাসূল। এছাড়াও অনেকে মসজিদের চারপাশে আল্লাহ্র গুণবাচক নাম, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, আয়াতুল কুরসী লিখে রাখেন, এগুলিও ঠিক নয়। আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি পর্দা ছিল। তিনি সেটা দ্বারা তার ঘরের এক পার্শ্ব ঢেকে রেখেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেন, أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هذا، فإنَّه لا تَزالُ تَصاوِيرُهُ تَعْرِضُ في صَلاتِي، 'আমার সামনে থেকে তোমার এই পর্দাটা সরিয়ে নাও। কারণ ছালাতের মধ্যে এই ছবিগুলো আমার সামনে বারবার আসছে'।[৩৭]

(১৩) নিজের জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা নির্ধারণ করা : আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন কাকের ঠোকরের মত (তাড়াতাড়ি) সিজদাহ করতে, চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বাহু বিছাতে এবং উটের ন্যায় মসজিদের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করে নিতে'।[৩৮]

---

৩২. আবূদাঊদ হা/৪৪৮; মিশকাত হা/৭১৮।
৩৩. বুখারী হা/৪৬৬ এর আলোচনা দ্রঃ।
৩৪. আবূদাঊদ হা/১০৭৯; তিরমিযী হা/৩২২; নাসাঈ হা/৭১৩।
৩৫. বুখারী হা/৩২৮১; মুসলিম হা/২১৭৫।
৩৬. বুখারী হা/৫৯২৫।
৩৭. বুখারী হা/৩৭৪; মিশকাত হা/৭৫৮।
৩৮. আবূদাঊদ হা/৮৬২; নাসাঈ হা/১১১১; ইবনু মাজাহ হা/১৪২৯।

(১৪) কাতারের মাঝখানে পিলার বা দেওয়াল রাখা : বর্তমানে অনেক মসজিদের কাতারের মাঝখানে পিলার দেওয়া হয়, যা দু'জন মুছল্লীর মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করে, এ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ। মু'আবিয়াহ ইবনু কুর্রা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, كنا نُنهى أن نصُفَّ بين السَّواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আমাদেরকে নিষেধ করা হ'ত আমরা যেন খুঁটির মাঝে ছালাতের কাতার না করি'।[৩৯]

[চলবে]

৩৯. *ইবনু মাজাহ হা/১০০২; ছহীহাহ হা/৩৩৫।*

শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী, কালদিয়া, বাগেরহাট

আল-মারকাযুল ইসলামী, কালদিয়া মাদ্রাসার জন্য যরূরী ভিত্তিতে একজন আবাসিক ইংরেজি-বাংলা পড়াতে সক্ষম সুন্নাতের পাবন্দ শিক্ষক আবশ্যক।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ন্যূনতম কামিল/ডিগ্রী পাস। থাকা-খাওয়ার সার্বিক ব্যবস্থাপনা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ : ০১৭১৬-৯৫৪১৫৯, ০১৭১০-৯৬২৩১২

দারুল হাদীছ একাডেমী

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য শিক্ষা

বাংলাবাজার, ইব্রাহীম ব্রীজ, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-৮৩৩৬৫২, ০১৮২৭-২৮৩৭৬৭, ০১৬২৩-৮৬৪২৮৮।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

শিশু শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী (পর্যায়ক্রমে দাখিল পর্যন্ত) এছাড়া মক্তব ও হিফয বিভাগে ভর্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

ভর্তি শুরু (প্লে ও নার্সারী) : ১লা ডিসেম্বর'২০-৮ই জানুয়ারী'২১
ভর্তি পরীক্ষা (১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী) : ৮ই জানুয়ারী'২১, সকাল ১০টা
ক্লাস শুরু : ৯ই জানুয়ারী'২১

আমাদের সেবাসমূহ

১. সমগ্র ক্যাম্পাস সি.সি. ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
২. পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা।
৩. মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন।
৪. বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, স্কুল বোর্ড, ইংলিশ মিডিয়াম ও মদীনা ইউনিভার্সিটিসহ বিভিন্ন সিলেবাসের সমন্বয়ে একটি যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়ন।
৫. বছরে তিনটি সেমিষ্টারসহ ক্লাস টেস্ট, মাসিক টেস্ট ও মডেল টেস্টের ব্যবস্থা।
৬. ছাত্রদের জ্ঞান বিকশিত করার জন্য আধুনিক পাঠাগারের ব্যবস্থা।
৭. প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য খাট ও পৃথক চেয়ার-টেবিলসহ আকর্ষণীয় থাকার রুম।
৮. আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষকের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হয়।
৯. সাপ্তাহিক আঞ্জুমানের মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াত, ইসলামী সংগীত, হাদীছ পাঠ ও বিভিন্ন বিষয়ে (বাংলা, ইংরেজী, আরবী) বক্তব্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ইয়াতীমখানার ভবন নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

সম্মানিত দ্বীনী ভাই! আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীতে লালিত-পালিত ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্য পৃথক একটি ৬ তলা 'ইয়াতীমখানা ভবন'-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত কাজের জন্য দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানানো যাচ্ছে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার এই অনন্য খাতে দান করে পরকালীন নাজাতের পথ সুগম করুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

(১) পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নং ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা
(২) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী ইয়াতীম ফাণ্ড, হিসাব নং ২০৫০১১৩০২০০৩৬৮৯০০, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
(৩) বিকাশ নং- ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯। (৪) ডাচ বাংলা রকেট নং- ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭

সার্বিক যোগাযোগ : ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, মোবাইল : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯, ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪।

অনুভূতির ছাদাক্বাহ

*আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম একটি বড় মাধ্যম হ'ল দান-ছাদাক্বাহ। এই আর্থিক ইবাদতের একটি আত্মিক রূপ আছে, যা অন্যের মনস্পটে আবেগ-অনুভূতি সঞ্চারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। তাই ছাদাক্বাহ কেবল সম্পদ বিসর্জন বা অন্যকে খাদ্য খাওয়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির মাধ্যমেও ছাদাক্বাহ করা যায়, যার মাধ্যমে অন্যের হৃদয়ে ভালবাসা ও সম্প্রীতি তৈরী হয়। আর একেই বলে অনুভূতির ছাদাক্বাহ। টাকা-পয়সা না থাকলেও এই ছাদাক্বাহ করা যায়। শুধু দরকার ঈমান ও তাক্বওয়া। এই ছাদাক্বাহ অন্তরের অন্যতম একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইবাদত, যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পাশাপাশি সমাজের বুক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও পরশ্রীকাতরতার কালিমা বিদূরিত হয়। মানব সমাজে প্রবাহিত হয় প্রশান্তি ও প্রশস্তির নির্মল সমীরণ। সুতরাং আর্থিক দান-ছাদাক্বার চেয়ে আবেগ-অনুভূতির ছাদাক্বাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য কোন অংশে কম নয়। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমরা অনুভূতির ছাদাক্বাহ শীর্ষক কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার উপাদান :

অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার মূল উপাদান হ'ল সুস্থ ও পরিশুদ্ধ অন্তর। এর সাথে অর্থ-সম্পদও সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে। মানব শরীর যেমন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়, আমাদের হৃদয়গুলোও তেমনি অসুস্থ হয়ে যায়। মূলত পাপাচার, নিফাক্বী, কুফরী এবং ভ্রান্ত আক্বীদার কারণে আমাদের হৃদয়গুলো রোগাক্রান্ত হয়ে যায়। আবার হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার প্রভৃতি কারণে হৃদয়ে ময়লা পড়ে যায়। তাই অন্তরের সুস্থতার জন্য সদা সতর্ক থাকতে হয় এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী এর যথাযথ চিকিৎসা করতে হয়। কেননা আমাদের শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনা করে আমাদের অন্তর। কোন মানুষের অন্তর খারাপ ও অসুস্থ হ'লে তার মুখের ভাষা এবং আচার-ব্যবহারও খারাপ হয়। আর যদি তার অন্তরটা সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন হয়, তাহ'লে তার মুখের ভাষা ও আচরণও সুন্দর হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً: صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ 'জেনে রাখো! দেহের মধ্যে একটি গোশতপিণ্ড আছে, যখন সেটা ভাল থাকে, তখন সারা দেহ সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সারা দেহ নষ্ট হয়ে যায়। জেনে রাখ সেটা হ'ল অন্তর'।[১]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, الْقَلْبُ مَلِكٌ وَالْأَعْضَاءُ جُنُودُهُ فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ طَابَتْ جُنُودُهُ وَإِذَا خَبُثَ الْمَلِكُ خَبُثَتْ جُنُودُهُ، 'অন্তর হ'ল বাদশাহ এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হ'ল তার সেনাবাহিনী। সুতরাং বাদশাহ যদি ভাল হয়, তাহ'লে তার সেনাবাহিনীও ভাল হয়। আর বাদশাহ যদি খারাপ হয়, তাহ'লে তার সেনাবাহিনীও খারাপ হয়'।[২]

আর এই অন্তরেই আমাদের ঈমান রক্ষিত থাকে। যার অন্যতম নিদর্শন হ'ল কোন মুমিনের ব্যথায় সমব্যথী হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى، 'পারস্পরিক দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদেরকে একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর কারণে রাত্রি জাগরণ ও জ্বরের মাধ্যমে সেই ব্যথায় অংশীদার হয়'।[৩] ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَإِذَا كَانَ الْإِيمَانُ فِي الْقَلْبِ فَقَدْ صَلَحَ الْقَلْبُ ... الْأَعْمَالُ ثَمَرَةُ الْإِيمَانِ، 'যখন হৃদয়ে ঈমান থাকে, তখন হৃদয় ভাল থাকে। আর ঈমানের ফলাফল হ'ল আমলের বাস্তবায়ন'।[৪] অর্থাৎ যে অন্তরে ঈমান আছে, সেটা সুস্থ অন্তর। আর যে অন্তরে ঈমান নেই, সেটা অসুস্থ ও কলুষিত অন্তর। তবে শুধু ঈমান থাকলেই হবে না; বরং আমলের মাধ্যমে সেই ঈমানের বাস্তবায়ন থাকা আবশ্যক। নইলে ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، 'কোন বান্দার ঈমান অটল থাকে না, যতক্ষণ না তার হৃদয় স্থির থাকে। আর তার হৃদয় স্থির থাকে না, যতক্ষণ না তার জিহ্বা সংযত থাকে'।[৫] ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, وَمَعْنَى اسْتِقَامَةِ الْقَلْبِ أَنْ يَكُوْنَ مُمْتَلِئًا مِنْ مَحَبَّةِ اللهِ، وَمَحَبَّةِ طَاعَتِهِ، وَكَرَاهَةِ مَعْصِيَتِهِ 'অন্তরের অবিচলতার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র ভালোবাসায় হৃদয় ভরপুর থাকা, তাঁর আনুগত্যের প্রতি আগ্রহ থাকা এবং তাঁর অবাধ্যতা বা পাপের কাজে মনে ঘৃণাবোধ থাকা'।[৬] আর পাপের কারণে এবং আমলের মাধ্যমে সঠিক পরিচর্যার অভাবে ঈমান দুর্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ

* মাস্টার্স (অধ্যয়নরত), আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/১৫৯৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৮৪; মিশকাত হা/২৭৬২।

২. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৭/১৮৭।

৩. বুখারী হা/৬০১১; মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাতা হা/৪৯৫৩।

৪. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ১৩/৪০।

৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১৩০৪৮; ছহীহাহ হা/২৮৪১; ছহীহুত তারগীব হা/১৫৫৪, সনদ হাসান।

৬. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/২১১।

الْإِيْمَانَ لَيَخْلَقُ فِيْ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلَقُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، 'নিশ্চয়ই তোমাদের দেহাভ্যন্তরে ঈমান জীণ-শীর্ণ হয়ে যায়, যেমন তোমাদের পুরাতন কাপড় জীর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদের হৃদয় সমূহে ঈমানকে নবায়ণ করে দেন'।[৭] আর তাক্বওয়াপূর্ণ একনিষ্ঠ আমল এবং মৃত্যুর স্মরণ ঈমান নবায়ণের অন্যতম হাতিয়ার। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, مَا أَكْثَرَ عَبْدٌ ذِكْرَ الْمَوْتِ إِلاَّ قَلَّ فَرَحُهُ وَقَلَّ حَسَدُهُ، 'বান্দা মৃত্যুকে যত বেশী স্মরণ করবে, তার উৎফুল্লতা ও প্রতিহিংসা তত বেশী হ্রাস পাবে'।[৮] সুতরাং অনুভূতির ছাদাক্বাহর নিমিত্তে হৃদয়কে সুস্থ ও পরিশুদ্ধ রাখার জন্য ঈমান ও আমলে বলীয়ান হ'তে হবে এবং আল্লাহভীতি ও মৃত্যুকে স্মরণের মাধ্যমে ঈমানকে তাযা রাখতে হবে। পাশাপাশি মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষের আবর্জনা পরিস্কার করতে হবে। তবেই আমাদের অন্তরগুলো অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার উপযোগী হয়ে উঠবে।

অনুভূতির ছাদাক্বাহ করা কেন প্রয়োজন :

অন্তর হ'ল মানব দেহের রাজধানী। এখানেই মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও হর্ষ-বিষাদের বসবাস। উপরন্তু বান্দার ঈমান ও পরহেযগারিতার মুকুটও মনের গহীনে লুক্কায়িত থাকে। অন্তর ভাল হওয়ার কারণেই একজন মানুষকে ভাল মানুষ গণ্য করা হয় এবং অন্তর খারাপ হওয়ার কারণেই কোন ব্যক্তিকে খারাপ ব্যক্তি হিসাবে অভিহিত করা হয়। ক্বাসেম আল-জাও'ঈ বলেন, أصل الدِّين الورع، وأفضل العبادة مكابدة اللَّيل، وأفضل طرق الجنَّة سَلَامة الصَّدر، 'দ্বীনের মূল হ'ল পরহেযগারিতা, রাত্রিকালীন আমলে কষ্ট সহ্য করা শ্রেষ্ঠতম ইবাদত এবং জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট রাস্তা হ'ল হৃদয়ের সুস্থতা'।[৯] ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْقُلُوبُ الصَّادِقَةُ وَالأَدْعِيَةُ الصَّالِحَةُ هِيَ الْعَسْكَرُ الَّذِيْ لَا يُغْلَبُ، 'সত্যবাদী হৃদয় এবং মানুষের উত্তম দো'আ এমন সেনাবাহিনী, যা কখনোই পরাজিত হয় না'।[১০] সুতরাং নিজেকে আদর্শ ও জান্নাতী মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য অন্তরের পরিশুদ্ধি আবশ্যক। আর এই পরিশুদ্ধির অন্যতম উপায় হ'ল অনুভূতির ছাদাক্বাহ। একবার আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হ'ল- সর্বোত্তম মানুষ কে? জবাবে তিনি বললেন, كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوْقِ اللِّسَانِ، 'প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী ও সত্যভাষী ব্যক্তিরাই সর্বোত্তম মানুষ'। ছাহাবীগণ বললেন, বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ 'সে হ'ল পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার কোন গুনাহ নেই, নেই কোন শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ'।[১১]

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যেমন ব্যক্তির মাল-সম্পদ পরিশুদ্ধ হয়, ঠিক তেমনি অনুভূতির ছাদাক্বার মাধ্যমে মানব হৃদয় নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন হয়। আর সাধারণত এই নিষ্কলুষ ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারীরাই পৃথিবীর সুখী মানুষ। সুখের সন্ধানে মানুষ টাকার পিছনে ছোটে, কিন্তু টাকা-পয়সা মানুষকে কখনো সুখ এনে দিতে পারে না; বরং সম্পদকে সুখের একটি উপকরণ বলা যেতে পারে মাত্র। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، 'শুধু পার্থিব সম্পদের আধিক্য থাকলেই ঐশ্বর্যশালী হওয়া যায় না। মনের ঐশ্বর্যই আসল ঐশ্বর্য'।[১২] আর অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার জন্য এরকম মনের ঐশ্বর্য প্রয়োজন হয়। সুতরাং কোন মানুষ যখন আল্লাহ্র ইবাদতের পাশাপাশি অল্পে তুষ্ট থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও শত্রুতামুক্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে উঠে, তখন তিনি প্রকৃত ভাল মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হন। এই সকল মানুষই তাদের ব্যবহারের সৌকর্য ও কোমল ভাষা দিয়ে অন্যের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হন। আর এরাই আল্লাহ্র নিকটে সর্বাধিক প্রিয় মানুষ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ 'আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে কোন মুসলিমকে খুশি করা'।[১৩] একবার কল্পনা করে দেখুন, সমাজের সবাই যদি হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে অপরকে খুশি করতে আত্মনিয়োগ করে, কেউ কাউকে কষ্ট না দেয়, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে এবং সবাই পরস্পরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে, তাহ'লে আমাদের এই সমাজটা কতই না সুন্দর হবে! সুতরাং আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হ'তে এবং সামাজিক সমৃদ্ধির জন্যই আনুভূতির ছাদাক্বাহ করা প্রয়োজন।

অনুভূতির ছাদাক্বাহ করা ফযীলত :

অনুভূতির ছাদাক্বাহর মূলমন্ত্র হ'ল পরোপকার, কোমল ব্যবহার ও নম্র ভাষায় কথা বলা। মু'আমালাতের যত শাখা-প্রশাখা আছে, আল্লাহ্র নিকটে এটাই সর্বাধিক প্রিয় কাজ।

---

৭. *মুস্তাদরাক লিল হাকেম হা/৫; ছহীহাহ হা/১৫৮৫; ছহীহুল জামে' হা/১৫৯০; ছহীহ হাদীছ।*
৮. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/৩৫৭২৫; গাযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/১৮৯।*
৯. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/৩৮৯; ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক ৪৯/১২৩।*
১০. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২৮/৬৪৪।*
১১. *ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; ছহীহাহ হা/৯৪৮; মিশকাত হা/৫২২১*
১২. *বুখারী হা/৬৪৪৬; মুসলিম হা/১০৫১; তিরমিযী হা/২৩৭৩; ইবনু মাজাহ হা/৪১৩৭; মিশকাত হা/৫১৭০।*
১৩. *তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৬০২৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৬; ছহীহাহ হা/ ৯০৬, সনদ হাসান।*

ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي الأعمال أفضل؟ قال: إدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعتَ جَوْعَتَهُ، أو كسوتَ عَوْرَتَه، أو قضيتَ له حاجة، 'একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আমল কোনগুলি? তিনি বললে, কোন মুমিনকে খুশি করা (আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজ); এভাবে যে, তুমি হয়ত তার ক্ষুধা নিবারণ করেছ, তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছ অথবা তার কোন প্রয়োজন পূর্ণ করেছ'।[১৪] অন্যত্র তিনি বলেন, من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن 'সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ আমলের মধ্যে অন্যতম হ'ল মুমিনের মাঝে সুখানুভূতি জাগিয়ে তোলা'।[১৫] অপরকে আনন্দিত করা এবং কষ্ট না দেওয়ার অনুভূতি থাকা ঈমানের লক্ষণ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা আছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন শাখা হ'ল 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা'।[১৬] অর্থাৎ যার মাঝে অপরকে কষ্ট না দেওয়ার এই অনুভূতিটুকুও জাগ্রত থাকে না, তার মাঝে ঈমানের সর্বনিম্ন শাখাটাও অবশিষ্ট থাকে না। আর এটা শুধু মানবের প্রতি নয়; বরং আল্লাহ্র যে কোন সৃষ্টিকূলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাও হ'তে পারে অনুভূতির ছাদাক্বার প্রকৃষ্ট নমুনা। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوْا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، 'দয়াময় আল্লাহ দয়াশীল বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তোমরা যমীনবাসীর প্রতি দয়া-প্রদর্শন কর, যিনি আকাশে আছেন (আল্লাহ), তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন'।[১৭] খেয়াল করবেন, আপনি যদি কোন বিড়াল ছানা, ছাগল ছানা, গো-বাছুর বা অন্য কোন প্রাণীকে আদর করেন, তার আচরণ ও চলাফেরা দেখে এর প্রভাব আপনি তার মাঝে লক্ষ্য করতে পারবেন। আর এই দয়াপ্রদর্শনও একটি ছাদাক্বাহ। প্রমাণস্বরূপ সেই পতিতা মহিলার কথা উল্লেখ করা যায়, একটি তৃষ্ণার্ত কুকুর ছানাকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ যাকে ক্ষমা করেছিলেন।[১৮] তাই একজন মানুষ যেমন অপর মানুষের কাছ থেকে দয়া পাওয়ার অধিকার রাখে, তেমনি পশু-পাখি, গাছ-পালাসহ আল্লাহ্র সকল সৃষ্টি মানুষের কাছ থেকে দয়া পাওয়ার অধিকার রাখে। আর যারা আল্লাহ্র অধিকার আদায় করে দুনিয়াবী এই অধিকারগুলো পূরণ করতে সক্ষম হন, আল্লাহ্র নিকটে তারাই সর্বাধিক মর্যাদাবান মানুষ হিসাবে গণ্য হন। সুতরাং বলা যায়, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে অনুভূতির ছাদাক্বাই সর্বশ্রেষ্ট। উল্লেখ্য যে, অর্থ ছাদাক্বাহরও গৌণ উদ্দেশ্য হ'ল অন্যের মনে সুখের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা।

অনুভূতির ছাদাক্বাহ না করার ক্ষতি :

অনুভূতির ছাদাক্বাহ মানে অপরের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করা এবং তাকে আনন্দিত করা। আর এর বিপরীত দিক হ'ল আল্লাহ্র সৃষ্টিকে কষ্ট দেওয়া এবং তার প্রতি কঠোর হওয়া। কঠোর হৃদয়ের অধিকারীরা তাদের ব্যবহার ও কথার মাধ্যমে অপরকে কষ্ট দেয়। গীবত, গালি-গালাজ, মন্দ আচরণ, চোগলখুরী, সম্মানহানি, যুলুম-নির্যাতন, আমানতের খেয়ানত প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষ একে অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। এটা অনুভূতির ছাদাক্বার পরিপন্থি। কারণ একজন মুসলিমের জান, মাল এবং ইয্যত অপর মুসলিমের কাছে আমানত স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، 'প্রকৃত মুসলিম তো সেই ব্যক্তি, যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে এবং পরিপূর্ণ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে মানুষ নিজের জীবন ও সম্পদকে সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ মনে করে'।[১৯] অন্যত্র তিনি বলেন, كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ، وَعِرْضُهُ، وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، 'একজন মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের সম্পদ, সম্মান ও জীবনে হস্তক্ষেপ করা হারাম। কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করে'।[২০]

সুতারাং একজন মুসলিমকে সর্বদা সর্তক থাকতে হয়, যেন তার কথা-কাজে অপর কেউ কষ্ট না পায়। রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে একজন মহিলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে অনেক বেশী ছালাত আদায় করত, ছিয়াম পালন করত এবং দান-ছাদাক্বায়ও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, কিন্তু যবান দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার কারণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে জাহান্নামী আখ্যায়িত করেছিলেন। আবার তাঁকে আরেকজন মহিলার কথা বলা হয়েছিল, যে শুধু ফরয ছিয়াম এবং ফরয ছালাত আদায় করত, পনিরের টুকরার মত স্বল্প পরিমাণ দান-ছাদাক্বাহ করত। কিন্তু নিজের যবান দ্বারা কখনো কাউকে কষ্ট দিত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই মহিলাকে জান্নাতী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন'।[২১] কারণ আল্লাহ

১৪. *ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৫৪, ২০৯০; ছহীহাহ হা/২২৯১; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯৭, সনদ হাসান।*
১৫. *ছহীহুল জামে' হা/৫৮৯৭, সনদ ছহীহ।*
১৬. *বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/৩৫; নাসাঈ হা/৫০০৫; ইবনু মাজাহ হা/৫৭; মিশকাত হা/৫।*
১৭. *আবূ দাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৪৯৬৯, ছহীহ হাদীছ।*
১৮. *বুখারী হা/৩৩২১; মুসলিম হা/২২৪৫; মিশকাত হা/১৯০২।*
১৯. *তিরমিযী হা/২৬২৭; নাসাঈ হা/৪৯৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৭১০; মিশকাত হা/৩৩, সনদ ছহীহ।*
২০. *মুসলিম হা/২৫৬৪; আবূদাঊদ হা/৪৮৮২; তিরমিযী হা/১৯২৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৩৩; মিশকাত হা/৪৯৫৯; শব্দগুলো আবূ দাঊদের।*
২১. *আহমাদ হা/৬৯৭৫; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯৫৪৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৬০; মিশকাত হা/৪৯৯২, সনদ ছহীহ।*

কটুভাষীকে অপসন্দ করেন[২২] এবং কথা-কাজে কোমলতাকে পসন্দ করেন[২৩]। সেজন্য কাউকে আনন্দিত না করতে পারলেও, অন্তত তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। নইলে জীবন হবে অভিশপ্ত ও বরকতশূন্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ، 'যে ব্যক্তি রাস্তা-ঘাটে মুসলিমদের কষ্ট দেয়, সেই ব্যক্তির উপর তাদের অভিশাপ অনিবার্য হয়ে যায়'।[২৪]

শুধু মানুষকে নয়, কোন পশু-পাখিকে কষ্ট দেওয়ার অপরাধও আল্লাহ বরদাশত করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِيْ هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا، فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ، 'একটি বিড়ালের কারণে একজন মহিলাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। আর এই কারণেই মহিলাটি জাহান্নামে প্রবেশ করেছে'।[২৫]

অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার জন্য করণীয় :

অর্থ-সম্পদ দান করার জন্য যেমন টাকা-পয়সা থাকতে হয়, অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার জন্য তেমনি হিংসা-বিদ্বেষ ও প্রবঞ্চণামুক্ত পরিশুদ্ধ হৃদয় থাকতে হয়। কেননা অনুভূতির ছাদাক্বাহ হৃদয়ে-হৃদয়ে লেনদেন হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، 'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, একে অপরের সাথে শত্রুতা পোষণ করো না, গুপ্তচরবৃত্তি করো না, অপরের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করো না এবং পরস্পরকে প্রবঞ্চিত করো না। বরং তোমরা আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও'।[২৬]

ইবনুল আরাবী বলেন, لا يكون القلب سليمًا إذا كان حقودًا حسودًا معجبًا متكبرًا، وقد شرط النَّبي صلّ الله عليه وسلم في الإيمان، أن يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه 'বিদ্বেষী, হিংসুক, অহংকারী ও উদ্ধত অন্তর কখনো খাঁটি অন্তর হ'তে পারে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) ঈমানের শর্তারোপ করেছেন যে, (প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায় না) যতক্ষণ না মুমিন কোন মুমিন ভাইয়ের জন্য তাই পসন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে'।[২৭] নির্মম সম্পদশালী লোকদের মাধ্যমে সৃষ্টিকূল উপকৃত হ'তে পারে না। পক্ষান্তরে একজন দয়াবান গরীব মানুষের মাধ্যমে আল্লাহ্র সৃষ্টিকূল অনেক উপকৃত হ'তে পারে। কেননা ভালোবাসা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি, নম্রতা ও কোমলতার চাদরে মোড়া হৃদয়বান ব্যক্তিরাই কেবল অনুভূতির ছাদাক্বাহ করতে সক্ষম হন। সেকারণ অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও পরশ্রীকাতরতা দূর করতে হয়। হৃদয়ের যমীনে পরোপকার, ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক কল্যাণকামিতার বীজ বপন করতে হয়। যেই বীজ থেকে মানবিকতার অঙ্কুরোদ্গম হয়। একদিন এই ছোট্ট চারা পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়ে সমাজের সর্বস্তরে শান্তি-সুখের অক্সিজেন সরবরাহ করে। তাই পরোপকারী ও পরিশুদ্ধ হৃদয়সম্পন্ন লোকদের মাধ্যমেই আদর্শ সমাজ নির্মিত হয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ 'মুমিন ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসে এবং অন্যের ভালোবাসার বাঁধনে আবদ্ধ হয়। সেই ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই যে অন্যকে ভালোবাসে না এবং প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। আর মানুষের উপকারে নিয়োজিত ব্যক্তিরাই সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ'।[২৮] সুতরাং আবেগ-অনুভূতির ছাদাক্বার জন্য পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী হওয়া আবশ্যক।

অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার কতিপয় উপায় :

ইসলাম সাম্য ও মানবিকতার ধর্ম। মানবতা ও মানবকল্যাণ এ ধর্মের প্রাণ। ইসলাম একজন মুসলিমকে নিজের সুখের উপর অন্যের আনন্দ ও স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে অনুপ্রাণিত করে। কাঁটার খোঁচা সহ্য করে অন্যের জন্য গোলাপ আহরণ করতে শিখায়। অনুরাগে ও অনুভবে অন্যের উপকার করতে এবং অন্যের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে প্রেরণা যোগায়। নিম্নে সংক্ষেপে অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার কতিপয় উপায় তুলে ধরা হ'ল।-

১. হাসি মুখে কথা বলা : মানুষকে আনন্দিত করার একটি বিশেষ উপায় হ'ল ছোট-বড় নির্বিশেষে সবার সাথে সর্বদা হাসি মুখে কথা বলা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، 'প্রতিটি ভাল কাজই ছাদাক্বাহ স্বরূপ। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের পাত্র ভর্তি করে দেওয়াও নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত'।[২৯] অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ 'হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য ছাদাক্বাহ স্বরূপ'।[৩০]

---

২২. *তিরমিযী হা/২০০২; ইবনু হিব্বান হা/৫৬৯৩; ছহীহাহ হা/২৫৬০; মিশকাত হা/৫০৮১, হাদীছ ছহীহ।*
২৩. *বুখারী হা/৬০২৪; মুসলিম হা/২১৬৫; তিরমিযী হা/২৭০১; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৮৯; মিশকাত হা/৪৬৩৮।*
২৪. *তাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/৩০৫০; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৪; ছহীহাহ হা/২২৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৯২৩, সনদ হাসান।*
২৫. *বুখারী হা/২৩৬৫; মুসলিম হা/২২৪২; মিশকাত হা/১৯০৩।*
২৬. *মুসলিম হা/২৫৬৩।*
২৭. *ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ৩/৪৫৯।*
২৮. *তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৫৭৮৭; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭২৫২; ছহীহাহ হা/৪২৬।*
২৯. *তিরমিযী হা/১৯৭০; মিশকাত হা/১৯১০, ছহীহ হাদীছ।*
৩০. *তিরমিযী হা/১৯৫৬; ছহীহাহ হা/৫৭২; ছহীহুত তারগীব হা/২৬৮৫; ছহীহুল জামে' হা/২৯০৮, সনদ ছহীহ।*

২. কোমল ভাষায় কথা বলা এবং কর্কষ ভাষা পরিহার করা : কোমল ভাষা মানুষকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারে। নম্র ব্যবহারে মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নম্র ব্যবহারকারী, তিনি নম্রতাকে পসন্দ করেন। তিনি নম্রতার জন্য যা দান করেন, কঠোরতার জন্য তদ্রূপ দান করেন না'।[৩১] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، 'যাকে কোমলতার গুণ দান করা হয়েছে, তাকে কল্যাণের অংশ দান করা হয়েছে। আর যাকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে যেন কল্যাণের অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে'।[৩২] জনৈক কবি বলেন,

ثَمَرَةُ الْقَنَاعَةِ الرَّاحَةُ + وَثَمَرَةُ التَّوَاضُعِ الْمَحَبَّةُ

'অল্পে তুষ্টির ফল হ'ল প্রশান্তি এবং বিনয়-নম্রতার ফলাফল হ'ল ভালবাসা'।[৩৩] তবে আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও পাপাচারের বিপক্ষে কোমলতা প্রদর্শন নয়; বরং সেই ক্ষেত্রে কঠোর হওয়াই শরী'আতের নির্দেশ।

৩. সালাম দেওয়া : ছোট-বড়, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে সালাম দেওয়া ইসলামী শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে অন্যের হৃদয়কে জয় করা যায় এবং পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এক ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, ইসলামে কোন কাজ সর্বোত্তম? তখন তিনি বললেন, تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، 'অপরকে খাওয়ানো এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া'।[৩৪] অন্যত্র তিনি বলেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ 'সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তোমরা ঈমানদার হবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দেব না, যা করলে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা একে অপরের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাও'।[৩৫] সুতরাং মুসলিমদের মাঝে যত বেশী সালামের প্রসার ঘটবে, তাদের ভালোবাসার বন্ধন তত সুদৃঢ় হবে এবং জান্নাতের পথ সুগম হবে।

৪. ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো : ইয়াতীমদের মাথায় হাত বুলিয়ে, আদর ও সেবা দিয়ে তাদের হৃদয়ে সুখানুভূতি সঞ্চার করা যায়। যে সকল মুমিন বান্দাগণ ইয়াতীমদেরকে আদর করে এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে বসবাস করার সৌভাগ্য হাছিল করতে পারবে।[৩৬]

৫. বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের স্নেহ করা : বড়দেরকে সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করার মাধ্যমে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ নির্মিত হয়। ইসলাম এই ব্যাপারে জোর তাকীদ দিয়েছে। একবার এক বয়স্ক লোক রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে আসে। লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। এটা দেখে রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا 'সেই ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান করে না'।[৩৭]

৬. অন্যকে ক্ষমা করা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন : অন্যকে ক্ষমা করা এক মহৎ গুণ, যার মাধ্যমে সহজে মানুষের মন জয় করা যায়। মক্কা বিজয়ের দিনে রাসূল (ছাঃ)-এর ক্ষমা প্রদর্শন এবং ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক তার ভাইদেরকে ক্ষমা করার ইতিহাস যুগ-যুগান্তরে মানবজাতির প্রেরণার উৎস হয়ে আছে। তাইতো আব্বাসীয় খলীফা আবু জা'ফর মুনতাছির বিল্লাহ (২২২-২৪৮ হি.) বলেন, لَذَّةُ الْعَفْوِ أَعْذَبُ مِنْ لَذَّةِ التَّشَفِّي، وَأَقْبَحُ فَعَالِ الْمُقْتَدِرِ الانْتِقَامُ، 'ক্ষমা করার তৃপ্তি রোগমুক্তি লাভের চেয়েও মধুর। আর ক্ষমতাধরের নিকৃষ্টতম কর্ম হ'ল প্রতিশোধ গ্রহণ করা'।[৩৮]

৭. বিবাদ মীমাংসা করে দেওয়া : ইসলাম মানব জাতিকে সম্প্রীতি বজায় রেখে জীবন যাপনের নির্দেশ দেয়। একদিন রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে বললেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، 'আমি কি তোমাদেরকে ছালাত, ছিয়াম ও ছাদাক্বাহর চেয়েও উৎকৃষ্ট আমলের ব্যাপারে বলব না?' ছাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ! বলুন। তখন তিনি বললেন, صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، 'পরস্পর সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কারণ পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হ'ল দ্বীন বিনষ্ট হওয়া'।[৩৯]

---

৩১. *মুসলিম হা/২৫৯৩; আবূদাঊদ হা/৪৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৮৮; ৫০৬৮।*
৩২. *আহমাদ হা/২৫২৫৯; তিরমিযী হা/২০১৩; ছহীহুল জামে' হা/৬০৫৫।*
৩৩. *আহমাদ আল-বিকরী, নিহায়াতুল আরাব ফী ফুনূনিল আদাব ৩/২৪৫।*
৩৪. *বুখারী হা/১২; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।*
৩৫. *মুসলিম হা/৫৪; তিরমিযী হা/২৬৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৬৮; মিশকাত হা/৪৬৩১।*
৩৬. *বুখারী হা/৫৩০৪; মুসলিম হা/২৯৮৩; আবূদাঊদ হা/৫১৫০; তিরমিযী হা/১৯১৮; মিশকাত হা/৪৯৫২।*
৩৭. *তিরমিযী হা/১৯১৯, সনদ ছহীহ।*
৩৮. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৪৫০।*
৩৯. *আবূদাঊদ হা/৪৯১৯;তিরমিযী হা/২৫০৯; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪১২, সনদ ছহীহ।*

৮. মানুষকে সুসংবাদ দেওয়া : কাউকে কোন বিষয়ে বা নেকীর কাজের ব্যাপারে আশান্বিত করা এবং সুসংবাদ দেওয়া আমলে ছালেহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) যখন কোন ছাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করতেন, তখন তাকে নির্দেশ দিতেন, بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا 'তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ দিবে, দূরে ঠেলে দিবে না। আর সহজ করবে, কঠিন করবে না'।[৪০]

৯. রোগীর সেবা করা : অনুভূতির ছাদাক্বাহ করার অন্যতম উপায় হ'ল রোগীর সেবা করা এবং তাকে দেখতে যাওয়া। এই কাজের মাধ্যমে রোগী এবং রোগীর পরিবারের সাথে যেমন আত্মিক হৃদ্যতা তৈরী হয়, তেমনি ফেরেশতাদের দো'আ লাভ এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।[৪১]

১০. আত্মীয়-স্বজন ও অভাবীদের খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করা : এটি রাসূল (ছাঃ)-এর অন্যতম আদর্শ ছিল। যা পরবর্তীতে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবনাচরণে প্রতিফলিত হয়েছিল। আবুবকর, ওমর (রাঃ) মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়া সত্ত্বেও, আত্মীয়-স্বজন, বিধবা ও অসহায় মানুষের খোঁজ-খবর নিতেন, তাদের সেবা করতেন এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। সেকারণ তাদের মাধ্যমে সোনালী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শই ছিল তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، شَهْرًا،

'আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় লোক হচ্ছে, যারা বেশী বেশী মানুষের উপকার করে। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে কোন মুসলিমকে খুশি করা অথবা কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করা অথবা কোন মুসলিম ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করা অথবা কোন ভাইয়ের ক্ষুধা নিবারণ করা। কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন (অভাব) পূরণের জন্য তার সাথে হাঁটা (সময় দেওয়া) আমার নিকট এক মাস মদীনার মসজিদে (মসজিদে নববী) ই'তিকাফ করার চাইতেও অধিকতর প্রিয় কাজ'।[৪২]

১১. হাদিয়া দেওয়া : অন্যের সাথে ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম সেতু বন্ধন হ'ল পরস্পর হাদিয়া বা উপহার দেওয়া। অনেক সময় ছোটখাট জিনিস হাদিয়া দেওয়ার মাধ্যমেও মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) অন্যের হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং নিজেও হাদিয়া দিতেন।[৪৩] তিনি ছাহাবীগণকে এই ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলতেন, تَهَادَوْا تَحَابُّوا 'তোমরা পরস্পর উপহার আদান-প্রদান কর, তাহ'লে তোমাদের মাঝে ভালোবাসা পয়দা হবে'।[৪৪]

উপসংহার :

পার্থিব জীবনে শারিরীক পরিচ্ছন্নতা যেমন প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন হ'ল অন্তরের পরিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতার। আর হৃদয় জগত পরিচ্ছন্ন রাখার অন্যতম প্রধান উপায় হ'ল অনুভূতির ছাদাক্বাহ। কেননা যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যেমন সম্পদ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, ঠিক তেমনি অনুভূতির ছাদাক্বাহর মাধ্যমে আমাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়। আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে এবং জান্নাত লাভের প্রধান মাধ্যম ও উপকরণ হ'ল অন্তরের পরিশুদ্ধি, যেখানে আল্লাহভীতি ও ঈমানের চারাগাছ রোপিত হয়। তাই আসুন! বেশী বেশী অনুভূতি ছাদাক্বাহর মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হাছিলে সচেষ্ট হই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৪০. *মুসলিম হা/১৭৩২; আবূদাঊদ হা/৪৮৩৫; মিশকাত হা/৩৭২২, সনদ ছহীহ।*
৪১. *আহমাদ হা/৯৭৬; আবূদাঊদ হা/৩০৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৫৭১৭; ছহীহাহ হা/১৩৬৭, সনদ ছহীহ।*
৪২. *তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/৬০২৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৬; ছহীহাহ হা/ ৯০৬।*
৪৩. *বুখারী হা/২৫৮৫; আবূদাঊদ হা/৩৫৩৬; তিরমিযী হা/১৯৫৩; মিশকাত হা/১৮২৬।*
৪৪. *তাবারাণী, আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭২৪০; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪।*

মুসলমানদের রোম ও কন্সটান্টিনোপল বিজয়

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অভিযান :

কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের তৃতীয় অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর মুসলমানরা এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকে। যদিও ওছমানীয় সুলতান বায়েজীদ এ ব্যাপারে কিছু প্রচেষ্টা চালান। তবে তা ব্যর্থ হয়।

অতঃপর ১৬ই মুহাররম ৮৫৫ হিজরী মোতাবেক ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ সুলতান হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[১] তাঁর বয়স তখন মাত্র ২২ বছর। নিজের একান্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরু শায়েখ আক্ব শামসুদ্দীনের সান্নিধ্যে বাল্যকাল থেকেই কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের অনুপ্রেরণা পেয়ে এসেছেন। তাই সিংহাসনে বসেই তিনি তার সেই সুপ্ত বাসনা বাস্তবায়নের ছক আঁকতে শুরু করেন। ফলে কন্সটান্টিনোপল বিজয়ই যুবক সুলতানের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ যে সময়টাতে খেলাফতের দায়িত্ব নেন, তখন ইউরোপের পরাশক্তিগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে প্রায় ১০০ বছর ধরে যুদ্ধ চলছিল। জার্মানি, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী- এই দেশগুলোও নিজেদের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে সামরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অবস্থাও ছিল একেবারে নাজুক। কনস্টান্টিনোপলই ছিল তাদের সর্বশেষ আশ্রয়।

মুহাম্মাদ ছিলেন যেমন দুঃসাহসী, তেমনি বিচক্ষণ। বয়সে তরুণ হ'লেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ভালই ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ মুহূর্তে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করলে নড়বড়ে বাইজান্টাইনীরা ঠিকঠাক প্রতিরোধ করে উঠতে পারবে না। ওদিকে ইউরোপের অন্য দেশগুলোও নিজেদের যুদ্ধ ফেলে কন্সটান্টিনোপল রক্ষায় এগিয়ে আসবে না।

প্রধান পরামর্শক হালিল পাশার আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সুলতান মুহম্মাদ অনেকটা একক সিদ্ধান্তেই কন্সটান্টিনোপল আক্রমণ করার ব্যাপারে মনস্থির করলেন।

কন্সটান্টিনোপল অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়ল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। মুসলিম বিশ্বে আগে থেকেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত ছিল, যেখানে তিনি বলেছেন, لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، 'তোমরা অবশ্যই কন্সটান্টিনোপল জয় করবে। তাদের সেই বিজয়ী সেনাপতি ও সেনাদল কতই না সৌভাগ্যবান'।[২]

হাদীছটির সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল অন্যরকম। মানুষের মধ্যে এ নিয়ে আবেগ কাজ করত দারুণভাবে। ফলে বহু মানুষ স্বেচ্ছায় সুলতানের বাহিনীতে যোগ দিতে শুরু করল। অভিযানের ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়। সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ গড়ে তুললেন বিশাল ওছমানীয় নৌবাহিনী।

এমন সময় সুলতান হাতে পেলেন আরেক চমক। তৎকালে হাঙ্গেরীর এক দক্ষ কামান ইঞ্জিনিয়ার উর্বান (أوربان) একটি বিশেষ কামানের নকশা নিয়ে হাযির হ'লেন সুলতানের কাছে। এই নকশাটি তিনি তৎকালীন বাইজান্টাইন সম্রাট একাদশ কন্সটান্টাইনের কাছেও উপস্থাপন করেছিলেন। তবে এর জন্য ইঞ্জিনিয়ার উর্বান মোটা অঙ্কের মূল্য দাবী করলে সম্রাট এক রকম তাচ্ছিল্যভরে তাড়িয়ে দেন তাকে। এদিকে যেহেতু সুলতান মুহাম্মাদ নিজেও একজন কামান নকশাকার ছিলেন, তাই তিনি বুঝতে পারলেন, এই কামান যুদ্ধে কতটা কার্যকরী হ'তে পারে।

সুলতান উর্বানের সকল দাবী মেনে তাকে দিয়ে তৈরি করান বিখ্যাত কামান 'ব্যাসিলিকা'। ব্যাসিলিকা এতটাই বৃহদাকার ছিল যে, এটি বহন করতে প্রয়োজন হ'ত ১০০ জোড়া ষাঁড় ও ৩০০ জন সৈনিকের।[৩] ব্যাসিলিকার কিছু সীমাবদ্ধতাও ছিল। এ কামান থেকে একবার গোলা ছুঁড়লে তিন ঘণ্টার মধ্যে আরেকটি গোলা ছোঁড়া যেত না। তবে এটি ছিল কন্সটান্টিনোপল যুদ্ধে মোড় বদলে দেবার মতো অস্ত্র।

চূড়ান্ত আক্রমণের পূর্বেই বাইজান্টাইন সম্রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যপথ বসফরাস প্রণালীর তীরে দুর্গ নির্মাণ করা হ'ল। এর আগেও কন্সটান্টিনোপলকে বাণিজ্যিকভাবে অবরোধ করার জন্য সুলতান বায়েজীদ ইয়েলদিরিম একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন বসফরাসের এশিয়া অংশের তীরে। ফলে যুদ্ধের আগে দু'দিকের দু'টি দুর্গ বসফরাসে ওছমানীয়দের এক বিরাট আধিপত্য এনে দেয়। ওদিকে কন্সটান্টিনোপলও থেমে ছিল না। যদিও প্রথমদিকে সম্রাট একাদশ কন্সটান্টাইন অল্পবয়সী সুলতানকে এতটা হুমকি হিসাবে নেননি। কিন্তু মুহাম্মাদের একের পর এক পদক্ষেপ তাকে ভাবিয়ে তোলে। সম্রাট বুঝতে পারলেন, কন্সটান্টিনোপল এক বিরাট ঝড়ের মোকাবেলা করতে যাচ্ছে।

রোমান বাইজান্টাইনরা ছিল অর্থোডক্স খ্রিস্টান, আবার ইউরোপের অন্য দেশগুলো ছিল ক্যাথলিক খ্রিস্টান। ক্যাথলিক আর অর্থোডক্স মতবাদের দ্বন্দ্বটাও ছিল বহু পুরোনো। ফলে কন্সটান্টিনোপলের সম্রাট অন্য দেশগুলোর কাছে সাহায্য চেয়েও পাচ্ছিলেন না। কিন্তু শেষে ব্যাপারটা যখন ধর্মযুদ্ধে পরিণত হয়, তখন ক্যাথলিক পোপ রাযী হন বাইজান্টাইনদের সাহায্য করতে। তবে ইউরোপের অন্য দেশগুলো অভ্যন্তরীণ সমস্যার ফলে তেমন সাহায্য করতে পারেনি।[৪]

---

* *নিয়ামতপুর, নওগাঁ।*

১. *জামালুদ্দীন ইবনু তাগরী, আন-নুজূমুয যাহেরা ১৬/০৩।*

২. *আহমাদ হা/১৮৯৭৭; হাকেম হা/৮৩০০; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১২১৬, হাকেম ও যাহাবী এর সনদকে ছহীহ বলেছেন এবং হায়ছামী বর্ণনকারীদের ছিক্বাহ বলেছেন। তবে আরনাউত্ব ও আলবানী যঈফ বলেছেন'। দ্র. যঈফাহ হা/৮৭৮; যঈফুল জামে' হা/৪৬৫৫।*

৩. *আলী মুহাম্মাদ আছ-ছাল্লাবী, কন্সটান্টিনোপল বিজয়ী মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ, পৃ. ৮৯; আল-ফুতুহুল ইসলামিয়া আবরাল 'উছূর পৃ. ৩৬১।*

৪. *দ্রঃ https://roar.media/bangla/main/history/ottoman-victory -of-constantinople.*

অনেকেই নিজ উদ্যোগে ২০০-৪০০ সৈন্য নিয়ে ক্রুসেড বাহিনীতে যোগ দেয় কন্সটান্টিনোপল রক্ষার জন্য। এদের মধ্যে জেনোয়া থেকে আসা জিওভান্নি জিউস্টিনিয়ানি ছিলেন অন্যতম। তিনি দেয়াল প্রতিরক্ষায় ছিলেন বেশ দক্ষ। ১৪৫৩ সালের জানুয়ারীতে তিনি সৈন্যসহ কন্সটান্টিনোপলে পৌঁছলে তাকে নিয়োগ করা হয় দেয়াল প্রতিরক্ষার প্রধান সেনাপতি হিসাবে। এছাড়াও ভেনিসের কিছু নাবিক, যারা তখন গোল্ডেন হর্নে অবস্থান করছিল, তারাও কন্সটান্টিনোপল রক্ষায় এগিয়ে আসে।

সুলতান মুহাম্মাদ যখন চার শতেরও বেশী যুদ্ধজাহাযসহ প্রায় এক লক্ষের মতো সৈন্য নিয়ে কন্সটান্টিনোপল আক্রমণ করতে আসছিলেন, তখন বাইজান্টাইনীদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র নয় হাযার বা তার কিছু বেশী। এরকম পরিস্থিতিতে বাইজান্টাইন সম্রাট কিছুটা বিচলিত হ'লেও ভেঙে পড়েননি। তিনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, ওছমানীয় নৌবহর কখনোই গোল্ডেন হর্নের চেইন অতিক্রম করে আসতে পারবে না এবং ওছমানীয় সৈনিকেরা ৪০-৬০ ফুট পরপর তিনটি ২৫ ফুট উঁচু থিওডোসিয়ান দেয়াল ভাঙতেও পারবে না।[৫]

১৪৫৩ সালের ৬ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার। তখন বসন্তকাল চলছে। তবে বসন্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মেজাযে নেই কন্সটান্টিনোপলের কেউ। যুদ্ধের উত্তেজনা শহরের প্রতিটি মানুষকে স্পর্শ করেছে। মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ লক্ষাধিক সৈন্য সমবেত করে শহরের অদূরেই তাঁবু ফেললেন। তারপর সেনাবাহিনীর সামনে এক তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ প্রদান করলেন। এতে তিনি সৈন্যদের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন এবং আল্লাহ্র নিকট সাহায্য ও শাহাদত প্রার্থনা করলেন। তাদের সামনে যুদ্ধের আয়াত তেলাওয়াত করলেন। সৈন্যরা তাকবীর, তাহলীল ও দো'আ পাঠের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ প্রকম্পিত করে তুলল।[৬]

ইতিমধ্যে কন্সটান্টিনোপলের সম্রাট যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার আহ্বান নিয়ে সুলতানের নিকট দূত প্রেরণ করলেন। কিন্তু সুলতান উল্টো তাকে বললেন, তুমি তোমার সম্রাটকে আমার সালাম দিবে এবং আত্মসমর্পণ করতে বলবে। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, আমার সৈন্যরা শহরের কোন মানুষের গায়ে হাত তুলবে না। কারো উপর কোন নির্যাতন করা হবে না। কারো সম্পদ ও সম্মানে হস্তক্ষেপ করা হবে না। তোমাদের গীর্জাসমূহ ও গীর্জার পাদ্রীদের সবাইকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। শহরে কেউ থাকতে চাইলে পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে বসবাস করতে পারবে। আর অন্য কোথাও চলে যেতে চাইলে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে চলে যেতে পারবে।[৭]

দূত মারফত সর্বকিছু শুনে সম্রাট বুঝতে পারলেন যুদ্ধ অবশ্যম্ভবী। তিনি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। থিওডোসিয়ান দেয়াল ও শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর কন্সটান্টাইনের অগাধ বিশ্বাস থাকায় যুদ্ধই শেষ পরিণতি হয়ে দাঁড়াল। এর বিপরীতে তারা বহু সম্পদ প্রদানের শর্তে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল।[৮]

৬ই এপ্রিল তারিখে সুলতানের সৈনিকেরা ঘিরে ফেলল পুরো শহর। সেই সাথে গোল্ডেন হর্নের প্রবেশপথে অবস্থান নেয় ওছমানীয় নৌবহর। বাইজান্টাইনীরাও প্রস্তুত, জিওভান্নির নির্দেশনায় দেয়াল সুরক্ষিত করা হ'ল।

সম্রাট কন্সটান্টাইন নিজেও অবস্থান নিলেন শহরের একপাশে। তবে তিনি বারবার আয়া সোফিয়া গীর্জায় প্রবেশ করে ধর্মজাযকদের প্রার্থনা করার অনুরোধ করছিলেন। যাতে তাদের স্রষ্টা শহরটিকে হেফাযত করেন। অন্যদিকে কিছু ধর্মজাযক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল এবং যুদ্ধের জন্য সৈন্যদের ধৈর্য ধরা, সুদৃঢ় থাকা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার কাজ করছিল।[৯] বাইজান্টাইনী জাহাযগুলোও প্রস্তুত, যদি কোনভাবে গোল্ডেন হর্নের চেইন অতিক্রম করে ওছমানীয় নৌবাহিনী এসেই পড়ে, তবে তারা সেখান থেকে প্রতিরোধ করবে। যদিও গোল্ডেন হর্নের চেইন অতিক্রম করা ছিল নিশ্চিতভাবেই অসম্ভব।

অবরোধ শুরু হ'ল, গর্জে উঠল ব্যাসিলিকা কামান। বিশালাকার একেকটা গোলা থিওডোসিয়ান দেয়াল কাঁপিয়ে দিতে লাগল। তবে এতে খুব একটা ক্ষতি হচ্ছিল না, কারণ ব্যাসিলিকা থেকে ছোঁড়া গড়ে চারটি গোলার দু'টি গোলা লক্ষ্যভেদ করত, প্রত্যেকটি গোলা আবার একই জায়গাতে আঘাত করত না, একেকটা ফায়ার করার জন্য তিন ঘণ্টার সময় নিতে হ'ত। ফলে বাইজান্টাইন প্রকৌশলীরা যথেষ্ট সময় পেত দেয়াল সারিয়ে তোলার জন্য।

১৮ই এপ্রিল তারিখে চারটি গোলা একই জায়গায় আঘাত করাতে থিওডোসিয়ান দেয়ালে বড় একটি গর্ত তৈরি হল। গর্তের কাছে থাকা একদল ওছমানীয় সৈন্য দ্রুত ঢুকে পড়ে সেই গর্ত দিয়ে। কিন্তু তারা এটা জানত না যে, গর্তের ভেতর তৈরি ছিল গ্রিক ফায়ারের ফাঁদ। মুহূর্তেই গ্রিক ফায়ারের আগুন ধরিয়ে দেওয়া হ'ল সৈনিকদের গায়ে, ফলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হ'ল।

দুপুরে আবার গর্তের ভেতরকার সরু গলি দিয়ে ওছমানীয়রা ঢুকতে চাইলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বাইজান্টাইনীরা। সেদিন প্রায় ২০০ ওছমানীয় সৈনিক প্রাণ হারালেও শহরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। বরং বাইজান্টাইনীরা মুসলিম সৈন্যদের মাথা কেটে দেওয়ালের ভিতর থেকে বাহিরে নিক্ষেপ করে।[১০]

ওদিকে আবার গোল্ডেন হর্নে অবস্থান নেওয়া ওছমানীয় নৌবহরও সফল হ'তে পারছিল না। জেনোয়া থেকে বাইজান্টাইনীদের উদ্দেশ্যে সাহায্যে আসা ৫টি জাহায ওছমানীয় নৌবাহিনীকে টেক্কা দিয়ে শহরে পৌঁছে যায়। এতে সুলতান রাগান্বিত হয়ে নৌবাহিনী প্রধানকে বরখাস্ত করেন।[১১]

---

৫. *সালাতীনে আলে ওছমান পৃ. ২; রূশাইদী, মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ, পৃ. ৯৬।*
৬. *সালাতীনে আলে ওছমান, পৃ. ২৪-২৫।*
৭. *আব্দুস সালাম ফাহমী, মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ পৃ. ৯২।*
৮. *মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ পৃ. ১০০।*
৯. *মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ পৃ. ৯৮ আল-ওছমানিউন ওয়াল বালক্বান পৃ. ৮৯।*
১০. *মাওয়াকেফু হাসেমা ফী তারীখিল ইসলাম পৃ. ১৮০।*
১১. *ড. আলী হাসওয়ান, আল-ওছমানিউন ওয়াল বালকান পৃ. ৯২; মাওয়াকেফু হাসেমা ফী তারীখিল ইসলামী পৃ. ১৮০।*

একদিকে অজেয় দেয়াল, অন্যদিকে নৌবাহিনীর ব্যর্থতা সুলতানকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তোলে। নতুন করে জাগান পাশাকে নৌ-প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

২১শে এপ্রিল তারিখে সুলতান ভিন্নধর্মী এক সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু অটোমান জাহাযগুলো প্রতিরক্ষামূলক চেইনের জন্য গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করতে পারছিল না, তাই জাহাযগুলোকে পানির পরিবর্তে স্থলের পাহাড়ী উপত্যকা দিয়ে বিশেষ কায়দায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। প্রধান পরামর্শক হালিল পাশার চরম বিরোধিতার পরেও সুলতান নিজের এই অভিনব সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। গাছের গুড়ির উপর মেষের চর্বির প্রলেপ দিয়ে রাতের অন্ধকারে ষাঁড় দিয়ে টেনে নেওয়া হ'ল জাহায। একরাতে প্রায় ৭০টি জাহায পাহাড়ি উপত্যকা পাড়ি দিয়ে গোল্ডেন হর্নে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে রসদ সরবরাহ করা জেনোয়ার জাহাযগুলো বাধার মুখে পড়ে এবং বাইজেনটাইনদের মনোবল ভেঙ্গে যায়।

তবে এরূপ অবস্থা একমাসেরও অধিক সময় অব্যাহত থাকলেও সফলতা তেমন আসেনি। কেননা গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করে সুবিধা হয়েছিল ঠিকই, তবে শহরের অপ্রতিরোধ্য প্রতিরক্ষা দেওয়াল তখনও ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। সুলতান প্রকৌশলীদের নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করলেন। সিদ্ধান্ত হ'ল সুড়ঙ্গ খুঁড়ে শহরের ভেতর প্রবেশ করা হবে। শুরু হ'ল খোঁড়ার কাজ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ১৬ই মে নাগাদ বাইজেন্টাইনীরা পুরো পরিকল্পনা জেনে গেল। পাল্টা সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ওছমানীয়দের সুড়ঙ্গে গ্রিক ফায়ার দিয়ে আক্রমণ করা হ'ল। দু'জন ওছমানীয় অফিসারকেও আটক করা হয় ২৩শে মে। অফিসারদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে ওছমানীয়দের সবক'টা সুড়ঙ্গপথে আক্রমণ করল বাইজান্টাইনীরা। ফলে এই পরিকল্পনাও পুরোপুরি ব্যর্থ হ'ল। এবার সুলতান নিজেও হতাশ হয়ে পড়লেন।[১২] কিন্তু চেষ্টা বন্ধ হয়নি। তারা নতুন নতুন জায়গা নির্বাচন করে সুড়ঙ্গ খুড়তে থাকে। এতে রোমানদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নতুন কাউকে দেখলেই তারা মনে করছিল যে, এই হয়ত ওছমানীয় সৈন্য সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে ফেলেছে।[১৩]

ওছমানীয় সৈন্যরা আরেক নতুন কৌশলের আশ্রয় নিল। তারা কাঠ, বর্ম ও অন্যান্য আসবাব পত্র দ্বারা উঁচু টিলা তৈরি করল। আর উপরে ভেজা কাপড়, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা প্রলেপ দিয়ে দিল যাতে শত্রুদের গ্রিক ফায়ারের আঘাতে পুড়ে না যায়। তিন স্তর বিশিষ্ট টিলায় তিন বাহিনীর সৈন্যরা অবস্থান নিল। টিলার উপরে আরোহনকারী তীরান্দাজরা ক্ষিপ্রগতিতে তীর ছুড়ে নিরাপত্তা প্রাচীরের ভিতরে থাকা সৈন্যদের বিনাশ করছিল। তারাও আগুনের গোলা নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু টিলার সব কিছু পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখায় সফল হচ্ছিল না। ওছমানীয় সৈন্যরা প্রতিরোধকারীদের হত্যা করে এবং প্রাচীরের পাশের খন্দক মাটি-পাথর দিয়ে ভরে দিতে সক্ষম হয়। ওছমানীয়দের একের পর এক নতুন কৌশলে রোমান সৈন্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।[১৪]

অন্যদিকে রোমানদের উপরে নেমে আসে আসমানী গযব। ২৫শে মে বাইজান্টাইনীরা সৈন্যদের মনোবল চাঙ্গা করার জন্য মরিয়ম (আঃ)-এর একটি বড় মূর্তি বানিয়ে শহরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করাচ্ছিল। হঠাৎ করে মূর্তিটি পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। আবার ২৬শে মে কন্সটান্টিনোপলের ভূখণ্ডে ব্যাপক বৃষ্টি, সেই সাথে অবিরাম বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে কাঁপছিল কন্সটান্টিনোপলের আকাশ-বাতাশ। একটি বজ্র আয়া সোফিয়া গীর্জার উপর পতিত হয়। এতে রোমানরা ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। সংবাদ দেওয়া হয় সম্রাটকে যে, ঈশ্বর আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। খুব শীঘ্রই ওছমানীয় সৈন্যরা আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে। এই ভয়াবহ সংবাদ শুনে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।[১৫]

সুলতান মুসলিম সৈন্যদের অগ্রগামিতা ও রোমানদের ভগ্ন হৃদয় পর্যবেক্ষণ করে আবারো বাইজান্টাইন সম্রাটের নিকট পত্র লিখলেন আত্মসমর্পণের জন্য। তিনি চিঠিতে লিখলেন, সম্রাট যাতে কোন রক্তপাত ছাড়াই শহরটি সুলতানের হাতে তুলে দেন। সম্রাট ও সৈন্যদের নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা দেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। পত্র পেয়ে সম্রাট পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। লোকেরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল বলল, রক্তপাত এড়াতে যুদ্ধ ছাড়াই শহরটি মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে হবে। আরেকদল বলল, না জীবনের শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব। সম্রাট দ্বিতীয় মতটি গ্রহণ করে পত্রে লিখলেন, আমি কন্সটান্টিনোপলের ব্যাপারে কসম করে বলছি, আমাদের শেষ ব্যক্তি থাকা পর্যন্ত শহরটি কারো হাতে তুলে দিব না। এর সিংহাসন আমাকে হেফাযত করবে নতুবা দুর্গপ্রাচীরের নীচে দাফন করবে।[১৬] সুলতান পত্র পেয়েই বললেন, ঠিক আছে, খুব শীঘ্রই কন্সটান্টিনোপলের সিংহাসন আমার জন্য হবে অথবা এর দুর্গপ্রাচীরের নীচে আমার কবর হবে।[১৭]

পত্র পাওয়ার পর সুলতানও আলেম-ওলামা ও সেনা অফিসারদের নিয়ে পরামর্শ সভা আহ্বান করলেন। পরামর্শ করলেন শেষ মুহূর্তের করণীয় সম্পর্কে। মন্ত্রী খলীল পাশাসহ একদল অবরোধ করেই তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে হবে বলে মত দেন। যাতে অন্যান্য ইউরোপীয়ানরা মুসলমানদের উপর ক্ষিপ্ত না হয়। অপরদিকে যগনূশ পাশাসহ সেনা অফিসাররা আক্রমণ করে শহরটি দখল করার পরামর্শ দেন। এছাড়াও সুলতানের শিক্ষক আক্ব শামসুদ্দীন ও কাওরানী যগনূশের মতকে সমর্থন জানায়। ফলে সুলতান দ্বিতীয় অভিমতটিই গ্রহণ করেন।[১৮]

১২. *ড. আব্দুল আযীয, আল-ফুতুহুল ইসলামিয়া আবরাল উছূর পৃ.* ৩৭২।
১৩. *সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ পৃ.* ১১০।
১৪. *আল-ফাতেহ পৃ.* ১৪৪।
১৫. *মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ পৃ.* ১১৮।
১৬. *আব্দুস সালাম ফাহমী, মুহাম্মাদ আল ফাতেহ পৃ.* ১১৬।
১৭. *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়া আবরাল উছূর পৃ.* ৩৭৬।
১৮. *মুহাম্মদ ছাফওয়াত, ফাৎহুল কুস্তুন্তুনিয়া পৃ.* ১০৩; *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়া আবরাল উছূর পৃ.* ৩৭৬।

২৭শে মে সুলতান নিজে ও সৈন্যদের সকলে ছালাতে মনোনিবেশ করে আল্লাহ্র নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলেন। নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র নিকটে সমর্পণ করলেন। প্রত্যেকে বিজয়ের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলেন। সন্ধ্যায় সৈন্যদের চার দিকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। আর সৈন্যরা তাকবীর ও তাহলীল ধ্বনিতে আকাশ-বাতাশ প্রকম্পিত করে তুলল। বাইজান্টাইনরা মনে করল মুসলমানদের মাঝে আগুন ছড়িয়ে গেছে। পরক্ষণেই দেখল ভিন্ন চিত্র। ফলে শত্রু সৈন্যদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।[১৯]

২৮শে মে পুরোদমে প্রস্তুতি নিয়ে মুসলিম সৈন্যরা কামানের গোলা ছুড়তে শুরু করল। দেয়াল ফুটো করতেই হবে। অন্যথা ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না। অন্যদিকে রোমান সৈন্যরা গ্রিক ফায়ার দ্বারা আঘাত করা অব্যাহত রেখেছিল। তারই মধ্যে মুসলিম সৈন্যরা এগিয়ে যাচ্ছিল বীরদর্পে। এদিকে সুলতান সৈন্যদের মাঝে ঘুরে ঘুরে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তাদের মনোবল চাঙ্গা করছিলেন, জিহাদের আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন এবং বিজয়ের জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করছিলেন।[২০]

অন্যদিকে বাইজান্টাইন সম্রাট নারী-শিশু ও বৃদ্ধদের গীর্জায় সমবেত হয়ে সকলকে কান্নাকাটি করতে বললেন। সবাইকে একান্তভাবে তাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করতে বলেন। তারপর জনগণের সম্মুখে একটি বিদায়ী ভাষণ প্রদান করেন। সেখানে তিনি বলেন, বাইজান্টাইন সম্রাট মারা গেলেও তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, সম্রাট যে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন, তাতে সবার চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। তিনি তার সভাসদবর্গকে সাথে নিয়ে আয়া সোফিয়া গীর্জায় প্রবেশ করেন এবং প্রার্থনা করেন। সাথে সাথে তিনি সবার সাথে দেখা করে শেষ বিদায় গ্রহণ করেন।[২১]

২৯শে মে ভোরের আলো ফুটতেই গর্জে উঠল ব্যাসিলিকা কামান, সাথে ছোট কামানগুলোও। পূর্বেও কামানের গোলা লেগেছিল এমন জায়গায় ব্যাসিলিকার আরো তিনটি গোলা আঘাত হানল। থিওডোসিয়ান দেওয়ালে গর্ত তৈরি হ'ল। অন্যদিকে সুলতান একহাযার সিঁড়ি তৈরি করতে বললেন। সেগুলো স্থাপন করা হ'ল নিরাপত্তা দেওয়ালে। সিঁড়ি ও গর্ত উভয় পথ দিয়ে শত শত ওছমানীয় সৈন্য শহরে ঢুকে পড়তে লাগল। আবার সমুদ্র পথে আক্রমণ জোরদার করা হ'ল। ব্যাপক আক্রমণের ফলে বাইজান্টাইন সেনারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।[২২]

শুরু হ'ল প্রচণ্ড সংঘর্ষ। বায়জান্টাইনীরাও প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে ৩০ জনের একদল সেনা শহরের দেওয়ালে উঠে পড়েন। তারা দেওয়ালের যে উঁচু স্থানে বায়জেন্টাইনী পতাকা ছিল তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং তদস্থলে ওছমানীয় পতাকা উড়িয়ে দেন। তাদের শরীরে একের পর এক তীর বিধতে থাকে। কিন্তু অসম সাহসিকতায় তারা পতাকা রক্ষা করেন। শহরের কেন্দ্রে ওছমানীয় পতাকা দেখে বাইজান্টাইনী সৈন্যদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। আম জনসাধারণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করে। মনোবল বেড়ে যায় ওছমানীয় সৈনিকদের। এমন সময় কমান্ডার জুস্টিনিয়ান চরমভাবে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তার সৈন্যরা পালাতে শুরু করে। বাইজান্টাইন সম্রাট আর বসে থাকতে পারলেন না। নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য রাজকীয় পোষাক ছুড়ে ফেলে তরবারি হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধ করতে করতে একসময় সাধারণ সৈনিকের মত মারা যান। অল্পক্ষণের মাঝেই বানের পানির মত ওছমানীয় সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে।[২৩]

শহরে প্রবেশ করেই সুলতান দুই দল সৈন্য মোতায়েন করেন, যেন ক্ষিপ্ত ওছমানীয় সৈন্যরা গীর্জাগুলোতে আক্রমণ না করে। বিনয়ের সাথে শহরে প্রবেশ করেন সুলতান। ঘোড়া থেকে নেমে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। শহরের নতুন নামকরণ করেন ইসলামবুল বা ইসলামের শহর।[২৪] এরপর থেকেই সুলতান মুহাম্মাদের নামের সাথে যুক্ত হ'ল 'ফাতেহ' বা বিজয়ী। সেই থেকেই সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ পরিচিত হ'লেন মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ তথা বিজয়ী মুহাম্মাদ নামে। তিনি আয়া সোফিয়ায় প্রবেশ করে দেখলেন সেখানে আতঙ্কিত ধর্মযাজকসহ বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। কেউ আবার বিভিন্ন গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করেছে, কেউ কান্নাকাটি করছিল। সুলতান তাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তাঁর উদারতা দেখে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়। সুলতান সকলকে নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে অবস্থানের নির্দেশ দেন। সবাইকে নিজ নিজ ধর্মের ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন। এরপর সুলতান আয়া সোফিয়া ধর্মযাজকদের নিকটে গীর্জাটি ক্রয় করার প্রস্তাব দেন। তারা সম্মতি দিলে নিজ অর্থে তা খরিদ করেন এবং মসজিদ হিসাবে ওয়াক্বফ করে দেন। সুলতানের নির্দেশে সেখান থেকে যাবতীয় মূর্তি সরিয়ে ফেলা হয় এবং খুৎবা প্রদানের জন্য মিম্বার বানানো হয়।[২৫]

পঞ্চম অভিযানের ভবিষ্যদ্বাণী :

রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কন্সটান্টিনোপল সহ পুরো ইউরোপে মুসলামদের বিজয় সম্পন্ন হবে ক্বিয়ামতের পূর্বে দাজ্জালের আগমনের পূর্বক্ষণে। ইমাম মাহদীর আগমনের পরক্ষণে যখন মুসলমান ও ইউরোপীয় শক্তির মাঝে যুদ্ধ চলতে থাকবে, ঠিক তখনই মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হবে। তারা কন্সটান্টিনোপলসহ পুরো ইউরোপের বিরুদ্ধে

১৯. *ইউসুফ বেগ আছাফ, তারীখ সালাতীনে আলে ওছমান পৃ. ৬০।*
২০. *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়া আবরাল উছূর পৃ. ৩৭৮।*
২১. *মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ পৃ. ১২৯।*
২২. *মাওয়াকেফু হাসেমা ফী তারীখিল ইসলামী পৃ. ১৮৬-৮৭।*
২৩. *আল-ফুতুহুল ইসলামিয়া আবরাল উছূর পৃ. ৩৮৪; সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ পৃ. ১২৬।*
২৪. *বর্তমান ইস্তাম্বুল, পশ্চিমা বিশ্বের মদদপুষ্ট ধর্মনিরপেক্ষবাদী নাস্তিক মোস্তফা কামাল পাশা যেমন আয়া সোফিয়াকে মসজিদ থেকে যাদুঘরে রূপান্তর করেছিল তেমনি ইসলামবুলের নাম পরিবর্তন করে ইস্তাম্বুল রেখেছিল।*
২৫. *মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ পৃ. ১৩১; হোসাইন মুনাস, আতলাসুত-তারীখিল ইসলামী পৃ. ৩৫৬-৩৬৪, বিস্তারিত ড. আলী মুহাম্মাদ আছ-ছাল্লাবী, ফাতেহুল কুস্তুন্তুনিয়া সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ বই দ্রষ্টব্য।*

যুদ্ধে লিপ্ত হবে। বহু হতাহতের পর মুসলমানরা আল্লাহ্র সাহায্যে বিনা যুদ্ধে ইউরোপের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুসলমানদের মাধ্যমে রোম বা বর্তমান ইউরোপ বিজয় করা ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত। আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আমি তাবূক যুদ্ধে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ক্বিয়ামতের আগের ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখো। আমার মৃত্যু, অতঃপর বায়তুল মুক্বাদ্দাস বিজয়, অতঃপর তোমাদের মধ্যে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ' দীনার দেয়ার পরেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর এমন এক ফিৎনা আসবে যা আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি-যা তোমাদের ও বনী আসফার বা রোমকদের মধ্যে সম্পাদিত হবে। অতঃপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উড়িয়ে তোমাদের বিপক্ষে আসবে; প্রত্যেক পতাকার নীচে থাকবে বার হাযার সৈন্য।[২৬]

দাজ্জালের আগমনের পূর্বে ইউরোপীয়রা যৌথবাহিনী গঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য এগিয়ে আসবে। মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করবে। অসংখ্য মুসলমানের শাহাদতের পর আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসবে। রোমান বাহিনী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করতে আসবে। ঠিক তখনই মুসলমানেরা তাকবীর ধ্বনি দিতে থাকবে। আর প্রথম তাকবীরে প্রথম দলটি মাটিতে ধ্বসে ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় তাকবীরে দ্বিতীয় দলটি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তৃতীয় তাকবীর দিলে তাদের শহরের প্রবেশদ্বার খুলে যাবে। আর এর মাধ্যমে প্রচুর গণীমত লাভ করবে। কিন্তু গণীমত ভোগ করার মত সুযোগ তারা পাবে না। কারণ ইতিমধ্যে দাজ্জাল আগমনের সংবাদ চলে আসবে। ফলে মুসলমানরা সব ফেলে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না রোমান সেনাবাহিনী আ'মাক্ব অথবা দাবিক নগরীতে অবতরণ করবে। তখন তাদের মোকাবিলায় মদীনা থেকে পৃথিবীর সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে। অতঃপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার পর রোমানরা বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের পৃথক করে দাও, যারা আমাদের লোকদের বন্দী করেছে। আমরা তাদের সাথে লড়াই করব। তখন মুসলমানরা বলবে, আল্লাহ্র শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হব না। অবশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য পালিয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদের তওবা কবুল করবেন না। সৈন্যদের এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহ্র নিকট শহীদদের মাঝে সর্বোত্তম শহীদ। আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে আর কখনো তারা ফিৎনায় পতিত হবে না। তারাই কন্সটান্টিনোপল বা বর্তমান ইস্তাম্বুল জয় করবে। তারা নিজেদের তরবারী যায়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ বণ্টন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে শয়তান চিৎকার করে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পিছনে তোমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ কথা শুনে মুসলমানরা সেখান থেকে বের হবে। অথচ এটি মিথ্যা খবর। তারা যখন সিরিয়া পৌঁছবে তখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হ'তে শুরু করবে তখন ছালাতের সময় হবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং ছালাতে তাদের ইমামতি করবেন। আল্লাহ্র শত্রুরা তাকে দেখামাত্রই বিগলিত হয়ে যাবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। যদি ঈসা (আঃ) কাউকে এমনিই ছেড়ে দেন তবুও সে নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ)-এর হাতে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা (আঃ)-এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন।[২৭]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কি ঐ শহরের কথা শুনেছ, যার এক প্রান্ত স্থলভাগে এবং এক প্রান্ত সাগরে? তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! শুনেছি। অতঃপর বললেন, ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসহাক (ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের সত্তর হাযার লোক এ শহরের বিরুদ্ধে অভিযান না করবে। তারা শহরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে কোন অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবে না এবং কোন তীরও চালাবে না; বরং তারা একবার لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ বলবে, অমনি এর একপ্রান্ত পদানত হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী ছাওর (রহঃ) বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার কাছে বর্ণনাকারী সাগর প্রান্তের কথা বলেছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার তারা لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ বলবে। এতে শহরের অপর প্রান্ত পদানত হয়ে যাবে। এরপর তারা তৃতীয়বার لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ বলবে, তখন তাদের জন্য (নগর তোরণ) খুলে দেয়া হবে। তখন তারা সেখানে (প্রচুর) গনীমত লাভ করবে। তারা যখন গনীমতের মাল বণ্টনে ব্যস্ত থাকবে, তখন কেউ চিৎকার করে ঘোষণা করবে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। এ কথা শুনতেই তারা সবকিছু ফেলে প্রত্যাবর্তন করবে।[২৮]

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীছে যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা এসেছে। যাতে দেখা যায় যে, রোমানদের সাথে সেই যুদ্ধে বহু মানুষ মারা যাবে। একদা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) শামের প্রতি ইশারা করে বললেন, আল্লাহ্র শত্রুরা একত্রিত হবে মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এবং মুসলিমগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হবে।

২৬. *বুখারী হা/৩১৭৬; ইবনু মাজাহ হা/৪০৪২; মিশকাত হা/৫৪২০।*

২৭. *মুসলিম হা/২৮৯৭; হাকেম হা/৮৪৮৬; মিশকাত হা/৫৪২১; ছহীহুল জামে' হা/৭৪৩৩।*

২৮. *মুসলিম হা/২৯২০; মিশকাত হা/৫৪২৩।*

রাবী বলেন, এ কথা শ্রবণে আমি বললাম, আল্লাহ্র শত্রু বলে আপনাদের উদ্দেশ্য হ'ল রোমীয় (খৃষ্টান) সম্প্রদায়। তিনি বললেন, হ্যাঁ! তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। তখন মুসলমানরা একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সম্মুখে এগিয়ে যাবে। বিজয় অর্জন করা ছাড়া তারা প্রত্যাবর্তন করবে না। এরপর পরস্পর তাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে যাবে। তারপর দু'পক্ষের সৈন্যরা জয় লাভ করা ছাড়াই ফিরে চলে যাবে। যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যে দলটি এগিয়ে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই শাহাদত বরণ করবে। অতঃপর পরবর্তী দিন মুসলমানরা মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল সামনে পাঠাবে। তারা সবাই শাহাদত বরণ করবে। অতঃপর পরবর্তী দিন মুসলমানরা মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল সামনে পাঠাবে। তারা বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না। এদিনও পরস্পরের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ হবে। পরিশেষে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। উভয় বাহিনী বিজয় লাভ করা ছাড়াই স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবে। যে দলটি সামনে ছিল তারা সরে যাবে। অতঃপর তৃতীয় দিন আবার মুসলমানগণ মৃত্যু বা বিজয়ের উদ্দেশ্যে অপর একটি বাহিনী পাঠাবে। এ যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকবে। পরিশেষে বিজয় লাভ করা ছাড়াই উভয় বাহিনী প্রত্যাবর্তন করবে। তবে মুসলিম বাহিনীর সামনের সেনাদলটি শহীদ হয়ে যাবে।

তারপর যুদ্ধের চতুর্থ দিনে অবশিষ্ট মুসলিমগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সামনে এগিয়ে যাবে। সেদিন কাফেরদের উপর আল্লাহ তা'আলা অকল্যাণ চাপিয়ে দিবেন। তারপর এমন যুদ্ধ হবে যা জীবনে কেউ দেখবে না অথবা যা জীবনে কেউ দেখেনি। পরিশেষে তাদের শরীরের উপর পাখী উড়তে থাকবে। পাখী তাদেরকে অতিক্রম করবে না। এমতাবস্থায় তা মাটিতে পড়ে নিহত হবে। একশ' মানুষ বিশিষ্ট একটি গোত্রে, মাত্র একজন লোক বেঁচে থাকবে। এমন সময় কেমন করে গনীমতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা আনন্দোৎসব করবে এবং কেমন করে উত্তরাধিকার সম্পদ ভাগ করা হবে? এমতাবস্থায় মুসলিমগণ আরেকটি ভয়ানক বিপদের খবর শুনতে পাবে এবং এ মর্মে একটি শব্দ তাদের কাছে পৌঁছবে যে, দাজ্জাল তাদের পেছনে তাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। এ সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দাজ্জালের খবর সংগ্রাহক দলের প্রতিটি লোকের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের ঘোড়ার রঙ সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি। এ পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সেদিন তারাই হবে।[২৯] অবশ্য এই বিজয় ক্বিয়ামতের পূর্বক্ষণে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, বায়তুল মাক্বদিসে বসতি স্থাপন ইয়াছরিবের (মদীনার) বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং ইয়াছরিবের বিপর্যয় সংঘাতের কারণ হবে। যুদ্ধের ফলে কন্সটান্টিনোপল বিজিত হবে এবং কন্সটান্টিনোপল বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের নিদর্শন।[৩০] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের সন্নিকটে কন্সটান্টিনোপলের বিজয় ঘটবে।[৩১]

এক্ষণে মুহাম্মাদ আল-ফাতেহের হাতে যে কন্সটান্টিনোপল বিজয় হয় সেটি কি রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আওতাভূক্ত? এতে কিছু বিদ্বান মতপার্থক্য করলেও বিশুদ্ধ কথা হ'ল সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতেহ এর আওতাভুক্ত। কারণ হাদীছে দু'টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে- প্রথম হ'ল কন্সটান্টিনোপল বিজয়। আর দ্বিতীয় হ'ল রোম বিজয়। মুহাম্মাদ আল-ফাতেহের হাতে কন্সটান্টিনোপল বিজিত হয়েছে কিন্তু রোম তথা ইউরোপ বিজয় এখনো হয়নি, যা ক্বিয়ামতের পূর্বে হবে।[৩২] সেজন্য শায়খ আহমাদ শাকের (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ আল-ফাতেহের হাতে কন্সটান্টিনোপল বিজয় পুরো ইউরোপ বিজয়ের জন্য সতর্কবাণী, যা ক্বিয়ামতের পূর্বে মুসলমানদের হাতে হবে।[৩৩] তাছাড়া শহরটির কিছু অংশ ছাহাবায়ে কেরামের আমলে বিজয় হয়েছিল বলেও একদল বিদ্বান মতপ্রকাশ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, কুস্তুনতুনিয়া হ'ল রোম দেশের একটি শহর। দাজ্জালের আবির্ভাবকালে এটি জয় করা হবে। কতক ছাহাবীর যামানাতেই কন্সটান্টিনোপল জয় হয়।[৩৪] এমনও হ'তে পারে যে, বর্তমান ইস্তাম্বুল আবারো ইউরোপীয়দের হাতে চলে যাবে। পরে আবার মুসলমানরা দখল করবে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

উপসংহার : কন্সটান্টিনোপল বা বর্তমান ইস্তাম্বুল পুরো পৃথিবীর কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। পুরো পৃথিবী যদি একটি রাষ্ট্র হয় আর এর রাজধানী কন্সটান্টিনোপলকে বানানো হয় তাহ'লে সেটিই উপযুক্ত হবে। সেজন্য শহরটি ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামও শহরটির ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এই শহরটি বিজয়ের জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে রাসূল (ছাঃ) ফযীলতপূর্ণ আমল বলেছেন। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈগণ লড়াই করেছেন। কিন্তু সফলতা নির্ভর করে আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর। আল্লাহ মুহাম্মাদ আল-ফাতেহের মাধ্যমে এই মহান বিজয় নিশ্চিত করেছেন। আয়া সোফিয়ার মত ঐতিহাসিক গীর্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি কেবল মুহাম্মাদ আল-ফাতেহের বিজয় নয়; বরং পুরো মুসলিম বিশ্বের বিজয়। আয়া সোফিয়া যাদুঘর থেকে আবারো মসজিদে রূপান্তরিত হওয়া আরেকটি বিজয়। এই বিজয় সারা বিশ্বের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোকচ্ছটা, যা তাদেরকে সম্মুখপানে দৃঢ়পদে চলতে সহায়তা করবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ দ্বীনের উপর আমৃত্যু টিকে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

২৯. *মুসলিম হা/২৮৯৯; হাকেম হা/৮৪৭১; আহমাদ হা/৪১৪৬।*

৩০. *আবুদাঊদ হা/৪২৯৪; মিশকাত হা/৫৪২৪; ছহীহুল জামে' হা/৪০৯৬।*

৩১. *তিরমিযী হা/২২৩৯; মিশকাত হা/৫৪৩৬, সনদ ছহীহ।*

৩২. *আলবানী, ছহীহাহ হা/৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

৩৩. *উমদাতুত-তাফসীর আন ইবনে কাছীর ২/২৫৬, টীকা দ্র.; ইউসুফ ওয়াবেল, আশরাতুস-সা'আত ১৬৪ পৃ.।*

৩৪. *তিরমিযী হা/২২৩৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।*

বিতর্কের ক্ষেত্রে করণীয়-বর্জনীয়

*আসাদ বিন আব্দুল আযীয**

উপস্থাপনা :

বিতর্ক ও ঝগড়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য নয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মুমিনের ইসলামী জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান অন্বেষণ ও গবেষণায় উৎসাহ প্রদান করে এবং বিতর্ক ও ঝগড়া করতে নিষেধ করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, ছাহাবী-তাবেঈগণের যুগে কখনোই তাঁরা পরস্পরে শারঈ বিষয়ে নিজের মতকেই সঠিক সাব্যস্ত করতে বিতর্কে লিপ্ত হননি। বিভিন্ন সময়ে মতভেদের ক্ষেত্রে পরস্পরে একে অপরের দলীল জানার চেষ্টা করেছেন বা নিজের দলীলটি ব্যাখ্যা করেছেন। অবশেষে আব্বাসীয় যুগে মু'তাযিলীগণের প্রাদুর্ভাবের মাধ্যমেই ধর্মীয় বাহাছ বা বিতর্কের প্রসার ঘটতে শুরু করে। প্রথম পর্যায়ে এটি ছিল মু'তাযিলী ও অন্যান্য বিদ'আতী ফিরক্বার মূল কাজ। ক্রমান্বয়ে তা মূলধারার মুসলিমদের মধ্যেও প্রবেশ করে। নিম্নে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিতর্কের ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :

আরবীতে جِدَال (জিদাল) অর্থ হ'ল ঝগড়া, বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, কলহ ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করে নিজের কথা সত্য প্রমাণ করা। আবু ইয়ালা বলেন, বিতর্ক হ'ল পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ের মাঝে কথার বিনিময় হওয়া এবং এর দ্বারা একে অপরের উপর বিজয়ী হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা থাকা'।[১]

আরবীতে বিতর্কের আরেকটি প্রতিশব্দ হ'ল مِرَاء (মিরা)। অনেকে বলেন, উভয় শব্দের অর্থ একই। তবে মিরা হ'ল নিন্দনীয় বিতর্ক। কারণ এটি হ'ল, হক প্রকাশ পাওয়ার পরও তা নিয়ে অনর্থক বিতর্ক করা। তবে 'জিদাল' এ রকম নয়। কখনও এটি ভাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে ২৯ জায়গায় 'জিদাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে'।[২] তন্মধ্যে মাত্র কয়েকটি জায়গা ব্যতীত বাকী জায়গায় মন্দ অর্থে এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، 'তোমরা কিতাবধারীদের সঙ্গে বিতর্ক করবে না উত্তম পন্থা ব্যতীত' *(আনকাবূত ২৯/৪৬)*।

বিতর্ক বা ঝগড়ার কারণ :

বিতর্কের নানা কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে দু'টি কারণ উল্লেখযোগ্য। যেমন-

১. নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ২. সত্যকে মিটিয়ে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا 'অথচ আমরা রাসূলগণকে প্রেরণ করে থাকি কেবল জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর অবিশ্বাসীরা মিথ্যা দিয়ে ঝগড়া করে সত্যকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে ও যে শাস্তির ভয় তাদের দেখানো হয় সেগুলিকে ঠাট্টার বস্তুরূপে গ্রহণ করে' *(কাহাফ ১৮/৫৬)*।

মুমিনদের বিতর্কে জড়ানো :

তর্ক-বিতর্ক বা ঝগড়ায় উভয়পক্ষই নিজের জ্ঞানকে চূড়ান্ত বলে মনে করেন এবং যে কোনভাবে নিজের মতের যথার্থতা ও অন্য মতের ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। নিজের জ্ঞানের ভুল স্বীকার করাকে ব্যক্তিগত পরাজয় বলে মনে করেন। এ কারণে ইসলামে ঝগড়া-তর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَرَكَ المِراءَ وَهُوَ مُبْطِلٌ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَهُ وَهُوَ مُحِقٌّ، بُنِيَ لَهُ فِيْ وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ أَعْلاَهَا، 'নিজের মত বাতিল হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করে তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক পরিত্যাগ করে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যার চরিত্র সুন্দর তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে'।[৩]

আল্লাহ্র নিকট তর্কপ্রিয় মানুষ অপ্রিয় :

অধিকাংশ মানুষ হক জানে না। আবার অনেকে হক জানলেও তা মানে না এবং হক গ্রহণে উদারতা প্রদর্শন করে না। বরং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। হক মানতে তর্ক-বিতর্ক করে। অথচ তর্কপ্রিয় মানুষ মহান আল্লাহ্র নিকট অপসন্দনীয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ 'আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হ'ল কঠিন ঝগড়াটে ব্যক্তি'।[৪]

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তর্ক করে না, তার জন্য পরকালীন জীবনে রয়েছে জান্নাত। আবূ উমামাহ বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ 'আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার যামিন হচ্ছি, যে হক হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া বর্জন করে। ঐ ব্যক্তির জন্য

---

* এম.এ. দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. কাযী আবু ইয়া'লা, আল-ইদ্দাহ ফী উছূলিল ফিক্বহ ১/১৮৪ পৃ.।
২. ড. সাইয়েদ আলী খিযির, আল-হিওয়ার ফিস সীরাতিন নাবী, ১৮ পৃ.।
৩. মুনযিরী, আত-তারগীব ১/৭৭পৃ.; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৩৮।
৪. বুখারী হা/২৪৫৭; মুসলিম হা/২৬৬৮; মিশকাত হা/৩৭৬২।

জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের যামিন হচ্ছি, যে উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে। আর ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘরের যামিন হচ্ছি, যার চরিত্র উত্তম'।[৫]

পক্ষান্তরে অন্যায় দাবীর পক্ষে বিতর্ক করা আরো ঘোরতর অপরাধ। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হিসাবে গণ্য হবে। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র রোষাণলে থাকে, যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে'।[৬]

এরপর যুগ-যুগান্তর ধরে বিতর্ক ছিল। এমনকি পরকালেও থাকবে। নিম্নে বিভিন্ন যুগের কিছু উল্লেখযোগ্য বিতর্ক তুলে ধরা হ'ল।-

ইবরাহীমী যুগে বিতর্ক :

ইবরাহীম (আঃ) ফেরেশতা মণ্ডলীদের সাথে বিতর্ক করেছিলেন, যখন তারা লূত (আঃ)-এর কওমকে ধ্বংস করতে এসেছিল। মহান আল্লাহ বলেন, فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ، 'অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভয় দূর হ'ল ও তার নিকট (ইসহাক জন্মের) সুসংবাদ এসে গেল, তখন সে লূতের কওমকে ধ্বংস করার ব্যাপারে আমাদের (ফেরেশতাদের) সাথে ঝগড়া শুরু করে দিল' *(হূদ ১১/৭৪)*।

সাঈদ বিন যুবাইর (রাঃ) বলেন, যখন জিবরীল ও তাঁর সাথীরা এসে বলল, إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، 'আমরা এই (লূতের) জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করে দেব। নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা সীমালংঘনকারী' *(আনকাবূত ২৯/৩১)*। তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন গ্রামকে ধ্বংস করবে যেখানে ৩০০ মুমিন রয়েছে? ফেরেশতাগণ বলল, না। তিনি আবারো বললেন, তোমরা কি এমন গ্রামকে ধ্বংস করবে যেখানে ২০০ মুমিন রয়েছে? ফেরেশতাগণ বলল, না। তিনি পুনরায় বললেন, তোমরা কি এমন গ্রামকে ধ্বংস করবে যেখানে একজন মুমিন রয়েছে? তারা বলল, না। তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, إِنَّ فِيهَا لُوطًا 'ঐ জনপদে তো লূত রয়েছে! তারা বলল, نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، 'সেখানে কারা আছে তা আমরা ভালভাবে জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব। তবে তার স্ত্রী ব্যতীত' *(আনকাবূত ২৯/৩২)*। অবশেষে ইবরাহীম (আঃ) তাদের কথায় চুপ থাকলেন এবং প্রশান্ত হ'লেন'।[৭]

নূহ (আঃ)-এর যুগে বিতর্ক :

নূহ (আঃ)-এর কওম তাঁর সাথে বিতর্ক করেছিল। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، 'তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যারোপ করেছিল। প্রত্যেক দল নিজ নিজ রাসূলদের পাকড়াও করার সংকল্প করেছিল। তারা তাদের সাথে মিথ্যা দিয়ে বিতর্ক করেছিল যেন সত্যকে পর্যুদস্ত করা যায়। অতঃপর আমি তাদের পাকড়াও করলাম। তখন কেমন ছিল আমার শাস্তি'? *(মুমিন ৪০/৫)*।

রাসূলের যুগে বিতর্ক :

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেও ছাহাবীগণ কোন কোন সময় বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হ'তেন। যেমন একটি হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন,

إِنَّ نَفَرًا كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ كَذَا وَكَذَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ كَذَا وَكَذَا فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّمَا فُقِئَ فِى وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ بِهَذَا أُمِرْتُمْ أَوْ بِهَذَا بُعِثْتُمْ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِنَّمَا ضَلَّتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ فِى مِثْلِ هَذَا إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِمَّا هَاهُنَا فِى شَىْءٍ انْظُرُوا الَّذِى أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا بِهِ وَالَّذِى نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،

'কিছু মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরজায় বসেছিল। তাদের কেউ বলে, আল্লাহ কি একথা বলেননি? আবার কেউ বলে, আল্লাহ কি একথা বলেননি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একথা শুনতে পান। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ক্রোধে লাল হয়ে যায়, যেন তাঁর মুখমণ্ডলে বেদানার রস ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তোমাদের কি এরূপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র কিতাবের এক অংশকে অন্য অংশের বিপরীতে দাঁড় করাবে? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলি এরূপ করার কারণেই বিভ্রান্ত হয়েছে। তোমাদের কাজ এটি নয়। তোমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা দেখ এবং তা পালন কর। আর যা তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন কর'।[৮]

ক্বিয়ামতের পূর্বক্ষণে বিতর্ক :

মানুষের তর্ক-বিতর্কের কোন শেষ নেই। একটা শেষ হ'লে আরেকটা শুরু হয়। এভাবে একের পর এক চলতেই থাকে। এমনকি ক্বিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তেও মানুষ পরস্পরের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকবে। আল্লাহ বলেন, مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، 'বস্তুতঃ তারা কেবল

---

৫. আবূদাঊদ হা/ ৪৮০০; ছহীহাহ ১/৪৯১ পৃ.।
৬. আবূদাঊদ হা/৩৫৯৭; ছহীহাহ হা/৪৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৬১৯৬।
৭. ইবনু কাছীর ৪/৩৩৫ পৃ.।

৮. আহমদ হা/৬৮৪৫, শুআইব আরনাঊত হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।

একটা নিনাদের অপেক্ষায় আছে। যা তাদেরকে ধরবে পরস্পরে ঝগড়ারত অবস্থায়' *(ইয়াসীন ৩৬/৪৯)*।

আল্লাহ্র সাথে মুমিনদের বিতর্ক :

ক্বিয়ামতের দিন ফায়ছালা শেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত মুমিনগণ জাহান্নামীদের জন্য আল্লাহ্র সাথে বিতর্ক করবে। এ মর্মে একটি হাদীছে এসেছে, আবু সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا خَلَّصَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ وَأَمِنُوا فَمَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ فِى الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِى الدُّنْيَا أَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِى إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ. قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ لاَ تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ

'যখন আল্লাহ তা'আলা (ক্বিয়ামতের দিন) মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং তারা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন ঈমানদারগণ তাদের জাহান্নামী ভাইদের ব্যাপারে তাদের প্রতিপালকের সাথে এত কঠিন তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে যে, তারা দুনিয়াতে অবস্থানকালে তাদের কেউ তার বন্ধুর পক্ষে ততটা প্রচণ্ড বিতর্কে লিপ্ত হয়নি। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ ভাইয়েরা তো আমাদের সাথে ছালাত আদায় করত, ছিয়াম রাখত এবং হজ্জ করত। অথচ আপনি তাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন: তোমরা যাও এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা চিনতে পার তাদের বের করে নিয়ে এসো। অতএব তারা তাদের কাছে যাবে এবং তাদের আকৃতি দেখে তাদের চিনতে পারবে। জাহান্নামের আগুন তাদের দৈহিক আকৃতি ভক্ষণ (নষ্ট) করবে না। আগুন তাদের কারো পদদ্বয়ের জংঘার হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অর্ধাংশ পর্যন্ত এবং কারো পদদ্বয়ের গোছা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। তারা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে...'।[৯]

শয়তান ও মানুষের মাঝে বিতর্ক :

পাপী লোকেরা আল্লাহ্র সামনেও শয়তানের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে। তারা তাদের পাপের সব দায়ভার শয়তানের ওপর চাঁপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু শয়তান সে দায়ভার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিতর্ক করতে নিষেধ করবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِيْ ضَلَالٍ بَعِيْدٍ، قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ، 'তার সহচর (শয়তান) বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমি তাকে অবাধ্য করিনি। বরং সে ছিল দূরতম ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত'। (আল্লাহ বলবেন,) তোমরা আমার নিকট ঝগড়া করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে সাবধান করেছিলাম' *(ক্বাফ ৫০/২৭-২৮)*।

বিতর্কের কিছু ক্ষতিকর দিক

(১) শত্রুতা সৃষ্টি হয় :

মন্দ বিতর্কের ফলে কখনও কখনও প্রাচীন বন্ধুত্ব ও সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। কখনওবা বিপক্ষ দলের উপর চড়াও হওয়ার মানসিকতা তৈরী হয়। ফলে উভয়ের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।

(২) কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়া :

আল্লাহ তা'আলা শবে কদরের মত মহান রাতের সুনির্দিষ্ট সময়ের বিষয়টি কেবল বিতর্ক বা ঝগড়ার কারণে তুলে নেন'।[১০] একইভাবে বিতর্কের অকল্যাণ সম্পর্কে মা'রূফ কারখী বলেন, إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ، 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন তার আমলের দরজা খুলে দেন এবং বিতর্কের দরজা বন্ধ করে দেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন কোন বান্দার অকল্যাণ চান তখন সে ব্যক্তির আমলের দরজা বন্ধ করে দেন এবং বিতর্কের দরজা খুলে দেন'।[১১]

(৩) শয়তানের সুযোগ সৃষ্টি :

বিতর্কের সময় ব্যক্তি তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। হোক সেটা বৈধ বা অবৈধ উপায়। সেই সুযোগে শয়তান যে কোন ব্যক্তিকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। সে বিষয়ে মুসলিম ইবনু ইয়াসার বলতেন, إِيَّاكُمْ وَالْمِرَاءَ، فَإِنَّهَا سَاعَةُ جَهْلِ الْعَالِمِ وَبِهَا يَبْتَغِي الشَّيْطَانُ زَلَّتَهُ، 'তোমরা অবশ্যই ঝগড়া-বিবাদ থেকে সাবধান থাকবে। কেননা এটি একজন আলেমের অজ্ঞতার মুহূর্ত। আর এই মুহূর্তে শয়তান এর দ্বারা তার ত্রুটি বা বিভ্রান্তি কামনা করে'।[১২]

(৪) হেদায়াত প্রাপ্তিতে অন্তরায় :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিতর্ক বা ঝগড়াকে হেদায়াতপ্রাপ্তদের বিভ্রান্ত হওয়ার মূল কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلاَّ أُوتُوا الْجَدَلَ، 'কোন সম্প্রদায়ের সুপথপ্রাপ্ত হওয়ার পরে বিভ্রান্ত হওয়ার একটিই কারণ যে, তারা ঝগড়া বা বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ে'। অতঃপর রাসূল

৯. ইবনু মাজাহ হা/৬০; আহমাদ হা/১১৯১৭; ছহীহাহ হা/২২৫০।

১০. বুখারী হা/৪৯; মুসলিম হা/২০৯৫; ছহীহ ইবনু খুযাইমাহ হা/৩৬৮৯।
১১. বায়হাক্বী ২/২৯৫ পৃ.; আবু নুআইম, হিলইয়া ৮/৩৬১পৃ.; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৩৪০ পৃ.।
১২. দারেমী হা/৪১৯; আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া ২/২৯৪ পৃঃ।

(ছাঃ) এই আয়াত পাঠ করলেন, مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، 'তারা কেবল তোমার সাথে ঝগড়ার জন্যই একথা বলে। বরং তারা হ'ল ঝগড়াকারী সম্প্রদায়' *(যুখরুফ ৪৩/৫৮)*।[১৩]

(৫) আল্লাহ্র নিকট ঘৃণিত হওয়া :

ঝগড়া বা বিতর্ককারী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ، 'আল্লাহ্র নিকট সেই লোক সবচেয়ে ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে'।[১৪]

(৬) আল্লাহ্র রোষানলে পতিত হওয়া :

কোন অবস্থাতেই অন্যায় বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা উচিত নয়। আর যে ব্যক্তি এই কাজ করবে সে আল্লাহ্র রোষানলে পড়বে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ 'যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র রোষানলে থাকে, যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে'।[১৫]

(৭) আল্লাহ্র ক্ষমা থেকে বঞ্চিত :

যারা অন্যায়ভাবে বিতর্ক বা ঝগড়া করবে তারা আল্লাহ্র ক্ষমা হ'তে বঞ্চিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِى كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِكُلِّ عَبْدٍ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا إِلاَّ الْمُتَشَاحِنَيْنِ يَقُولُ اللهُ لِلْمَلاَئِكَةِ ذَرُوهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا، 'প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার আমল পেশ করা হয়, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করে দেন যারা আল্লহ্র সাথে শরীক করে না, তবে ঝগড়াকারী দু'ব্যক্তি ব্যতীত। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলেন, এদেরকে অবকাশ দাও, যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে নেয়'।[১৬]

(৮) ইসলামকে ধ্বংসকরণ :

যিয়াদ ইবনু হুদায়র (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ওমর (রাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলতে পার, ইসলাম ধ্বংস করবে কোন জিনিস? আমি বললাম, না, তখন তিনি বললেন, يَهْدِمُه زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ، '(১) আলেমদের পদস্খলন, (২) আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং (৩) পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন'।[১৭]

(৯) জাহান্নামে প্রবেশ :

তর্ক-বিতর্কের ন্যায় গর্হিত কাজ যে ব্যক্তির কাছে প্রিয় হয়ে যাবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এ সম্পর্কে একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ-

'জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা আলেমদের মাঝে গর্ব করা, অজ্ঞদের সাথে বিতর্ক করা এবং (প্রসিদ্ধ) মজলিস লাভ করার উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি তা করে (তার জন্য) জাহান্নাম, জাহান্নাম'।[১৮]

(১০) তদন্ত ছাড়া বিতর্ক না করা :

তদন্ত করে নিশ্চিত না হয়ে শুধু কোন কথা নিয়ে মানুষের সাথে বিতর্ক করা উচিত নয়। কারণ শোনা কথা সত্যও হ'তে পারে আবার মিথ্যাও হ'তে পারে। এজন্য শোনাকথা যাচাই না করে প্রচার করলে পাপের অংশীদার হ'তে হবে। এহেন কাজে রাসূল (ছাঃ) সতর্ক করে বলেছেন, كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ 'একজন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তা-ই প্রচার করে বেড়ায়'।[১৯]

(১১) উত্তম পন্থায় বিতর্ক :

কথা বলা বা বিতর্ক হ'তে হবে উত্তম পন্থায়। যেন এতে কারও ক্ষতি না হয়। মানসিকভাবে কেউ যেন আঘাত না পায়। কাউকে খাটো করা না হয় বা তাদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রকাশ না পায়। মহান আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ، 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত হয়েছে' *(নাহল ১৬/১২৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ যখন মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাই হারূন (আঃ)-কে ফের'আউনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁদেরকে বলে দিয়েছিলেন, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، 'অতঃপর তার সাথে নরমভাবে কথা বল। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(ত্বোয়াহা ২০/৪৪)*।

[চলবে]

---

১৩. *তিরমিযী হা/৩২৫৩; ইবনু মাজাহ হা/৪৮; মিশকাত হা/১৮০।*
১৪. *বুখারী হা/২৪৫৭; মুসলিম হা/২৬৬৪; মিশকাত হা/৩৭৬২।*
১৫. *আবূ দাঊদ হা/৩৫৯৭; আহমাদ হা/৫৩৮৫; মিশকাত হা/৩৬১১।*
১৬. *আহমাদ হা/৭৬২৭।*
১৭. *মিশকাত হা/২৬৯; সুনানুদ দারিমী হা/২১৪, হাদীছ ছহীহ।*
১৮. *ইবনু মাজাহ হা/২৫৪; হাকেম হা/২৯০; বায়হাক্বী হা/১৭৭১; দারেমী হা/৫৫; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৭৭।*
১৯. *মুসলিম হা/৫; ছহীহাহ হা/৮৬৬; মিশকাত হা/১৫৬।*

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ : সমাধান কোথায়?

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

সম্প্রতি বাংলাদেশ জুড়ে ভয়াবহ কয়েকটি ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের ঘটনা সারা দেশ নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। মানুষ পাশবিকতার চরমতম পর্যায়ে না পৌঁছালে তার পক্ষে এমন বর্বরতার জন্ম দেয়া অসম্ভব। অথচ এই অচিন্তনীয় ঘটনাই এখন বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার নিত্য-নৈমিত্তিক খবর। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মাত্র গত নয় মাসে করোনা মহামারীর ভয়াবহ বিপর্যয় ও লকডাউনের মত কার্যত কার্ফ্যু পরিস্থিতির মধ্যেই ৯৭৫টি ধর্ষণের ঘটনা পুলিশ রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে গণধর্ষণের মত ভয়ংকর অপরাধ ছিল ২০৮টি। এদের মধ্যে ৪৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। আর লজ্জায়-অপমানে আত্মহত্যা করেছে আরো ১২ জন নারী। এগুলো শুধু রেকর্ডভুক্ত ঘটনা। প্রকৃত সংখ্যা যে কয়েকগুণ বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা এ ধরণের ঘটনার মাত্র ২০ শতাংশই প্রকাশ পায়। মান-সম্মানের ভয়ে লোকলজ্জায় বাকি ঘটনাগুলো অপ্রকাশিত থাকে। এর বাইরে করোনাকালীন পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে নিহত হয়েছে আরো ২৭৯ জন নারী। আর নির্যাতনে আত্মহত্যা করেছে ৭৪ জন নারী।

উপরোক্ত তথ্যগুলো থেকে কিছুটা হলেও আঁচ করা যায়, আমাদের সমাজ নারীদের নিরাপত্তা দিতে কতটা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং কিভাবে এ সমাজে নারীরা মর্মান্তিক নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার হচ্ছে। অথচ দেশবিধায়কগণ দাবী করেন, দেশের আইন-কানূন ও সমাজব্যবস্থা নাকি নারীবান্ধব করে গড়ে তোলা হয়েছে! বস্তুতঃ প্রচলিত এই নারীবান্ধব সমাজ গড়ার শ্লোগান যে নারীকে কতটা অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ফেলে দিয়েছে, তা আমাদের দায়িত্বশীলগণ যতদিন পর্যন্ত উপলব্ধি না করবেন, ততদিন নারীর জন্য নিরাপদ সমাজ গড়ার দাবী অবান্তরই প্রতীয়মান হবে।

সচেতন পাঠক! নারী নির্যাতন কেন হয়? বাংলাদেশের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কেন এক শ্রেণীর বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ ধর্ষণের মত বর্বরতায় লিপ্ত হচ্ছে? কেন ধর্ষণের পরিসংখ্যানে বাংলাদেশ মুসলিম দেশগুলির মধ্যে প্রথম? এই ধর্ষণ মনোবৃত্তির মূল উৎস কোথায়? এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমাদের খোঁজা দরকার। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হ'ল- ধর্ষণ যখন মহামারীর আকার ধারণ করে তখন তা কেবল ব্যক্তিগত অপরাধ থাকে না, বরং সেই অপরাধের দায় সমগ্র সমাজের উপর পড়ে। যেই সমাজে মানবিক মূল্যবোধের চর্চা নেই, নৈতিক শিক্ষার বাস্তবায়ন নেই, আইনের শাসন নেই, সেই সমাজে এই ধরণের অপরাধ যে ধারাবাহিক চলতেই থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাহ'লে কি আমাদের সামাজিক পরিমণ্ডলই এই ধর্ষক উৎপাদনের উর্বর রসদ যোগান দিচ্ছে? আসুন! বিষয়টি যাচাইয়ের চেষ্টা করি।

প্রথমতঃ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করবেন যে, বর্তমানে ধর্ষণ মনোবৃত্তি তৈরীতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে মিডিয়া। পত্র-পত্রিকা ও সিনেমা-টিভিতে নারীকে যেভাবে অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হয়, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, যুবসমাজের মধ্যে বিকৃত মানসিকতা ঢুকিয়ে দেয়ার প্রাথমিক কাজটি মূলতঃ মিডিয়াই নিয়মিতভাবে আঞ্জাম দিচ্ছে। আর এর সাথে আরো ভয়ংকরভাবে যুক্ত হয়েছে অবাধ আকাশ সংস্কৃতির নীল দংশন, যার বিষাক্ত ছোবলে একশ্রেণীর যুবসমাজের মন-মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে ফেলেছে। সুতরাং আইন যতই কঠোর করা হোক না কেন, যদি মিডিয়ার এই জঘন্য উৎসমুখ বন্ধ না করা যায়, তবে কখনই সুস্থ ও নিরাপদ সমাজব্যবস্থা কামনা করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপন সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য যেন একটিই- নারী-পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ককে উৎসাহিত করা। নারী-পুরুষ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ককে সেখানে এত স্বাভাবিকভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন তা কোন অপরাধের সংজ্ঞাতেই পড়ে না। ফলে যেনা-ব্যভিচারের বিস্তার দিন দিন বাড়ছে। নারী-পুরুষ সহজেই তাদের ইয্যত-আব্রু বিকিয়ে দিচ্ছে। এর বিপরীতে বিবাহ তথা বৈধ সম্পর্ককে দিন দিন করা হচ্ছে কঠিন থেকে কঠিনতর। পরিবার থেকে যেমন দ্রুত বিবাহকে উৎসাহ দেয়া হয় না, তেমনি সমাজও দ্রুত বিবাহকে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখে। ফলে একদিকে নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্কের পথ কঠিন হয়ে যাচ্ছে, অপরদিকে সহজসাধ্য হচ্ছে অনৈতিক সম্পর্ক, যেনা-ব্যভিচার।

তৃতীয়তঃ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও সহশিক্ষা অনৈতিকতা বিস্তৃতির অন্যতম কারণ। নারী শিক্ষা, নারী উন্নয়ন তথা নারীর কর্মসংস্থানের নামে বর্তমানে যে প্রোপাগাণ্ডা চলছে, তার একটিই উদ্দেশ্য নারীদেরকে চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে ঘর থেকে বের করে জীবন-জীবিকার কঠিন ময়দানে নামিয়ে দেয়া। তাতে সমস্যা ছিল না, যদি তাদের জন্য স্বতন্ত্র ও নিরাপদ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া হ'ত। কিন্তু তাদেরকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দিয়ে রীতিমত যুদ্ধে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে সহশিক্ষার নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পবিত্র অঙ্গনে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদেরকে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। নৈতিকতার মহা পরীক্ষায় সেখানে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হ'তে পারে না। ফলে মানবীয় প্রবৃত্তির দুর্বলতম অংশের কাছে পরাজিত হয়ে অতি সহজে তারা অনৈতিকতার পথে পা বাড়াচ্ছে। হারিয়ে যাচ্ছে পাপ-পঙ্কিলতার মহাসাগরে। এদেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন যেন ইভটিজিং, যেনা-ব্যভিচার ও অবাধ যৌনাচারের অনুশীলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। জোড়ায় জোড়ায় অন্তরঙ্গভাবে বসে থাকা নর-নারীর প্রকাশ্য অপকর্মে শয়তানও বোধহয় লজ্জিত হয়। অথচ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে নীরবে আমরা তা হযম করে চলেছি অহর্নিশ।

চতুর্থতঃ পথেঘাটে নারীর পর্দাহীন এবং অশালীন চলাফেরা নিঃসন্দেহে ধর্ষকদের কুপ্রবৃত্তি তৈরীতে বড় ভূমিকা রাখছে। নৈতিক মূল্যবোধ, লজ্জাশীলতা ও ইসলামের দেয়া নীতিমালাকে অবজ্ঞা করে একজন নারী যখন অশালীন পোষাকে ঘর থেকে বের হয়, তখন সে যেন সমাজের

কীটগুলোকে অনৈতিকতার দিকে প্রচ্ছন্ন আহ্বান জানায়। সুতরাং আধুনিক নারীবাদীরা ধর্ষণের পিছনে পর্দাহীনতার পরোক্ষ দায় যতই আড়ালের চেষ্টা করুক না কেন, যতদিন নারী স্বেচ্ছাচারী ও পর্দাহীন থাকবে, ততদিন নারীর প্রতি সহিংসতা বিদূরিত হওয়া দুরাশাই থাকবে।

পঞ্চমতঃ যদিও সরকার ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে, কিন্তু সেই আইনের বাস্তবায়ন না হওয়া এবং প্রচলিত বৃটিশ বিচারব্যবস্থার সীমাহীন দুর্বলতাও নারী নির্যাতন বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ২০০১ থেকে ২০২০ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত নারী নির্যাতন মামলা সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ পর্যন্ত আদালতে মাত্র ৩.৫৬% মামলার রায় হয়েছে। আর উচ্চ আদালতের জটিলতা কাটিয়ে মাত্র ০.৩৭% মামলায় দণ্ডাদেশ কার্যকর হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০১১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৬টি যেলায় ধর্ষণের অভিযোগে ৪৩৭২টি মামলা হয়েছে। কিন্তু দোষী সাব্যস্ত করা গেছে মাত্র ৫জনকে। অর্থাৎ মুখে মুখে আইনের বুলি কপচানো হ'লেও বাস্তবে এসব মামলা ও আইনী ব্যবস্থা কেবল প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। শুধু তাই নয়, অর্থ ও ক্ষমতার দাপটে প্রকৃত দোষীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আড়ালে থেকে যায়। সুতরাং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে গেলে প্রচলিত এই বিচারব্যবস্থার আশু পরিবর্তন কিংবা সংস্কারের কোন বিকল্প নেই। ইসলামের কঠোর বিচারব্যবস্থা যদি চালু করা যেত, তবে নিঃসন্দেহে নারীর প্রতি সহিংসতার হার বহুলাংশেই নিবারণ করা সম্ভব হ'ত।

সর্বোপরি নারীদের প্রতি আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিরাট ত্রুটি রয়ে গেছে। আমাদের পরিবারে ও সমাজে ইসলামের নৈতিক শিক্ষার চর্চা না থাকায় নারীদেরকে একদল মানুষ ভোগ্যপণ্য মনে করে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে, অপরদল নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মনে করে। অথচ পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুষ্ঠু সমাজ গঠনে তাদের ভূমিকাও অপরিসীম। তারা কেউ আমাদের মা, কেউ বোন, কেউ স্ত্রী, কেউ কন্যা। একশ্রেণীর বিপথগামী নারীদের কারণে নারীদের প্রতি আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হ'তে পারে না। সুতরাং পরিবার ও সমাজে নারীর যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। সেই সাথে দৃষ্টির হেফাযতসহ তাদের প্রতি ইসলামের নির্দেশিত হক্বগুলো আদায় করতে হবে। পরিবার ও সমাজে এই আদর্শিক মূল্যবোধের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। নতুবা শুধু আইন দিয়ে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়।

পরিশেষে যুবসমাজের প্রতি আহ্বান থাকবে, একজন পুরুষ যদি নারীকে নিজের মা-বোনের আসনে রাখে, তবে তাদের প্রতি অসংগত বা অভব্য আচরণের কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। সুতরাং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে শক্তিশালী করুন। আল্লাহকে ভয় করুন। নিজের ব্যক্তিত্বের সুরক্ষা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইলে অবশ্যই নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। যদি তা না থাকে, তবে যেকোন সময় চারিত্রিক অধঃপতন নেমে আসবে। অতএব আসুন! নিজেরা সর্বোতভাবে পবিত্র থাকি এবং নিজেদের ব্যক্তিত্বে সুস্থ চিন্তা ও ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাই। সেই সাথে সমাজকেও পবিত্র রাখার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করি। প্রচলিত কিশোর গ্যাং কালচার, বয়ফ্রেণ্ড-গার্লফ্রেণ্ড কালচার, বখাটেপনা, ইভটিজিং, যেনা-ব্যভিচার ও পর্দাহীনতা প্রভৃতি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চারকণ্ঠ হই। এভাবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যদি আমরা একটি সচেতন, জাগ্রত ও আল্লাহভীরু প্রজন্ম গড়ে তুলতে পারি, তাহ'লে এসব অপরাধ সামাজিকভাবেই দমন হবে ইনশাআল্লাহ। সরকারের প্রতিও আমাদের আহ্বান থাকবে- কেবল ধর্ষণের বিরুদ্ধে কেতাবী আইন নয়; বরং বাস্তবতার ময়দানে এই জঘন্য পাপাচারের উৎসমুখগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তা সমাধানের জন্য সর্বাত্মক ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে যাবতীয় অন্যায় ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে ইসলামের রূপরেখা মেনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২১

সকলের জন্য উন্মুক্ত

সার্বিক যোগাযোগ | ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩
০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

পুরস্কার

- ১ম পুরস্কার ১০,০০০/- (সনদসহ)
- ২য় পুরস্কার ৭,০০০/- (সনদসহ)
- ৩য় পুরস্কার ৫,০০০/- (সনদসহ)
- বিশেষ পুরস্কার (৫টি) ২,০০০/-

নির্বাচিত গ্রন্থ

তাফসীরুল কুরআন

(২৬ থেকে ২৮ তম পারা)
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

- পরীক্ষার ফি ১০০ টাকা
- প্রতিযোগিতার তারিখ তাবলীগী ইজতেমা ২০২১-এর ২য় দিন সকাল ০৮থেকে ১০ টা
- প্রশ্নপদ্ধতি এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা
- প্রতিযোগিতার স্থান কেন্দ্রীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২

শেরে পাঞ্জাব, ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)

ড. নূরুল ইসলাম*

(৫ম কিস্তি)

ব্রেলভীদের সাথে মুনাযারা :

উপমহাদেশে কবর-মাযারপূজারী বিদ'আতী গোষ্ঠী ব্রেলভীরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ওলামায়ে কেরামকে হরহামেশা কাফের-মুরতাদ ফৎওয়া দিত এবং তাঁদের উপর নানা অপবাদ আরোপ করত। তাদের এই ফৎওয়া ও অপবাদ থেকে ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১৭০৩-১৭৬২ খ্রিঃ) ও ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রসৈনিক শাহ ইসমাঈল শহীদ (১৭৭৯-১৮৩১ খ্রিঃ) পর্যন্ত রেহাই পাননি। শাহ ইসমাঈল শহীদ সম্পর্কে ব্রেলভী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী (১৮৫৬-১৯২১ খ্রিঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইসমাঈল দেহলভী নির্ভেজাল কাফের ছিলেন'। তিনি তাঁর 'তাকভিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি তাকভিয়াতুল ঈমান (ঈমান মযবূতকরণ) নয়; বরং তাফবীতুল ঈমান (ঈমান হরণ)। এটি ওহাবী ধর্মমতের মিথ্যা কুরআন'।[১] এমনিভাবে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ) সম্পর্কে আহমাদ রেযা খান বলেছেন, 'ছানাউল্লাহ্র অনুসারীরা ও অন্যরা সবাই পবিত্র শরী'আতের বিধান অনুযায়ী কাফের মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)'।[২] অথচ আল্লামা রশীদ রিযা মিসরীর (১৮৬৫-১৯৩৫ খ্রিঃ) মতো ব্যক্তি অমৃতসরীকে رجل إلهـــى 'আল্লাহ্র সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (১৯৪৫-১৯৮৭ খ্রিঃ) লিখেছেন, والذي ألجم السكوت جميع الفرق الباطلة والمناوئة للإسلام والشريعة السماوية الغراء من القاديانية والآرية والهندوس والمجوس والمسيحيين وغيرهم من الفرق الكافرة والمنحرفة فقالوا فيه: إن ثناء الله ورئيس غـــير المقلدين مرتد 'যিনি (অমৃতসরী) যাবতীয় বাতিল ফিরক্বা এবং ইসলাম ও উজ্জ্বল শরী'আতের শত্রু কাদিয়ানী, আর্য-সমাজ, হিন্দু, অগ্নি উপাসক, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য কাফের ও পথভ্রষ্ট ফিরক্বাগুলোর মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার সম্পর্কে ব্রেলভীরা (রেযা খান নিজেই) বলেছেন, 'ছানাউল্লাহও গায়ের মুক্বাল্লিদদের (আহলেহাদীছ) প্রধান মুরতাদ'।[৪] আহমাদ রেযা খান ব্রেলভী অমৃতসরী সম্পর্কে আরো বলেছেন, 'ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন। আসলে তিনি হিন্দুদের চর'।[৫] শুধু তাই নয়, তারা দেওবন্দের মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানূতুবী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম এবং নাদওয়াতুল ওলামা লাক্ষ্মৌ ফারেগ 'নাদভী'দেরকে পথভ্রষ্ট ও কাফের আখ্যা দিয়েছেন।

সঙ্গতকারণেই ব্রিটিশ ভারতে ইংরেজদের সেবাদাস এই বিদ'আতী ও তাকফীরী গোষ্ঠীর সাথে অমৃতসরীর বেশ কিছু মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৩টি মুনাযারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হল :

১. বুধওয়ানার মুনাযারা (অক্টোবর ১৯২০) :

১৯২০ সালের ৫ই অক্টোবর (২১শে মুহাররম ১৩৩৯ হিঃ) পাকিস্তানের ঝাঙ্গ যেলার বুধওয়ানা নামক স্থানে 'তাক্বলীদে শাখছী' বিষয়ে ব্রেলভীদের সাথে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর এই বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্রেলভী হানাফীদের পক্ষে তার্কিক ছিলেন মাওলানা গোলাম হোসাইন শাহ মুযাফ্ফরগড়ী। বিচারক হিসাবে ছিলেন মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদ (হানাফী) এবং শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জা'ফরের দরবারের মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়ার (আহলেহাদীছ)। উভয় পক্ষের জওয়াব ও খণ্ডন শ্রবণ করার পর দু'জন বিচারকই মাওলানা অমৃতসরীর পক্ষে রায় দেন। ঐ সময় এতদঞ্চলের মানুষজন মুনাযারাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিল। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন আলেমও অমৃতসরীর জবাবগুলোকে পসন্দ করেছিলেন। আর সাধারণ জনগণ অমৃতসরীর এ বক্তব্যকে মনে-প্রাণে ধারণ করেছিলেন যে, তাক্বলীদে শাখছী কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। বিতর্কে অমৃতসরী হানাফী ফিক্বহ গ্রন্থ থেকে তাক্বলীদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন,

أخذ القول من غير معرفـــة دليلـــه 'দলীল না জেনেই কোন আলেমের কথা মেনে নেয়া' *(জামউল জাওয়ামে ২/৩৫১)*। সুতরাং যে দলীল জিজ্ঞেস করবে সে তাক্বলীদের গণ্ডী থেকে বের হয়ে যাবে। যারা ফিক্বহের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন এবং দলীল জানার চেষ্টা করেন তারা কিভাবে মুক্বাল্লিদ হ'তে পারেন? এরপরেও তাক্বলীদের কথা বার বার বলা অর্থহীন নয় কি? তাঁর এই দলীল সাব্যস্তকরণ দ্বারা জনগণ খুবই প্রভাবিত হয়। এরপর তিনি হানাফী বিদ্বান ইবনু আবিদীনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, فَتَحَصَّلَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ لَـــيْسَ عَلَـــى الْإِنْسَانِ الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ 'আমাদের উল্লেখিত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়' *(রাদ্দুল মুহতার ১/৫৩)*। ব্রেলভী মুনাযির এর কোন সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন। ফলে জনগণের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে যায় যে, তাক্বলীদে শাখছী কোন

---

* *ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-ব্রেলভিয়া আকাইদ ওয়া তারীখ, পৃঃ ১৬৭।*
২. *ঐ, পৃঃ ১৭৮।*
৩. *আল-মানার, মিসর, বর্ষ ৩৩, ১৩৫১ হিঃ, পৃঃ ৬৩৯।*
৪. *আল-ব্রেলভিয়া আকাইদ ওয়া তারীখ, পৃঃ ১৭৮।*
৫. *ঐ।*

www.at-tahreek.com

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এভাবে অমৃতসরী বিতর্কে বিজয়ী হন।[৬]

২. মিরপুরের মুনাযারা (নভেম্বর ১৯২২) :

ঝিলাম থেকে ২০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত জম্মু-কাশ্মীরের একটি স্থানের নাম মিরপুর। এখানে আহলেহাদীছ জামা'আতের বহু তাবলীগী জালসা অনুষ্ঠিত হ'ত। বার্ষিক জালসায় কখনো কাদিয়ানীদের সাথে, কখনো ব্রেলভীদের সাথে, কখনো আর্য সমাজের সাথে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর বিতর্ক হ'ত। প্রত্যেকবারই বিপক্ষ দল অমৃতসরীর কাছে পরাজিত হ'ত।

মিরপুরের মুনাযারার কাহিনী ছিল মজাদার ও চিত্তাকর্ষক। ১৯২২ সালের ১৩, ১৪ ও ১৫ই নভেম্বর 'আঞ্জুমানে আহলেহাদীছ'-এর বার্ষিক জালসা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। জালসার পূর্বেই ব্রেলভী হানাফীরা আহলেহাদীছদেরকে মুনাযারার চ্যালেঞ্জ জানায় এবং শর্ত দেয় যে, সার্টিফিকেটধারী আলেম ছাড়া কেউ মুনাযারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। বাহাছের পূর্বে বিশেষজ্ঞ কমিটির কাছে উভয় পক্ষের তার্কিকগণ তাদের সার্টিফিকেট দেখাবেন। আহলেহাদীছগণ এ শর্ত মেনে নেন এবং মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে মুনাযির হিসাবে দাওয়াত দেন। হানাফীদের পক্ষ থেকে মৌলভী করীমুদ্দীন (ঝিলাম), মৌলভী গোলাম আহমাদ, মৌলভী মুহাম্মাদ আযীম, মৌলভী মুহাম্মাদ মাসঊদ প্রমুখ মুনাযারায় অংশগ্রহণের জন্য আসেন। মুনাযারা শোনার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজন আসেন। মুনাযারার শর্ত অনুযায়ী মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী কমিটির নিকট পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি, দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর ও মাদ্রাসা ফয়যে 'আম কানপুরের সার্টিফিকেট উপস্থাপন করেন। কিন্তু ব্রেলভী মৌলভীরা কোন সার্টিফিকেট দেখাতে ব্যর্থ হন। এতে জালসাস্থলে পিন-পতন-নীরবতা নেমে আসে। মাওলানা অমৃতসরী বলতে থাকেন, 'হানাফী ভাইয়েরা! যাও সার্টিফিকেটধারী কোন আলেমকে নিয়ে আসো এবং মুনাযারা করো। আমি মুনাযারার জন্য প্রস্তুত আছি। তোমরা যেহেতু নিজেরাই এই শর্ত দিয়েছ, এজন্য তোমাদের জন্য তা পালন করা আবশ্যক'। এতে ব্রেলভী হানাফীরা লজ্জায় লাল হয়ে বিতর্ক ময়দান থেকে প্রস্থান করে।

বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যগণ বলেন, 'আপনি সার্টিফিকেট বিহীন এসব আলেমের সাথেই বিতর্ক করুন! আমরা তো মুনাযারা শুনতে চাচ্ছি'। এর জবাবে অমৃতসরী বলেন, 'আপনারা তো সর্বদা আমার মুনাযারা শ্রবণ করতেই থাকেন। এ বছর তাদের নিকট থেকে অন্তত এতটুকু আমাকে লিখিয়ে নিয়ে এসে দিন যে, আমাদের কোন সার্টিফিকেট নেই। ভবিষ্যতে আমরা এ ধরনের শর্ত আরোপ করব না'। তারা বলেন, 'তারা কি আর একথা লিখে দিবে'? তখন মাওলানা বললেন, 'ঠিক আছে আপনারা অন্তত এতটুকু লিখে দিন যে, এরা সব সনদবিহীন আলেম'। তারা বলেন, 'বেশ ভালো কথা। আমরা লিখে দিব। কিন্তু তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করে নেই'। ব্রেলভী মৌলভীদেরকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা বলেন, 'যদি আপনারা একথা লিখে দেন তাহ'লে আমরা মুনাযারা করব না'। এভাবে আর বিতর্কই অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে এলাকায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, বিদ'আতী ব্রেলভী মৌলভীদের কোন সনদ নেই।[৭]

৩. পাডরার (গুজরাট) মুনাযারা (ডিসেম্বর ১৯২৫) :

ভারতের গুজরাটের বরুডা শহরের একটি স্থানের নাম পাডরা। এখানে দিন দিন আহলেহাদীছদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ব্রেলভীরা তাদের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য ঘোষণা করে যে, গায়ের মুক্বাল্লিদরা কাফের। এই প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের মধ্যে মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রেলভী হানাফীরা মৌলভী হাশমত আলী লাক্ষ্ণৌভীকে এবং আহলেহাদীছরা মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে দাওয়াত দেয়। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, লিখিত বাহাছ অনুষ্ঠিত হবে এবং আধা ঘণ্টা পরপর প্রশ্ন উত্থাপন করা হবে। অতঃপর ১৫ মিনিট পর শ্রোতামণ্ডলীর সামনে তার জবাব শুনানো হবে।

১৯২৫ সালের ২১ ও ২২শে ডিসেম্বর দু'দিন যাবৎ 'আহলেহাদীছরা কাফের' বিষয়ে বিতর্ক অব্যাহত থাকে। ব্রেলভী মুনাযির মৌলভী হামশত আলী আহলেহাদীছদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু তিনি শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) রচিত 'তাকভিয়াতুল ঈমান' গ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি প্রদান ছাড়া আহলেহাদীছদের কাফের হওয়ার কোন শক্তিশালী দলীল পেশ করতে ব্যর্থ হন। মাওলানা অমৃতসরী শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে তাঁর আপত্তিগুলো শুনেন। অতঃপর মার্জিত ভাষায় তার সকল অভিযোগ-আপত্তি ও সন্দেহ-সংশয়ের জবাব প্রদান করেন। ঐ অঞ্চলে এই মুনাযারার দারুণ প্রভাব পড়ে।[৮]

শী'আদের সাথে মুনাযারা :

মোগল শাসন ও তার পূর্ব থেকেই ভারতে শী'আরা তাদের দাওয়াত ও দাবী প্রচার করতে থাকে। প্রত্যেক যুগেই মহান আল্লাহ তাঁর এমন কিছু মর্দে মুজাহিদ বান্দাকে প্রেরণ করেন, যারা তাদের ভ্রান্ত দাবীর যথোচিত জবাব প্রদান করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ছত্রছায়ায় শী'আ মতবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। তারা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের বিষয়টি নতুনভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে তাদের ঈমান হরণের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। এসময় শী'আ ও আহলুস সুন্নাহ্র আলেমদের মাঝে বহু বাহাছ-মুনাযারা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মযবূত দলীল ও শাণিত যুক্তির সাহায্যে তিনি শী'আদের ভ্রান্ত দর্শনের পোস্টমর্টেম করেন।[৯] নিম্নে শী'আদের

৬. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪৩২-৪৩৩; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯০।*

৭. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪২০-৪২২।*

৮. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪২৫-৪২৬; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৯১-৯২।*

৯. *আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪০১-৪০২।*

সাথে কৃত তাঁর ৪টি মুনাযারার বিবরণ উপস্থাপিত হ'ল :

১. কাদিরাবাদ, গুজরাটের মুনাযারা (এপ্রিল ১৯১৪) :

১৯১৪ সালের ২৮শে এপ্রিল গুজরাট (পাকিস্তান)-এর কাদিরাবাদ নামক স্থানে শী'আদের সাথে এই মুনাযারাটি অনুষ্ঠিত হয়। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মুনাযারা ছিল। এতদঞ্চলে আহলেহাদীছ ছিল না বললেই চলে। এজন্য হানাফীরা তাদের আলেমদের সাথে পরামর্শ করে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে মুনাযির হিসাবে নির্বাচন করেন। মুনাযারার সময় অমৃতসরী সেখানে পৌঁছলে শী'আরা তাঁকে দেখে ঘাবড়ে যায়। তারা মুনাযারা না করার জন্য শর্ত নির্ধারণের নামে তালবাহানা করতে থাকে। মুনাযারার একটি শর্ত ছিল, উভয় পক্ষের কেউই তিন খলীফার বিরুদ্ধে কোন শ্রুতিকটু শব্দ উচ্চারণ করতে পারবে না। শী'আ মুনাযির এই শর্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, তিন খলীফার প্রতি ঈমান আনার এই শর্তে তো আমি মুনাযারা করতে পারব না। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। অমৃতসরী তাকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, এই শর্তে মুনাযারা করা যেতে পারে। আরেকটি শর্ত ছিল, বিতর্কে যিনি পরাজিত হবেন এবং বিচারক যার পরাজয়ের ফায়ছালা প্রদান করবেন তিনি বিজয়ীর মাযহাব গ্রহণ করবেন। অমৃতসরী দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আমি পরাজিত হলে অবশ্যই শী'আ মাযহাব গ্রহণ করব। কিন্তু শী'আ মুনাযির পরাজিত হলে সত্যিকার অর্থে সুন্নী মাযহাব গ্রহণ করবেন তার কি গ্যারান্টি রয়েছে? কেননা তারা তো 'তাকিয়া' নীতিতে বিশ্বাসী। এতে শী'আ তার্কিক লজ্জিত হন এবং বলেন, আপনি আমাকে খুব লাঞ্ছিত-অপমানিত করলেন এবং আমার মাযহাবের সমালোচনা করলেন। তখন অমৃতসরী বললেন, আপনার আব্দীদা অনুযায়ী আমি আপনার মাযহাব বর্ণনা করলাম। কারণ আপনাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'উছূলে কুলায়নী'তে আছে যে, দ্বীনের দশ ভাগের নয় ভাগ তাকিয়াতে রয়েছে। দ্বিতীয়বারের মতো শী'আ তার্কিক লজ্জিত হলেন এবং এর জবাব দিতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। এই শর্তের আলোচনাতেই শ্রোতারা অর্ধেক মুনাযারার স্বাদ পেয়ে গেল।

শী'আ মুনাযির সাইয়িদ আহমাদ শাহ তার উত্থাপিত অভিযোগগুলোর জবাব দিতে পারলে এক হাযার রূপিয়া পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করলেন। অমৃতসরী এর যথোচিত জবাব প্রদান করে তাঁকে লা-জওয়াব করে দিলেন। কিন্তু শী'আ মুনাযির তাঁর ওয়াদা রক্ষা করলেন না। অমৃতসরীকে এক হাযার রূপিয়া দেওয়া তো দূরে থাক ১০ রূপিয়াও দিলেন না।

খিলাফতের আলোচনায় অমৃতসরী 'নাহজুল বালাগাহ' থেকে একটি উদ্ধৃতি দেন। যেখানে আলী (রাঃ) মু'আবিয়া (রাঃ)-কে লিখেছেন, 'আমাকে মুহাজির ও আনছারগণ খলীফা বানিয়েছেন। যারা আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে খলীফা বানিয়েছিলেন'। এর সাথে সাথে তিনি 'উছূলে কুলায়নী' বের করে দেখালেন যে, আলী (রাঃ) যদি ওমর (রাঃ)-কে এমনটিই মনে করতেন তাহলে তার মেয়ে উম্মে কুলছূমকে কেন তার সাথে বিয়ে দিলেন? এসব কিছু যখন তোমাদের কিতাবে মওজুদ রয়েছে তাহলে তোমরা ওমর (রাঃ)-এর ধার্মিকতা, আমানতদারিতা ও খিলাফতকে কেন অস্বীকার করছ'? শী'আ মুনাযির এর উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে বললেন, 'উমাইয়া যুগে আমাদের কিতাবে এগুলি সংযোজন করা হয়েছে'। তখন অমৃতসরী বলেন, 'তোমাদের কিতাবে যেহেতু ভেজাল পাওয়া গেছে সেহেতু তোমাদের সব কিতাব ভিত্তিহীন হয়ে গেল। যেভাবে কোন স্ট্যাম্পের একটি শব্দও যদি সন্দেহযুক্ত হয়, তাহলে সকল চুক্তিই অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। এভাবে এখন তোমাদের সব কিতাব অপ্রমাণিত হয়ে গেল'। এতে শী'আ মুনাযিরের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। শী'আদের প্রধান বলে উঠলেন, আমাদের মুনাযির দুর্বল এবং সুন্নীদের মুনাযির অনেক বড় আলেম, অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি। এজন্য আমরা প্রস্তুতি নিয়ে পুনরায় মুনাযারা করব'।[১০]

২. মানছূরপুরের মুনাযারা (মার্চ ১৯২৪) :

১৯২৪ সালের ১০ই মার্চ পাকিস্তানের হোশিয়ারপুর যেলার মানছূরপুরে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও শী'আ আলেমদের মাঝে এই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। 'তিন খলীফার খিলাফত' বিষয়ে এটি একটি লিখিত মুনাযারা ছিল। এতে উভয় পক্ষের দু'জন এবং একজন অমুসলিম বিচারক ছিলেন। মুনাযারাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। বিচারকগণ অমৃতসরীর পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর দলীলগুলো ছিল অত্যন্ত মযবূত। আলী (রাঃ)-এর বর্ণনা এবং শী'আদের গ্রন্থ থেকেই তিনি তিন খলীফার খিলাফত সাব্যস্ত করেছিলেন। এর ফলে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অমৃতসরী বলেছিলেন, ভ্রাতৃমণ্ডলী! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমরা দুই মুনাযির মূলত উকিল। আমার মক্কেল হলেন তিন খলীফা (আবুবকর, ওমর ও ওছমান) আর দ্বিতীয় পক্ষের মক্কেল হ'লেন আলী (রাঃ)। শারঈ ও আইনগত মূলনীতি হ'ল, বিবাদী যদি বিপক্ষের দাবী মেনে নেন তাহ'লে উকিলের তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি দ্বিতীয় পক্ষের [অর্থাৎ আলী (রাঃ)] কবুলকৃত সত্য দাবী পেশ করে দিয়েছি। এক্ষণে দ্বিতীয় পক্ষের উকিল যদি তা অস্বীকার করেন তাহ'লে তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন অযৌক্তিক ও শ্রবণ অযোগ্য হবে। এভাবে অমৃতসরীর যুক্তির কাছে শী'আ আলেমরা অসহায় হয়ে পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার করে নেন।[১১]

৩. ওয়ারবার্টনের মুনাযারা (মে ১৯২৪) :

১৯২৪ সালের ১৮ই মে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের শেখুপুরা যেলার ওয়ারবার্টনে (Warburton) অমৃতসরীর সাথে শী'আদের এই মুনাযারাটি অনুষ্ঠিত হয়। শী'আদের পক্ষে মৌলভী মির্যা আহমাদ আলী লাহোরী এবং আহলুস সুন্নাতের পক্ষে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বিতর্কে অংশ নেন। স্বয়ং হানাফীরা অমৃতসরীকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে

১০. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪২৬-৪৩০; তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩৫৪-৩৫৭।*
১১. *সীরাতে ছানাঈ, পৃঃ ৪২২-৪২৩।*

এসেছিলেন। বাহাছের বিষয়বস্তু ছিল (১) খিলাফত (২) তারাবীহ-এর মাসআলা ও (৩) ওযূতে দুই পা ধৌতকরণ।

শী'আ মুনাযির মাওলানা অমৃতসরীকে দেখে ভয় পেয়ে যান এবং মুনাযারা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলেন, আহলে সুন্নাত ও শী'আদের মধ্যে মুনাযারা। আর মৌলভী ছানাউল্লাহ আহলেহাদীছ, আহলে সুন্নাত নন। সুতরাং আমাদের সাথে তাঁর মুনাযারা করার কোন অধিকার নেই। এর জবাবে অমৃতসরী বলেন, 'মির্যা ছাহেব! আহলে সুন্নাত একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম। যেমন হিন্দুস্তানী। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, মাদ্রাজী প্রভৃতি। আপনি কোন বাঙ্গালীকে একথা বলতে পারেন না যে, তিনি হিন্দুস্তানী নন। আবার কোন মাদ্রাজীকে বলতে পারেন না যে, উনি ইণ্ডিয়ান নন। এভাবে আহলে সুন্নাতের মধ্যে হানাফী, শাফেঈ, মালেকী, হাম্বলী, আহলেহাদীছ সবাই শামিল আছে। হানাফী আলেমগণ অমৃতসরীর এ বক্তব্যকে সমর্থন করলে অমৃতসরী ও শী'আ তার্কিক আহমাদ আলীর মাঝে বিতর্ক শুরু হয়। তিনি যখন শী'আদের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ তাবারসীর তাফসীর মাজমাউল বায়ান, উছূলে কুলায়নী ও নাহজুল বালাগাহ থেকে ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত সাব্যস্ত করেন, তখন শী'আ তার্কিক এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।

তারাবীর মাসআলাতেও অমৃতসরীর ইস্তিদলাল দেখে শী'আ মুনাযির পেরেশান হয়ে যান। অতঃপর ওযূতে পা ধৌত বা মাসাহ করার বিষয়ে অমৃতসরী যখন শী'আদের কিতাব থেকে স্বয়ং আলী (রাঃ)-এর পা ধৌতকরণ সাব্যস্ত করেন তখন শী'আ মুনাযিরের জবাব দেয়ার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এ বিতর্কে অমৃতসরীর বিজয় লাভের ফলে কয়েকজন শী'আ মতাবলম্বী শী'আ মতবাদ থেকে তওবা করেন এবং তাঁর আলেমসুলভ বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কয়েকজন হানাফী আহলেহাদীছ হয়ে যান।[১২]

৪. ওয়াযীরাবাদের মুনাযারা (সেপ্টেম্বর ১৯৩১) :

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের ওয়াযীরাবাদের ভেড়ী শাহ রহমানে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী ও শী'আদের মাঝে 'তিন খলীফার ঈমান' বিষয়ে এই মুনাযারাটি অনুষ্ঠিত হয়। ওয়াযীরাবাদে শী'আরা তিন খলীফার বিরুদ্ধে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে এবং এতদঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ফলে সুন্নীরা তাদের সাথে বাহাছ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্বের মতো এখানেও অমৃতসরী আহলে সুন্নাতের পক্ষে এবং মির্যা আহমাদ আলী শী'আদের পক্ষে মুনাযারা করেন।

মাওলানা অমৃতসরী প্রথমে কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর মুমিন হওয়া সাব্যস্ত করেন। শী'আ মুফাস্সিরদের তাফসীর থেকেই তিনি এটি প্রমাণ করেন। অতঃপর আলী (রাঃ)-এর মেয়ে উম্মে কুলছূমের সাথে ওমর (রাঃ)-এর বিবাহ প্রমাণ করেন এবং বলেন যে, ওমর (রাঃ) যদি মুমিন নাই হন, তাহলে আলী (রাঃ)-এর মতো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি কেন এই বিবাহ দিলেন? এরপর 'ফুরূয়ে কাফী' থেকে তিনি উল্লেখ করেন, ইমাম আবু আব্দুল্লাহ একজন নারীকে নির্দেশ দেন যে, আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা পোষণ করবে। যদি তারা ঈমানদার না হন তাহ'লে তিনি কেন এই নির্দেশ দিয়েছিলেন?

এভাবে মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বেশ কিছু দলীল পেশ করেন, যা শী'আদের 'উসতাযুল মুনাযিরীন' (তার্কিকদের শিক্ষক) ও 'রাঈসুল মুতাকাল্লিমীন' (ধর্মতত্ত্ববিদদের গুরু) খ্যাত মুনাযির আহমাদ আলী খণ্ডন করতে বা তার তাবীল করতে সক্ষম হননি। পক্ষান্তরে অমৃতসরীর ইস্তিদলাল পদ্ধতি দেখে জনগণ বুঝতে পারে যে, শী'আরা কিভাবে তাকিয়া নীতি অবলম্বন করে মানুষকে ধোঁকা দেয়?[১৩]

(চলবে)

---

১২. *ঐ, পৃঃ ৪২৩-৪২৪।*

১৩. *ঐ, পৃঃ ৪৩৮-৪৪০; আব্দুল মুবীন নাদভী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২১-৪২২।*

মাদ্রাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া (MHS)

(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়) আবাসিক / অনাবাসিক / ডে-কেয়ার

আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মাদ্রাসার বিভাগ সমূহ

ক. নূরানী বিভাগ; **খ.** হিফ্য বিভাগ;
গ. একাডেমিক বিভাগ : একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চলছে, পর্যায়ক্রমে ফাযিল (কুল্লিয়া) পর্যন্ত প্রক্রিয়াধীন।

২০১৯ইং সালে ইবতেদায়ী ও জেডিসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য

মোট পরীক্ষার্থী	: ৫৫ জন
এ প্লাস (A+)	: ৩৩ জন
বৃত্তি	: ৩৫ জন
পাশের হার	: শতভাগ

মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।
- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়।
- যুগোপযোগী উন্নতমানের সিলেবাস।
- অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- পঞ্চম সমাপনী, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় এ প্লাস সহ শতভাগ পাশের নিশ্চয়তা

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ০১লা ডিসেম্বর ২০২০ ইং।
ক্লাস শুরু : ০৫ই জানুয়ারী ২০২১ ইং।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭১০-১৪৬৯৯৯, ০১৭৪৯-০৬০৩৭৩, ০১৭৩২-৪২০২৬২। e-mail : madrashaassalafia@gmail.com

আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী, এটাই কি আমার অপরাধ!

আমি কামাল আহমাদ, পিতা মৃত নূর মিয়া। কুমিল্লা যেলার লাকসাম থানার ইরুয়াইন গ্রামে আমার বসবাস। আমার শিক্ষা জীবন শুরু ও শেষ মাদ্রাসাতে। হক তালাশ করতে গিয়ে আমি মক্কা-মদীনার ইলমকেই সঠিক ইলম বলে বিশ্বাস করি। আর বাংলাদেশে একমাত্র আহলেহাদীছগণের মাঝে খুঁজে পাই মক্কা-মদীনার সঠিক ইলম ও আমল। কেননা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সাথে আহলেহাদীছগণের আমলের যথাযথ মিল রয়েছে। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং পারিবারিকভাবে আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী ও এই আক্বীদা ও আমলের উপরই মৃত্যু কামনা করি। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী চলতে গিয়ে আমি যেন বর্তমানে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে বসবাস করছি। আমি প্রায় ১৪ বছর যাবৎ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষে লাকসাম উপযেলা শহর থেকে শুরু করে গ্রাম্য এলাকা পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছি এবং সাথে সাথে মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা বিতরণ করছি। এই দাওয়াতের ফলে লাকসাম উপযেলার শহর, গ্রাম, ইউনিয়ন সর্বত্রই ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আহলেহাদীছ আক্বীদার দিকে ঝুঁকছেন অনেকেই, *ফা-লিল্লাহিল হামদ*। তবে সমস্যা হচ্ছে- এতে করে আমি হয়েছি বিভিন্ন ফের্কাবন্দী লোকের নিকট ও প্রশাশনের কাছে নযরবন্দি। লাকসামে যে কেউ বুকে হাত বেঁধে ছালাত পড়লে এবং ব্যক্তি জীবনে বিশৃংখলা করলে, তার দোষের একাংশ আহলেহাদীছের দায়িত্বশীল হিসাবে আমার ঘাড়ে এসে পড়ে। গ্রাম্য প্রবাদ- 'সব পাখি মাছ খায়, দোষ পড়ে মাছরাঙ্গায়'। আমি যেন এ ছোবলে আক্রান্ত।

আমি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রকাশ্য অনুসারী হওয়াতে বর্তমানে আমার প্রতি নানা নিপীড়নের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মসজিদে ছালাত আদায় করতে প্রকাশ্যে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে, সামাজিকভাবে হয়রানি করা হচ্ছে এবং মারধর করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যেমন- ২০১৭ সালের নভেম্বরে পিতার জানাযা ও ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে বোনের জানাযা ও দাফন কার্যকে কেন্দ্র করে গ্রামের বিদ্বেষী ব্রেলভীরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে আমার নামে উপযেলা নির্বাহী অফিসার ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর নিকট সন্ত্রাস ও জঙ্গী অপবাদের অভিযোগ পেশ করে। সে সূত্র ধরে প্রকাশ্যে ওয়ায মাহফিলে ও জুম'আর খুৎবায় নাম উল্লেখ করে উস্কানি মূলক বক্তব্য দিয়ে আমার বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণকেও ক্ষেপিয়ে তোল। যা কাটিয়ে উঠতে আমাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। নাম উল্লেখ করে তাদের উস্কানি মূলক বক্তব্য আজও অব্যাহত আছে।

সম্প্রতি দেশে চলমান করোনা ভাইরাসের কারণে আমি এ বছরের ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাত ঈদগাহে আদায় করিনি এবং মসজিদেও আদায় করিনি। কেননা আমি মসজিদে গিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করলে আমার ছালাতের মাঝে পদ্ধতিগত প্রার্থক্য দেখা দিবে এবং মসজিদে অন্যান্য মুছল্লীদের মাঝে বিশৃংখলা দেখা দিবে। কারণ আমি আহলেহাদীছ এবং আমি ছালাতে রাফঊল ইয়াদাইন করি, সূরা ফাতিহা শেষে জোরে আমীন বলি এবং মক্কা-মদীনার ন্যায় বিশুদ্ধ হাদীছ অনুযায়ী ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করি। সামাজিক বিশৃংখলা এড়াতে এবং করোনা ভাইরাসের কারণে পারিবারিক আত্মরক্ষার্থে প্রতিবেশী কাউকে না ডেকে আমার ভাতিজা-ভাগিনাসহ ১০/১২ জন মিলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমাদের বাড়ির উঠানে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাত আদায় করি।

এতেই আহলেহাদীছ বিদ্বেষী সমাজের তথাকথিত সুন্নী দাবীদার ব্রেলভী আক্বীদার লোকেরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে পুরা গ্রামের প্রায় ১১টি মসজিদের ইমামকে একত্রিত করে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও মেম্বারের কাছে লাকসাম আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অভিযোগ পেশ করে। স্থানীয় চেয়ারম্যান-মেম্বার কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় সুন্নী দাবীদার ব্রেলভীরা গত ১৩ই আগস্ট'২০ তারিখে লাকসাম উপযেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত অভিযোগ দাখিল করে 'সরকারের সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্যবিধি অবমাননা ও উঠানে ঈদের ছালাত আদায় করে শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ করা' শিরোনামে। উপযেলা নির্বাহী অফিসার অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জবাব দানের জন্য ২০শে আগস্ট'২০ বৃহস্পতিবার সকাল ১১-টায় আমাকে তার কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য চৌকিদারের মাধ্যমে নৌটিশ পাঠায়। এদিকে ব্রেলভীরা তাদের নিজস্ব মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক মিলে ফেইসবুক, ইউটিউবসহ গোটা লাকসাম জুড়ে প্রচার করতে থাকে যে, ২০শে আগস্ট লাকসাম উপযেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে লাকসাম আহলেহাদীছদের সাথে সরাসরি বাহাছ'।

তাদের প্রচারনা অনুযায়ী তাদের আক্বীদার প্রায় ২০০ লোক টি.ভি মিডিয়া নিয়ে ২০শে আগস্ট'২০ইং তারিখে লাকসাম উপযেলা নির্বাহী অফিসের সামনে আমার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। তাদের এই অনাকাঙ্খিত আয়োজন দেখে উপযেলা নির্বাহী অফিসারও হতবাক। অবশেষে তিনি তাদেরকে প্রশাসনিক ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেন এবং আমাকে লিখিতভাবে অভিযোগের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য বলেন। এক মাস পরে রায় ঘোষণা হবে বলে জানিয়ে তিনি আয়োজন বাতিল করে দেন। উপযেলা নির্বাহী অফিসারের দক্ষতা ও বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্তের ফলে সেদিন আমি নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হই। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন-আমীন!

পরিশেষে বলব, অপরাধ যেন আমার একটাই আমি আহলেহাদীছ আক্বীদায় বিশ্বাসী। তবে আমি মনে করি, এটা আমার অপরাধ নয়। এটাই আমার জান্নাতের পথ। নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবই বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহর জন্য' *(আন'আম ৬/১৬২)*। আল্লাহ আমাকে একজন প্রকৃত আহলেহাদীছ হওয়ার এবং এই আক্বীদার উপরে দৃঢ় থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

একজন কৃষ্ণকায় দাসের পরহেযগারিতা

খোরাসানের মার্ভ অঞ্চল তথা বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের বাশিন্দা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হি.) ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ, মুজতাহিদ এবং একজন সাহসী বীর মুজাহিদ। তিনি 'আমীরুল মু'মিনীন ফিল হাদীছ' উপাধিতে ভূষিত হন। একজন মানুষের মাঝে সম্ভাব্য যত রকমের সদগুণ থাকা দরকার, তার সবই আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর মাঝে বিদ্যমান ছিল। ইমাম যাহাবী (রহঃ) বলেন, 'একদিন ইবনুল মুবারকের সাথীগণ বললেন, চল! আজ আমরা আমাদের বন্ধু আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের চরিত্রের কি কি ভালো দিক আছে তার একটা তালিকা বানিয়ে ফেলি'। আর সেদিন তারা তালিকায় যা পেল তা হ'ল- 'ইলম, ফিক্বহ, সাহিত্য, ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান, যুহদ, বাগ্মিতা, কাব্যপ্রতিভা, তাহাজ্জুদ, ইবাদতগুযার, হজ্জ, জিহাদ, বীরত্ব, প্রেরণা, শক্তিমত্তা, ধনাঢ্যতা, সততা, অনর্থক বিষয়ে চুপ থাকা এবং সাথীদের সাথে কখনোই মতবিরোধে না জড়ানো প্রভৃতি' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৯৭; তারিখু দিমাশক্ব ৩৭/৩৩৫)*।

তাঁর পরহেযগারিতা সম্পর্কে কাসিম বিন মুহাম্মাদ বলেন, একবার আমরা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের সাথে সিরিয়া সফরে ছিলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, লোকটার মাঝে কি এমন গুণ আছে যে- তিনি এতটা জনপ্রিয়? তিনি যদি ইবাদতগুযার হন, তাহলে আমরাও তো ইবাদত করি। তিনি যদি ছিয়াম রাখেন, জিহাদে অংশগ্রহণ করেন, হজ্জ করেন, এর সবই তো আমরা করি। তাহ'লে আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? পথিমধ্যে আমরা এক বাড়ীতে রাত কাটালাম। হঠাৎ ঘরের বাতিটা নিভে গেল, এতে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ জেগে উঠল। এরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক নিভে যাওয়া বাতিটা বাইরে নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঘরে ফিরে আসলেন। প্রদীপের আলোয় হঠাৎ আমার চোখ পড়ল তাঁর চেহারার দিকে। দেখলাম চোখের পানিতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেছে। মনে মনে বললাম, 'এই সেই আল্লাহভীতি, যা আমাদের সবার থেকে তাঁর মর্যাদাকে পৃথক করে দিয়েছে'। কারণ যখন ঘরে আলো নিভে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, ইবনুল মুবারক তখন আখেরাতের অন্ধকারের কথা ভেবে অঝোর নয়নে কাঁদছিলেন' *(ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৪/১৪৫-১৪৬)*। আজ আমরা যুগশ্রেষ্ঠ পরহেযগার এই মনীষীর যবানে আরেক পরহেযগার কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসের বিস্ময়কর কাহিনী শুনব-

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, 'একবার আমি মক্কায় আসলাম। সেখানে দেখলাম অনাবৃষ্টির কারণে মানুষ বেশ কষ্টে আছে। তারা মসজিদুল হারামে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছে। বনু শায়বা দরজার দিকে বসে আমিও তাদের সাথে দো'আয় শামিল হ'লাম। হঠাৎ দেখলাম জোড়াতালি দেওয়া দু'খণ্ড কাপড় পরিহিত এক নিগ্রো দাস সেখানে প্রবেশ করল। এক ফালি কাপড় সে লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করেছে। আরেক ফালি তার কাঁধে জড়িয়ে রেখেছে। আমার পাশেই নিরিবিলি জায়গা দেখে সে অবস্থান নিল। একটু পরেই আমি তাকে দো'আ করতে শুনলাম, 'প্রভু হে! অত্যধিক গুনাহ ও পাপাচারের কারণে মানুষের মুখগুলো জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে। তাদের সংশোধনের জন্য আপনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দিয়েছেন। হে পরম সহনশীল আল্লাহ! বান্দারা আপনার কাছে কেবলই সুন্দর কিছুর প্রত্যাশা করে। কাজেই আমি আপনার নিকট ফরিয়াদ জানাচ্ছি, আপনি এখনই বৃষ্টি দান করুন।

'আপনি এখনই বৃষ্টি দান করুন' বলে সে বারবার ভীত-বিহ্বল চিত্তে দো'আ করতে থাকল। তারপর দেখি, আকাশ বড় বড় মেঘে ছেয়ে গেছে। মেঘে গুড়গুড় আওয়ায শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হ'ল। এদিকে সে নিজের জায়গায় বসে তাসবীহ পাঠ করতে থাকল। এসব দেখে আমি কাঁদতে শুরু করলাম। তারপর সে যখন উঠে গেল তখন আমিও তার পিছু পিছু গেলাম এবং তার বাসস্থান চিনে আসলাম।

এরপর আমি ফুযাইল বিন ইয়ায-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, আপনাকে বিষণ্ন মনে হচ্ছে। কি হয়েছে আপনার? বললাম, আমাদের পরাজিত করে অন্য কেউ আমাদের চেয়েও আল্লাহ্র অধিক নিকটবর্তী হয়ে গেছে। তিনি বললেন, কে? কীভাবে? আমি তাকে ঘটনা খুলে বললাম। তিনি চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং বললেন, এ কি বলছ, ইবনুল মুবারক! আমাকে এখনই তার কাছে নিয়ে চল। আমি বললাম, এখন সময় কম। আমি তার বিষয়ে আরোও জানার চেষ্টা করছি।

পরদিন ফজরের ছালাত আদায় করে আমি তার বাসস্থানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম বাড়ির দরজায় একজন বয়স্ক ব্যক্তি বসে আছেন। আমাকে দেখে চিনতে পেরে তিনি আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, খোশ আমদেদ আবু আব্দুর রহমান! কোন প্রয়োজন আছে কি? আমি বললাম, আমার একজন কালো দাস প্রয়োজন। তিনি বললেন, আমার কাছে বেশ কয়েকজন দাস আছে। এদের মধ্যে আপনার পসন্দমতো কাউকে বেছে নিন। এ বলে তিনি একজন দাসকে ডাকতে লাগলেন। বললেন, এ ভালো দাস। আপনার জন্যই আমি একে বাছাই করেছি। আমি বললাম, না, আমি একে নিব না।

এভাবে একে একে সব দাস তিনি দেখালেন। অবশেষে সেই দাসটিও বেরিয়ে এলো। তাকে দেখে আমার চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বললেন, আপনি একে চাচ্ছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাকে বিক্রি করার তো কোন সুযোগ নেই। আমি বললাম, কেন? বৃদ্ধ বললেন, তার কারণেই এই ঘর বরকতময় হয়েছে। সে আসার পর থেকে আমার ঘরে কখনো বিপদ বা দুর্যোগ আসেনি। আমি বললাম, তার খাবারের ব্যবস্থা কিভাবে হয়? তিনি বললেন, সে রশি পাকিয়ে অর্ধ দীনার বা তার কম-বেশী আয় করে। এ থেকেই তার খাবারের সংস্থান হয়। যেদিন রশি বিক্রি করতে পারে, সেদিন খায়। যেদিন পারে না, সেদিন ছবর করে।

অন্য দাসগুলো আমাকে জানিয়েছে, গতকাল সে রাতভর ঘুমায়নি। তাদের কারো সাথে দেখা হয়নি তার।

উদ্দেশ্য হাছিল না হওয়ায় আমি ফুযাইল বিন ইয়ায ও সুফিয়ান ছাওরী-এর উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে দাসটি বিক্রির জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে। তার মর্যাদা তো আমার কাছে অনেক। কিন্তু আপনি যতটুকু বিনিময় দিয়ে ইচ্ছা নিয়ে যান।

তিনি তাকে ক্রয় করে তাকে সাথে নিয়ে ফুযাইল বিন ইয়ায-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন।

কিছুক্ষণ পর দাসটি বলল, মনিব! আপনি কী চান? আমি বললাম, লাব্বাইক (আমি উপস্থিত)। সে বলল, আপনি 'লাব্বাইক' বলবেন না। মনিবের চেয়ে দাসের মুখেই এটা বেশী মানায়। বললাম, প্রিয় ভাই! তুমি কী চাও? সে বলল, আমি তো দুর্বল মানুষ। খেদমত করার ক্ষমতা আমার নেই। সেখানে তো ক্রয় করার মত আরো অনেক দাস ছিল। যারা আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। (আপনি আমাকে না কিনে তাদেরকে কিনতে পারতেন)। আমি বললাম, তোমাকে সেবা করার জন্য আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন। তোমাকে আমি সন্তানের মর্যাদা দেওয়ার জন্য ক্রয় করেছি। আমি তোমাকে বিয়ে দিব এবং আমি নিজেই তোমার সেবা করব।

একথা শুনে দাসটি কাঁদতে লাগল। বললাম, তুমি কাঁদছ কেন? সে বলল, আপনি আমাকে এজন্যই ক্রয় করেছেন যে, আল্লাহ্র সাথে আমার কোন সম্পর্কের বিষয় হয়তো আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। অন্যথায় অন্যসব দাসের মধ্য থেকে আপনি কেন আমাকে বেছে নিলেন? আমি বললাম, এতো কিছু তোমার জানার প্রয়োজন নেই। সে বলল, আল্লাহ্র দোহাই আমাকে বলুন! বললাম, আল্লাহ তোমার দো'আয় সাড়া দিয়েছেন তাই।

সে বলল, আশা করি আপনি একজন সৎ মানুষ। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে উত্তমদের বাছাই করেন। তিনি তাঁদের মর্যাদা কেবল তাঁর প্রিয় বান্দাদের নিকটেই প্রকাশ করেন। এরপর সে আমাকে বলল, আপনি আমার জন্য একটু অপেক্ষা করুন! গত রাতের কয়েক রাক'আত ছালাত বাকী আছে আমার। সেগুলো আদায় করে নেই।

আমি বললাম, ফুযাইল-এর বাড়ী তো নিকটেই, সেখানে গিয়েই আদায় করো! সে বলল, না, এই জায়গাটাই আমার বেশী পসন্দ। আল্লাহ্র আদেশ তাড়াতাড়ি বাস্তবায়ন করতে চাই। এই বলে সে মসজিদে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর ছালাত আদায় করে ফিরে এল। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান! আমার কাছে কি আপনার কোন প্রয়োজন আছে?

- কেন?
- আমি চলে যেতে চাই।
- কোথায়?
- আখেরাতের পানে।
- এমনটা করো না। আমি তোমার মাধ্যমে উপকৃত হ'তে চাই।

সে বলল, দুনিয়াটা আমার জন্য বেশ ভালো ছিল। আল্লাহ ও আমার মাঝে যে মু'আমালাত ছিল, তা কেউ জানত না। কিন্তু আপনি যেহেতু তা জেনে গেছেন, সেহেতু অন্যরা জানতেও বাকী থাকবে না। এর কোনই প্রয়োজন নেই আমার।

এই কথা বলে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বলতে থাকল, হে আমার প্রভু! আমাকে এখনই উঠিয়ে নিন। আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম, সে মরে গেছে।

আল্লাহ্র কসম! এরপর থেকে যখনই তার কথা আমার মনে পড়ে, তখনই আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়, দুনিয়া আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। নিজের আমল একেবারেই নগণ্য মনে হয়। আল্লাহ তার এবং আমাদের প্রতি রহম করুন' *(ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ, তাহকীক: আহমাদ বিন আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০০ খৃ.) ১/৪৪৪-৪৪৬ পৃঃ; ঐ, বাহরুদ দুমূ', তাহকীক: জামাল মাহমূদ মুছতফা (মিসর: দারুল ফজর, ১ম প্রকাশ, ২০০৪ খৃ.), পৃ. ৪৬-৪৮)*।

শিক্ষা:

১. *মুখলিছ বান্দারা কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী সম্পাদন করেন। ফলে তারা সর্বদা আমলের গোপনীয়তা বজায় রাখায় সচেষ্ট থাকেন এবং প্রকাশ পাওয়াকে অপসন্দ করেন।*

২. *তাক্বওয়াই মানুষের প্রকৃত মর্যাদার মাপকাঠি; চেহারা বা ধন-সম্পদ নয়।*

৩. *প্রকৃত দ্বীনদাররাই কেবল পরহেযগার মানুষের মর্যাদা বুঝতে পারেন।*

৪. *আল্লাহভীরুদের দো'আ আল্লাহ কখনো ফিরিয়ে দেন না।*

৫. *তাক্বওয়ার মাধ্যমে পরিবারে ও সমাজে বরকত নেমে আসে এবং যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।*

-সংকলনে : আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বি:দ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

অমর বাণী

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

১. হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءُ السُّنَنِ أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، 'তোমরা রায়পন্থীদের থেকে সাবধান থেকো। কেননা তারা সুন্নাতের শত্রু। হাদীছের রক্ষণাবেক্ষণে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ফলে তারা রায় ভিত্তিক কথা বলে, নিজেরা যেমন পথভ্রষ্ট হয়েছে, তেমনি অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে'।[১]

২. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, لَا عَلَيْكَ أَنْ تَصْحَبَ إِلَّا مَنْ أَعَانَكَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ، 'আল্লাহ্কে স্মরণ করার ব্যাপারে যে তোমাকে সহযোগিতা করে, সে ব্যতীত অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা তোমার জন্য আবশ্যক নয়'।[২]

৪. হাতেম আল-আ'ছাম (রহঃ) বলেন, الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا فِي خَمْسٍ، إِطْعَامُ الطَّعَامِ إِذَا حَضَرَ الضَّيْفُ وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ، وَتَزْوِيجُ الْبِكْرِ إِذَا أَدْرَكَتْ، وَقَضَاءُ الدَّيْنِ إِذَا وَجَبَ، وَالتَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ إِذَا أَذْنَبَ– 'পাঁচটি ক্ষেত্র ছাড়া তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়। (১) মেহমান উপস্থিত হ'লে তাকে খাবার খাওয়ানো। (২) মৃতের দাফন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা। (৩) প্রাপ্ত বয়সে উপনীত কুমারী মেয়েকে বিবাহ দেওয়া। (৪) নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করা এবং (৫) পাপ করার সাথে সাথে সেই পাপ থেকে তওবা করা'।[৩]

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'হৃদয়কে সঞ্জীবিত করার চাবিকাঠি হ'ল, কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা, শেষ রাতে (ইবাদতে প্রভুর প্রতি) বিনীত হওয়া এবং পাপ পরিহার করে চলা। আর আল্লাহ্র রহমত হাছিলের সূত্র হ'ল, সৃষ্টিকর্তার ইবাদত ইহসানের[৪] সাথে সম্পাদন করা, তাঁর বান্দাদের উপকার সাধনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করা। রিযিক লাভের উপায় হ'ল, ক্ষমাপ্রার্থনা ও আল্লাহভীতির কাজে ব্যস্ত থাকা। মান-মর্যাদা লাভের চাবিকাঠি হ'ল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা। আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উপায় হ'ল, আশা-আকাঙ্ক্ষা কম করা। আর প্রত্যেক কল্যাণের চাবিকাঠি হ'ল- আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাতের কামনায় ব্যাকুল থাকা এবং প্রত্যেক অকল্যাণের মূল কারণ হ'ল, দুনিয়ার প্রতি মোহ ও দীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা' (مفتاح كل خير الرغبة في الله والدار الآخرة ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل)।[৫]

৬. ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয (রহঃ) বলেন, مِنْ أَعْظَمِ الِاغْتِرَارِ عِنْدِي التَّمَادِي فِي الذُّنُوبِ عَلَى رَجَاءِ الْعَفْوِ مِنْ غَيْرِ نَدَامَةٍ، وَتَوَقُّعُ الْقُرْبِ مِنَ اللهِ تَعَالَى بِغَيْرِ طَاعَةٍ، وَانْتِظَارُ زَرْعِ الْجَنَّةِ بِبَذْرِ النَّارِ، وَطَلَبُ دَارِ الْمُطِيعِينَ بِالْمَعَاصِي، وَانْتِظَارُ الْجَزَاءِ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَالتَّمَنِّي عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الْإِفْرَاطِ، 'আমার মতে সবচেয়ে বড় প্রতারণা হ'ল, পাপের কাজ অব্যাহত রেখে কোন অনুশোচনা ছাড়াই ক্ষমা পাওয়ার প্রত্যাশা করা, আল্লাহ্র আনুগত্য না করেই তাঁর নৈকট্য লাভের প্রতীক্ষায় থাকা, জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের ফসল প্রত্যাশা করা, পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত থেকে আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের মত মর্যাদা তালাশ করা, কোন আমল না করেই তার প্রতিদান লাভের প্রতীক্ষা করা এবং আল্লাহ্র সাথে সীমালঙ্ঘন-বাড়াবাড়ি করা সত্ত্বেও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা। অতঃপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করে বলেন,

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا * إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

'তুমি নাজাতের রাস্তা অবলম্বন না করেই নাজাত কামনা করছ, (তুমি কি জান না?) জাহায শুষ্ক ভূমিতে চলে না?'[৬]

৭. হিকাম বিন আমর আল-গিফারী (রাঃ) বলেন, أُقْسِمُ بِاللهِ، لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ رَتْقًا عَلَى عَبْدٍ، فَاتَّقَى اللهَ، يَجْعَلُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِمَا مَخْرَجًا، 'আল্লাহ্র কসম! যদি কোন বান্দার উপরে আকাশ-যমীন মিলিত করে দেওয়া হয়, আর সে যদি আল্লাহকে ভয় করে তাহ'লে আল্লাহ তাকে এতদুভয়ের মাঝ থেকে বের হয়ে আসার পথ সৃষ্টি করে দিবেন'।[৭]

৮. ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই জ্ঞানই (দ্বীনের) মূল স্তম্ভ এবং সবচেয়ে বড় আলোকবর্তিকা। কখনো কখনো (দ্বীনী জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে) বইয়ের পাতাগুলো উল্টানো নফল ছিয়াম, ছালাত, হজ্জ এবং জিহাদ অপেক্ষা উত্তম হয়ে থাকে। এমন অনেক মানুষ আছে, যে ইলম থেকে বিমুখ থাকার কারণে নিজের ইবাদতে প্রবৃত্তির অনুসরণে ডুবে থাকে। সে নফল ইবাদত করতে গিয়ে অনেক অকাট্য ফরয ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়। স্পষ্ট ওয়াজিবকে তরক করে তার ধারণাপ্রসূত উত্তম (?) কাজ করে (অথচ শরী'আতে সেটা উত্তম কাজ নয়)। হায়! যদি তার নিকটে সঠিক জ্ঞানের আলোকবর্তিকা থাকত, তাহ'লে অবশ্যই সে সঠিক পথের দিশা লাভ করত'।[৮]

---

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী, ১৩/২৮৯।
২. আবূদাঊদ, আয-যুহদ, পৃ. ১৪৩।
৩. আবূ নু'আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৮/৭৮।
৪. হাদীছে জিবরীলে রাসূল (ছাঃ) ইহসানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'তুমি এমনভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি যদি তাকে দেখতে না পাও, তাহ'লে (দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে) তিনি তোমাকে দেখছেন' (মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/২)।
৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, হাদীউল আরওয়াহ, পৃ. ৬৯।
৬. মাওইযাতুল মুমিনীন মিন ইহইয়াই উলূমিদ্দীন, পৃ. ২৯০।
৭. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৪/৯৪।
৮. ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের পৃ. ১১৩।

চা-কফি পানের উপকারিতা

চীনারা বিশ্বকে শিখিয়েছিল চা পান করতে, আর মধ্যপ্রাচ্যের বদৌলতে এসেছে কফি। পানি ছাড়া বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশী পান করা হয় যে দু'টি পানীয় তা হচ্ছে কফি আর চা। কফি উৎপন্ন হয় বিশ্বের অন্তত ৫০টি দেশে। ইদানীং বাংলাদেশেও কফি উৎপন্ন হচ্ছে। বিশ্বে ২২৫ কোটি কাপ কফি খাওয়া হয় প্রতিদিন। অন্যদিকে বাংলাদেশসহ কমপক্ষে ৬২টি দেশ চা উৎপাদন করে থাকে। ২৭৩ বিলিয়ন লিটার চা প্রতিদিন পান করা হয় বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী দেশে।

চা ও কফি গরম এবং ঠাণ্ডা দু'ভাবেই খাওয়া যায়। আবার পান করা হয় দুধ মিশিয়ে কিংবা দুধ ছাড়া। কফি হয় বিন থেকে আর চা পাতা থেকে। কফির যেমন কয়েকটি ধরন আছে, তেমনি চায়েরও আছে রকমফের। উভয়েরই পানে রয়েছে বিশিষ্টতা। অন্যদিকে উভয় পানীয়তেই রয়েছে বিশেষ কিছু গুণ, যা মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়ক।

মানুষের শরীরে রয়েছে ক্ষতিকারক ফ্রি র‍্যাডিক্যালস। যা দূর করতে সিদ্ধহস্ত চা আর কফি। উভয়ের মধ্যকার রাসায়নিক পদার্থ, যা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট নামে পরিচিত, ফ্রি র‍্যাডিক্যালসকে দূর করে থাকে অনায়াসে।

চা ও কফির অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের গ্লুকোজের মাত্রা কমাতে কিংবা স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে নিয়ন্ত্রণে থাকে ডায়াবেটিস।

বিভিন্ন ধরনের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে চা আর কফির। এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যেমন সক্রিয়, তেমনি ক্যাফেইনও। ফলে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের জটিল রোগ থেকে দূরে থাকা যায়।

এ দু'টি পানীয় অনেক ধরনের জটিল রোগের আক্রমণ থেকেও শরীরকে রক্ষা করে থাকে। এর মধ্যে একটি হ'ল পারকিনসন্স রোগ। এই রোগ মূলতঃ অকেজো করে ফেলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে। এ কারণে শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। গবেষণা বলছে, পারকিনসন্সের প্রাথমিক উপসর্গ দূর করতে বিশেষ কার্যকর ক্যাফেইন। অন্যদিকে, কফি কিংবা চা মস্তিষ্ককে এই রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলেই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

আলঝেইমার :

মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ বা নিউরোনকে আক্রমণ করে আলঝেইমার রোগ। এ কারণে স্মৃতিভ্রংশ হয়। এমনকি ভাবনার ধরন ও আচরণও বদলে যেতে থাকে। কফির অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এক্ষেত্রে বর্ম হিসাবে কাজ করে। এমনকি যেসব প্রোটিনের কারণে এই রোগ হয়, সেগুলো বিনষ্ট করে গ্রিন টি।

স্ট্রোক :

মস্তিষ্কের কোন অংশে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গেলে মূলতঃ স্ট্রোক হয়ে থাকে। ফলে দিনে অন্তত এক কাপ কফি বা চা পান এই আশঙ্কা কমায়। কফি মস্তিষ্কের প্রদাহ কমানোর পাশাপাশি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। আর কালো চা বা দুধ বিহীন চা রক্তচাপ হ্রাস করে, যা পরোক্ষভাবে স্ট্রোকের আশঙ্কা দূর করে।

যকৃৎ :

শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গ হ'ল যকৃৎ। এর সুস্থতায় বিশেষ ভূমিকা রাখে কফি। প্রতিদিন অন্তত তিন কাপ কফি যকৃতের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা, সিরোসিস বা ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। এমনকি এ ধরনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিকল্প ওষুধ হ'তে পারে কফি। কফিতে রয়েছে নানা ধরনের অন্তত শতাধিক রাসায়নিক যৌগ। বিজ্ঞানীরা এসব যৌগের বৈশিষ্ট্য আর কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে যকৃতের চিকিৎসায় কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে, তা নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ক্যান্সার :

স্তন ও প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধে কফি ও গ্রিন টি সহায়ক ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে সব ধরনের চা ডিম্বাশয় ও পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। পলিফেনলসহ চায়ের সব ধরণের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এক্ষেত্রে অনুঘটক হয়ে থাকে বলেই গবেষকদের ধারণা।

গলস্টোন :

গলব্লাডার বা পিত্তথলি মূলতঃ হজমপ্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। এখান থেকেই নিঃসৃত হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। ছোট্ট এই থলিতে যে পাথর হয়, তা বস্তুত জমাট বাঁধা কোলেস্টেরল স্ফটিক ও গলব্লাডারের অন্যান্য বস্তু। পাথর হ'লে ব্যথা হ'তে থাকে। সময়মতো চিকিৎসা না করালে নানা শারীরিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। কফি পিত্তথলিতে কোলেস্টেরলকে জমাট বেঁধে স্ফটিক হ'তে দেয় না। এতে পাথর হওয়ার আশঙ্কা হ্রাস পায়।

হৃৎপিণ্ড :

একসময় ধারণা করা হ'ত হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে বৈরিতা আছে চা ও কফির। এই দুই পানীয়ে থাকা ক্যাফেইন হার্টের ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু আধুনিক গবেষণা বলছে, ক্যাফেইন বরং হৃৎপিণ্ডের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে। গবেষণায় প্রকাশ, প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচ কাপ কফি পান করলে রক্তনালিতে ক্যালসিয়াম তৈরিতে বাধা সৃষ্টির ফলে হৃৎপিণ্ডের কোষে রক্তের প্রবাহ সচল রাখে। এতে হৃৎপিণ্ডের রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা কমে যায়।

অতিরিক্ত পানে ক্ষতি :

কফি ও চায়ের ক্যাফেইন অবশ্যই শরীরের পক্ষে ভাল। নানা রোগের আক্রমণ প্রতিহত করে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তবে অধিক চা ও কফি পান বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ শরীরে মাত্রাতিরিক্ত ক্যাফেইন অস্থিরতা বাড়ায়, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। এমনকি ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে হাড় দুর্বল আর ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

[সংকলিত]

বাড়ছে কাজুবাদামের ফলন, বাড়ছে নতুন উদ্যোক্তা

দাম না পেয়ে একসময় কাজুবাদামের গাছ কেটে ফেলেছিল পাহাড়ের অনেক কৃষক। সময়ের ব্যবধানে এখন সেই কাজুবাদাম চাষেই বেশী আগ্রহ তাদের। আর তাতে বছর ঘুরতেই পাহাড়ে বাড়ছে কাজুবাদামের ফলন। এদিকে কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাতের কোন প্রতিষ্ঠান বা কারখানা ছিল না বছর পাঁচেক আগেও।

চট্টগ্রামের উদ্যোক্তা শাকীল আহমাদের হাত ধরে এখন প্রক্রিয়াজাত কারখানা গড়ে তুলছেন নতুন নতুন উদ্যোক্তারা। এসব কারণে অপ্রচলিত কৃষিপণ্যটি দেশীয় চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানির সম্ভাবনাও দেখাচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায় অনাবাদী বা পতিত জমিতে কাজুবাদাম চাষের সম্ভাবনা দেখে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজুবাদামের আবাদ বাড়াতে মাঠপর্যায়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিচ্ছে। প্রক্রিয়াজাত কারখানার উদ্যোক্তাদের আইনীসহায়তাও দিচ্ছে মন্ত্রণালয়। উদ্যোক্তারা আশা করছেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী আবাদ এবং কারখানা গড়ে তোলা গেলে রপ্তানি আয়ে ভাল সম্ভাবনা দেখাবে এই অপ্রচলিত কৃষিপণ্য।

এ ব্যাপারে কৃষিমন্ত্রী মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক বলেন, কৃষিপণ্য বহুমুখীকরণের যে পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে, তাতে কাজুবাদামকে সম্ভাবনাময় ফসল হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কাজুবাদাম আবাদের জন্য চারা লাগানোসহ কৃষকদের সহায়তা করছে। আবার কারখানার উদ্যোক্তাদের আইনী সহায়তা দিচ্ছে।

পার্বত্য এলাকায় বহু আগেই কাজুবাদামের ফলন হ'ত। কাঁচা কাজুবাদাম থেকে খোসা ছাড়িয়ে প্রক্রিয়াজাত করার মতো কারখানা না থাকায় এই বাদামের কদর ছিল না। ২০১০ সালে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে চট্টগ্রামের উদ্যোক্তা শাকীল আহমাদের চোখে পড়ে এই বাদাম। ২০১০-১১ অর্থবছরে কাঁচা কাজুবাদামের একটি চালান রপ্তানির পরই কদর পেতে থাকে ফলনটি। এরপর কৃষকেরা চাষে আগ্রহী হন। ধীরে ধীরে ফলন বাড়তে থাকে। ২০১৮ সালে যেখানে ৯৬২ টন ফলন হয়, সেখানে ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩২৩ টনে। তিন পার্বত্য যেলার মধ্যে মূলত বান্দরবানে সবচেয়ে বেশী কাজুবাদামের ফলন হয়। আর খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটিতে সামান্য পরিমাণে আবাদ হয়।

বান্দরবান পার্বত্য যেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক এ কে এম নাজমুল হক বলেন, বান্দরবানে এখন ৮ লাখ ৬৯ হাযার কাজুবাদামের গাছ রয়েছে। প্রতিবছরই গাছের সংখ্যা বাড়ছে। তাই এখন যে উৎপাদন হচ্ছে, তা প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে বাড়বে। কৃষি মন্ত্রণালয় জানায়, কাজুবাদামের চাষ ছড়িয়ে দিতে গত মাসে ৫০ হাযার কাজুবাদামের চারা সংগ্রহের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ভারত বা ভিয়েতনাম থেকে এনে এই চারা লাগানো হবে। পার্বত্য এলাকার পাশাপাশি বরেন্দ্র অঞ্চলেও কাজুবাদাম চাষের প্রক্রিয়া চলছে।

২০১৬ সালে চট্টগ্রামের পতেঙ্গার কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাত করার প্রথম সমন্বিত কারখানা গড়ে তোলেন শাকীল আহমাদ। তারপর ২০১৭ সালে নীলফামারীতে 'জ্যাকপট কেশোনাট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড' নামের কারখানা গড়ে তোলেন উদ্যোক্তা শামীম আযাদ। পরবর্তীতে রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ বাযারের সম্ভাবনা দেখে এই খাতে যুক্ত হয়েছে ইস্পাত খাতের প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম গ্রুপ। এছাড়া যশোর, রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে কয়েকজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কাজুবাদাম প্রক্রিয়াজাত করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

দেশীয় উদ্যোক্তারা পার্বত্য এলাকা থেকে কাঁচা কাজুবাদাম সংগ্রহ করেন। বছরে একবার ফলন হওয়ায় একসঙ্গে পুরো বছরের বাদাম সংগ্রহ করতে হয়। ফলন বাড়লেও এখনো চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম। এজন্য কিছু উদ্যোক্তা কাঁচা কাজুবাদাম আমদানি করে প্রক্রিয়াজাত করতে চাইছেন। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা ভিয়েতনামের উদাহরণ দিচ্ছেন। কাজুবাদাম রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ ভিয়েতনাম বছরে ১৫ লাখ টন কাঁচা কাজুবাদাম আমদানি করে। আবার নিজেদের উৎপাদিত কাঁচা কাজুবাদামও প্রক্রিয়াজাত করে রপ্তানি করে। তবে এ দেশে কাঁচা কাজুবাদাম ও প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদামের শুল্ককর একই। এখন যেহেতু উদ্যোক্তারা কারখানা গড়েছেন, সেজন্য তাঁরা চাইছেন দেশীয় উদ্যোক্তাদের স্বার্থে শুল্কবৈষম্য দূর করা হোক। এজন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ও গত মার্চে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) চিঠি দেয়। তবে এনবিআরের পক্ষ থেকে এখনো কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

এ খাতে আরেক বাধা হ'ল, প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদামের শুল্কায়ন মূল্য এখনো অনেক কম। কাজুবাদাম কারখানার প্রথম উদ্যোক্তা শাকিল আহমাদ বলেন, ভিয়েতনামের মতো শূন্য শুল্কে কাঁচা কাজুবাদাম আমদানির সুযোগ দেওয়া উচিত উদ্যোক্তাদের। আবার প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম আমদানিতে শুল্ককর বাড়ানো ও দাম কম দেখানোর অবৈধ সুযোগ বন্ধ করতে হবে। তাহ'লে উদ্যোক্তারাই এই খাতকে এগিয়ে নিতে পারবেন।

কাজু বাদাম চাষ পদ্ধতি :

রোপন : বীজ ও কলম উভয় পদ্ধতিতেই কাজু বাদামের বংশ বিস্তার করা যায়। কলমের মধ্যে গুটি কলম, জোড় কলম, চোখ কলম ইত্যাদি প্রধান। কাজু বাদাম গাছ ৬০-৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচে এবং ৫০-৬০ বছর পর্যন্ত ফলন দেয়। বীজ থেকে পলি ব্যাগে চারা তৈরি করে কিংবা কলম প্রস্তুত করে জমিতে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের আগে ৭-৮ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে ১ ঘনমিটার আয়তনের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তে সবুজ সার এবং পরিমাণমত ইউরিয়া ও টিএসপি সার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে ১৫ দিন পর চারা লাগাতে হবে। চারা গজালে একটি সতেজ চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলতে হবে। বীজের পরিবর্তে চারা তৈরি করে নিয়েও রোপণ করা যায়। হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় চারার সংখ্যা ২৪৫-৩৩৫ টি।

সার : কাজু বাদাম গাছে খুব একটা সার দেয়ার প্রয়োজন হয় না। ভাল ফলনের জন্য প্রতি ফলন্ত গাছে গোবর ৪০ কেজি, ইউরিয়া ১ কেজি, টি.এস.পি. ১ কেজি এবং এম.পি.সার ১ কেজি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এছাড়া পাতা শোষক পোকা ও পাতা কাটা পোকা প্রভৃতি কাজু বাদামের ক্ষতি সাধন করে। তাই পরিমিত পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ করে কীটপতঙ্গ দমন করা যায়।

পরিচর্যা : আগাছা পরিষ্কার করা, মরা অপ্রয়োজনীয় ডাল ছাটাই করা এবং সাথী ফসল চাষ করা প্রয়োজন।

ফলন : চারা রোপণের পর গাছের বয়স তিন বছর হ'লে প্রথম ফুল এবং ফল আসে। নভেম্বর থেকে জানুয়ারী ফুল ফোটার সময়। এপ্রিল থেকে জুন (বৈশাখ-আষাঢ়) মাস কাজু বাদাম সংগ্রহকাল। গাছ থেকে সুস্থ ফল সংগ্রহ করে খোসা ছাড়িয়ে বাদাম সংগ্রহ করে তারপর ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে ভেজে প্যাকেটজাত করা হয়। সাধারণত একটি গাছ থেকে ৫০-৬০ কেজি ফলন পাওয়া যায়। ১ কেজি ফল প্রক্রিয়াজাত করে তা থেকে গড়ে ২৫০ গ্রাম কাজু বাদাম পাওয়া যায়। জাতভেদে ফলনের তারতম্য হয়ে থাকে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

শয়তান বলে

-মতীউর রহমান, মেহেরপুর।

শয়তান বলে, রেখো না দাড়ি এখন সময় নয়
মুখ ভরা দাড়ি দেখলে তোমায়
ক্ষ্যাত ক্ষ্যাত মনে হয়।
শয়তান বলে, এ বয়সে কি ছালাত পড়তে হয়?
বুড়ো হ'লে পরে দেখা যাবে সেটা
কেন এত সংশয়!
শয়তান বলে, চল নেশা করি
বন্ধুর সাথে সিগারেট ধরি
এই কিছু না একটু আধটু সুখটান বিনিময়!
এই বয়সে এটা খাওয়া তেমন ব্যাপার নয়!
শয়তান বলে, ছহীহ হাদীছে থাকলেই
কি মানা লাগে?
বাপ-দাদা কি তোমার এমন আমল
কখনো করেছে আগে?
শয়তান বলে, পায়জামা পরে
টাখনুর উপরে বোকা
সমাজ বোঝ না তুমি কি এখনো
সেদিনের ছোট খোকা?
শয়তান বলে, এখন তোমার মজা
লুটাবার ক্ষণ
খাও দাও ঘোরো যা ইচ্ছা করো
যখন যা চায় মন।
শয়তান বলে, ঘুষের টাকায় সবাই হচ্ছে বড়
তুমি কি এমন সাধু যে
বিনা উপরিতে ফাইল ছাড়?
শয়তান বলে, সূদটা আসলে তেমন হারাম নয়
সূদ ছাড়া কি এমন মানুষ আছে
এই দুনিয়ায়?
আর এটা তো সূদ নারে ভাই
ইন্টারেস্ট নামে চলে
খুঁজে খুঁজে দেখ ক'জন আছে
সূদহীনদের দলে?
তাছাড়া এটাতো লাভের অংশ
চাইলেই নেয়া যায়
জেনে দেখ সূদের পক্ষে
অধিকাংশের রায়।
শয়তান বলে, সমাজ দেবতা
সমাজই তোমার নতি
সবাই করছে তুমিও করলে কী
এমন হবে ক্ষতি?
শয়তান বলে, বল না এসব
চুপ করে দাও ফাঁকি
কেউ তো বলে না তুমি একা বলে
বিপদে পড়বে নাকি?
আল্লাহ বলেন, শোনরে মানুষ
তোমাদের ভালোবাসি
কুপথে টানিয়া শয়তান হাসে,
সুখের অট্টহাসি
সকল মন্দ কাজের নির্দেশ করে
মতলবি শয়তান
ভুলেও কখনো এসব কর না
সাবধান! সাবধান!

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

-মাখন চন্দ্র রায়
সহকারী শিক্ষক, ছাতিয়ানগড় স্কুল এণ্ড কলেজ
পাকেরহাট, খানসামা, দিনাজপুর।

শিক্ষা দিলেই হয় না শিক্ষক, থাকা চাই প্রশিক্ষণ
বি.এড করতে এসে সে জ্ঞান হ'ল মোর অর্জন।
সব কাজেতে প্রয়োজন আছে পরস্পরের সখ্যতা
তবেই বাড়বে তোমার-আমার পেশাগত দক্ষতা।
উপকরণ প্রশ্নোত্তর থাকবে কাজ দলীয়
শিক্ষক নন, শিক্ষার্থীরাই ক্লাসে থাকবে সক্রিয়।
রাঙা-চোখ আর বেত্রাঘাত মেধা বিকাশে অন্তরায়
শিশু-আদর ভালবাসায় সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিব পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী
শিখন-শিক্ষণ আচরণিক তবেই হবে স্থায়ী।
শিশুরা সব ফুলের চারা মোরা হ'লাম মালী
বিদ্যালয়ের ফুল বাগানে ফুল ফোটাবো খালি।

খুন ও ধর্ষণ

-মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম
কুলাঘাট, লালমণিরহাট।

পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলে হয়ে যাই পাগলপরা
খুন-ধর্ষণে ছেয়ে গেছে দেশ যাচ্ছে না লাগাম ধরা।
মানবতাবোধ আর লজ্জা-শরম হচ্ছে যেন বিলীন
ঈমান নামের বস্তুটা হয়ে যাচ্ছে লীন।
কত দিনে ক্ষান্ত হবে, এই সিমাহীন অপরাধ?
তবেই তো ফিরবে স্বস্তি মিলবে জাতির নাজাত।
সূদী-ঘুষখোর, খুনি-ধর্ষক, আরও আছে যত
এরা মানুষ নয়, ইতর প্রাণীর মত।
এই দোষী ব্যক্তিদের বিচার যদি দ্রুত করা হ'ত
তবেই দেশের এই অনাচার তড়িৎ কমে যেত।
দেশের যারা চালিকা শক্তি তাদের বলতে চাই
এই সমস্ত অপরাধীরা যেন ক্ষমা নাহি পায়।

স্বদেশ

বিচারকগণ যখন দুর্নীতির মাধ্যমে রায় বিক্রি করেন, তখন সাধারণ মানুষের আর যাওয়ার জায়গা থাকে না

-হাইকোর্ট

বিচার বিভাগ যদি ব্যর্থ হয়, তাহ'লে জনগণ বিকল্প উপায় খুঁজতে বাধ্য হবে, যেটি কল্পনাও করা যায় না বলে এক রায়ে উল্লেখ করেছেন হাইকোর্ট। আদালত বলেছেন, আমূল সংস্কার করে, দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে বিচার বিভাগকে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য ও আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সময় এসেছে এখন। গত বছরের ১১ ডিসেম্বর বিচারপতি আশরাফুল কামাল ও বিচারপতি রাজিক-আল-জলীল সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ঐ রায় দেন। ১৪৪ পৃষ্ঠার পূর্ণাঙ্গ রায়টি সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়।

রায়ে হাইকোর্ট বলেছেন, 'মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সর্বশেষ জায়গা তথা শেষ আশ্রয়স্থল হ'ল বিচার বিভাগ। যখন এই শেষ আশ্রয়স্থলের বিচারকগণ দুর্নীতির মাধ্যমে রায় বিক্রি করেন, তখন সাধারণ মানুষের আর যাওয়ার জায়গা থাকে না। তাঁরা হতাশ হন, ক্ষুব্ধ হন, বিক্ষুব্ধ হন এবং বিকল্প খুঁজতে থাকেন। তখন জনগণ মাস্তান, সন্ত্রাসী এবং বিভিন্ন মাফিয়া নেতাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাদের বিচার সেখানে চান।

আদালত সূত্র জানায়, নিজেদের কেনা সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকায় উঠে গেছে দাবী করে মামলাটি হয়েছিল। এ নিয়ে চার ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে ঢাকার কাকরাইলের সাড়ে ১৬ কাঠা জমি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকা থেকে বাদ দিয়ে ১৯৯৫ সালের ২৭শে নভেম্বর ঢাকার প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত রায় দেন। এর বৈধতা নিয়ে সরকারপক্ষ ২৪ বছর পর ২০১৯ সালে হাইকোর্টে পৃথক দু'টি রিট করে। চূড়ান্ত শুনানি শেষে সেটেলমেন্ট আদালতের ঐ সিদ্ধান্ত বাতিল করে হাইকোর্ট রায় দেন।

রায়কে অযৌক্তিক, অসৎ অভিপ্রায়, অসৎ উদ্দেশ্যে ও স্বেচ্ছাচারী বলে উল্লেখ করেছেন হাইকোর্ট। বলা হয়, 'পচা আপেল ভালো আপেলগুলো থেকে সরিয়ে ফেলো। কারণ একটি বাক্সে বা ঝুড়িতে একটি পচা আপেল অন্য আপেলগুলোকে নষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। সেহেতু বিচার বিভাগের সকল বিচারককে যদি দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হয়, তাহ'লে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে তা হ'ল, সকল দুর্নীতিবাজ বিচারককে অনতিবিলম্বে এবং দ্রুততার সাথে উপড়ে ফেলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। তা না হ'লে এসব নষ্ট বিচারক, পচা বিচারক এবং দুর্নীতিবাজ বিচারক ভালো বিচারকদের আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেলবে।

আদালত বলেছেন, আইনের শাসন ও বিচার বিভাগীয় দুর্নীতি পাশাপাশি চলতে পারে না। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী যদি দুর্নীতগ্রস্ত হন, তাহ'লে আইনের শাসন বই-পুস্তকে সীমাবদ্ধ থাকবে, এটি বাস্তব রূপ লাভ কখনোই করবে না।

রায়ে বলা হয়, ঢাকার তৎকালীন প্রথম সেটেলমেন্ট আদালত নযীরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং জালিয়াত চক্রকে বিনা দালীলিক এবং সাক্ষ্য ব্যতিরেকে হাযার কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় এবং জনগণের সম্পত্তি জালিয়াত চক্রের হাতে তুলে দেন।

বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যায় বিশ্বে দ্বিতীয় বাংলাদেশ

ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে খুলনার কয়রা উপযেলার একটি বাঁধ ভেঙেছিল গত ২০শে মে। এরপর পেরিয়েছে চার মাসের বেশি। বাঁধটি মেরামত হয়নি। কয়রা উপযেলা বঙ্গোপসাগরের কাছে। বাঁধ না থাকায় উপযেলার প্রায় ১০ হাযার মানুষের ঘরবাড়ি প্রতিদিনই জোয়ারের পানিতে ডোবে, আবার ভাটায় জেগে ওঠে। বাস্তুচ্যুত হয়ে সেখানকার অধিবাসীদের একাংশ প্রায় পাঁচ মাস ধরে বাঁধ ও সড়কে বাস করছেন। কয়রার সঙ্গে সারা দেশের বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা যোগ করলে অঙ্কটা বেশ বড়ই হবে। সুইজারল্যাণ্ডভিত্তিক সংস্থা ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টারের (আইডিএমসি) 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি: বছরের মধ্যবর্তী চিত্র' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ২৫ লাখ ২০ হাযার মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অভ্যন্ত রীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

গত বছরের পুরো সময়ে সংখ্যাটি ছিল ৪১ লাখ ৭০ হাযার। প্রতিবেদনটি গত ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। এতে উল্লেখ করা হয়, নিজ দেশের ভেতরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষের সংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। এক নম্বরে ভারত। দেশটিতে আলোচ্য সময়ে ২৬ লাখ ৭০ হাযার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়। অবশ্য এখানে মাথায় রাখা দরকার যে ভারতের জনসংখ্যা ১৩৫ কোটির বেশি। আর বাংলাদেশের ১৬ কোটি। সে হিসাবে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে প্রথম অবস্থানে আছে।

এক ট্রেনেই যাওয়া যাবে সুন্দরবন

এবার এক ট্রেনেই যাওয়া যাবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবনে। এ লক্ষ্যে সুন্দরবন পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। রেলপথ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, যশোরের নাভারণ থেকে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপযেলার মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করা হবে। মুন্সিগঞ্জ হচ্ছে সুন্দরবনেরই একটি পয়েন্ট। মুন্সিগঞ্জের চুনা নদীর ওপারেই সুন্দরবনের গভীর বনাঞ্চল। এ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাযার ৬৬২ কোটি ২৪ লাখ টাকা। ২০২৪ সালের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। নাভারণ থেকে মুন্সিগঞ্জ গ্যারেজ পর্যন্ত রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য হবে ৯৮.৪২ কিলোমিটার।

যশোরের নাভারন থেকে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত থাকবে ৮টি স্টেশন। এগুলো হ'ল- নাভারণ, বাগআঁচড়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা, পারুলিয়া, কালিগঞ্জ, শ্যামনগর ও মুন্সিগঞ্জ। ব্রডগেজের এ রেললাইনের যাত্রীবাহী ট্রেনের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার। তবে একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় আছে প্রকল্পের কাজ। রেলপথটি নির্মাণে চীনসহ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী খোঁজা হচ্ছে।

কোটি টাকার ঘুষ প্রস্তাব : দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন পুলিশের এসআই আনোয়ার

১ কোটি টাকার ঘুষের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে প্রায় ২০ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ উদ্ধার করে ব্যতিক্রমী এক উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সদরঘাট থানার এসআই আনোয়ার হোসাইন। প্রচলিত ধারণা পাল্টে দিয়ে পুলিশ বাহিনীতে সততার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে সমগ্র চট্টগ্রামে এখন তিনি আলোচিত ব্যক্তিত্ব।

গত ৮ই এপ্রিল রাত ১১-টায় চট্টগ্রাম মহানগরীর সদরঘাট থানাধীন এলাকায় ইলেক্ট্রনিকস পণ্যের আড়ালে বিপুল পরিমাণ চোরাচালান পণ্য পাচার হওয়ার গোপন সংবাদ পান সদরঘাট থানার এসআই আনোয়ার হোসাইন। তিনি সেখানে গিয়ে তল্লাশির চেষ্টা করলে তারা নানাভাবে বুঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আনোয়ার কর্মচারীদের কথায় কর্ণপাত না করে তল্লাশি চালানোর প্রস্তুতি নেন। পরে কোম্পানীর মালিক তাকে ফোন করে সমঝোতার প্রস্তাব দেন যে,

কার্টুন তল্লাশি না করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার বিনিময়ে ১ কোটি টাকা দেওয়া হবে।

কোটি টাকা ঘুষের প্রস্তাব পেয়ে তিনি নিশ্চিত হন যে, এখানে অনেক বেশি টাকা মূল্যের চোরাচালানী পণ্য আছে। তিনি কালবিলম্ব না করে চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনারকে ঘটনাটি অবহিত করেন। অতঃপর উদ্ধার করা হয় প্রায় ২০ কেজি ওযনের সোনার বার ও স্বর্ণালংকার। যার মূল্য প্রায় ২০ কোটি টাকা। তার সততায় মুগ্ধ হয়ে গত ১লা অক্টোবর পুলিশ কমিশনার আনোয়ারের প্রশংসা করে তাকে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করার ঘোষণা দেন।

সততার নযীর স্থাপনকারী এসআই আনোয়ার এক পুত্র ও এক কন্যাসন্তানের জনক। কিছুদিন পূর্বে তিনি ওমরাহ পালন করে ফিরেছেন। তবে আগে থেকেই তিনি সৎ ও নিষ্ঠাবান পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে সবার কাছে পরিচিত।

[আল্লাহ তার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন। আমরা অন্যান্য পুলিশ সদস্যদেরকেও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণের আহ্বান জানাই (স.স.)]।

হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায় : ধর্ষণ মামলায় মেডিক্যাল রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়

ডাক্তারী পরীক্ষা নয়-পারিপার্শ্বিক বিষয় বিবেচনা করে ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর শাস্তি বহাল রাখলেন হাইকোর্ট। বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রেজাউল হকের ডিভিশন বেঞ্চ গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী এ রায় দেন। সম্প্রতি পূর্ণাঙ্গ এ রায় সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে বিচারিক আদালতে যাবজ্জীবন সাজা দেয়া হয়েছিল এক আসামীকে। এ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেন আসামী। শুনানি শেষে আসামীপক্ষের আবেদন খারিজ করে দিয়ে আদালত উপরোক্ত রায় দেন। এ রায়কে 'যুগান্তকারী' বলে আখ্যায়িত করেছেন আইনজীবীরা। রায়ে বলা হয়, 'শুধু ডাক্তারী পরীক্ষা না হওয়ার কারণে 'ধর্ষণ প্রমাণ হয়নি' বা 'আপিলকারী ধর্ষণ করেনি' এ অজুহাতে আসামী খালাস পেতে পারে না।

বিদেশ

তিন বছরে হাযার হাযার মসজিদ ভেঙেছে চীন

সরকারী নির্দেশে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশেই শুধুমাত্র কয়েক হাযার মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। বলপূর্বক ধর্মীয় কাজকর্ম বন্ধ রাখার পাশাপাশি, সেখানে অন্তত ১০ লক্ষ মুসলিমকে বন্দী করে রাখা হয়েছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। অস্ট্রেলিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পলিসি ইনস্টিটিউট (এএসপিআই)-এর একটি রিপোর্টে এমনই দাবী করা হয়েছে। এটি সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং অস্ট্রেলীয় প্রতিরক্ষা দফতরের অনুমোদন প্রাপ্ত থিঙ্কট্যাঙ্ক সংস্থা। স্যাটেলাইট ইমেজ দেখে এবং চীনা সরকারের নির্দেশে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তুলে ধরে এমন দাবী করেছে তারা।

এএসপিআই জানিয়েছে, সাম্প্রতিক কালে জিনজিয়াং প্রদেশে প্রায় ১৬ হাযার মসজিদ ধ্বংস করেছে চীন সরকার। ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বহু মসজিদ। অনেক মসজিদ আবার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে। এর মধ্যে গত তিন বছরেই অধিকাংশ মসজিদ ভাঙা হয়েছে। শহুরে এলাকা উরুমচি এবং কাশগড়েই সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মসজিদ ভাঙার ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

এত কিছুর পরেও হাতে গোনা যে ক'টি মসজিদ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের অধিকাংশেরই চূড়া এবং গম্বুজ ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে। এএসপিআইয়ের এই রিপোর্ট সত্য বলে প্রমাণিত হ'লে, ১৯৬০ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জেরে চীনে যে জাতীয়বাদী ভাবাবেগের উত্থান ঘটে, তার পর থেকে এই প্রথম সেখানে মসজিদের সংখ্যা এত নীচে গিয়ে ঠেকেছে।

তবে নির্বিচারে মসজিদ ভাঙা হ'লেও, জিনজিয়াং প্রদেশে কোনও গির্জা এবং বৌদ্ধ মন্দিরের উপর একটি আঁচড়ও পড়েনি বলে দাবী করেছে তারা। শুধু তাই নয়, সবমিলিয়ে উইঘুর এবং তুর্কী ভাষাভাষী ১০ লক্ষের বেশী মুসলিমকে দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি করে রাখা হয়েছে বলেও দাবী করা হয়েছে ঐ রিপোর্টে।

তবে শুরু থেকেই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে বেজিং। তাদের দাবী, জিনজিয়াং প্রদেশে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেন সাধারণ মানুষ। ডিটেনশন ক্যাম্পে মুসলিমদের বন্দি করার অভিযোগও উড়িয়ে দিয়েছে চীন। তাদের দাবী, উগ্রবাদী চিন্তা-ভাবনা দূর করতে এবং দরিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে ঐ শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

প্রতি ১৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হচ্ছে ভারতে

ভারতে প্রতি ১৬ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়। সম্প্রতি দ্য ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি) একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, সেদেশে প্রতি ১৬ মিনিটে অন্তত একজন নারী ধর্ষিতা হয়। প্রতি ঘন্টায় একটি মেয়েকে যৌতুকের জন্য তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খুন করে। এনসিবির ঐ রিপোর্টে আরও প্রকাশ পেয়েছে, প্রতি চার মিনিটে ভারতে একটি মেয়ে তার শ্বশুরবাড়ির লোক অথবা স্বামীর হাতে নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা হয়। দেশটিতে প্রতি দু'দিনে একজন মেয়ের ওপর অ্যাসিড আক্রমণ হয়। রেকর্ড এমনও বলছে, প্রতি ৩০ ঘন্টায় ভারতে অন্তত একজন মেয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়। আর প্রতি দু'ঘণ্টায় অন্তত একটি মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রতি ৬ মিনিটে ভারতে একটি মেয়েকে অন্তত যৌন হেনস্থা করার চেষ্টা করা হয়। রিপোর্টে নারী পাচার সম্পর্কে বলা হয়েছে, ভারতে প্রতি চার ঘন্টায় অন্তত একটি মেয়ে পাচার হয়ে যায়।

বাবরী মসজিদ ভাঙেনি কেউ! মামলায় সবাই খালাস

সময় লেগেছে ২৮ বছর। ছিল সাড়ে আটশো সাক্ষী। দেখা হয়েছে সাত হাযারের বেশী দলিলপত্র, ছবি আর ভিডিও টেপ। এত কিছুর পর ভারতের উত্তর প্রদেশের লাক্ষ্ণৌ-এর বিশেষ আদালত ষোড়শ শতকের এই বাবরী মসজিদ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য কাউকে দোষী বলে খুঁজে পায়নি। অযোধ্যায় এই মসজিদটিতে হামলা চালিয়েছিল কিছু উচ্ছৃঙ্খল সমাজবিরোধী লোক। যে মামলায় ৩২ জন জীবিত অভিযুক্ত, তাদের মধ্যে ছিলেন সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী এল কে আদভানী সহ অনেক সিনিয়র বিজেপি নেতা। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রদত্ত রায়ে এদের সবাইকে খালাস দেয়া হয়েছে। আদালত বলেছে, ১৯৯২ সালে এই মসজিদটি ধ্বংস করেছে অচেনা 'সমাজ-বিরোধীরা' এবং এই হামলা পূর্ব-পরিকল্পিত ছিল না।

অথচ মসজিদটি ধ্বংস করা হয়েছিল মাত্র চার ঘন্টায় হাযার হাযার মানুষের চোখের সামনে। গত বছর ভারতের সুপ্রিম কোর্টও বলেছিল, এটি ছিল এক 'সুপরিকল্পিত ঘটনা' এবং 'আইনের শাসনের এক গুরুতর লঙ্ঘন'। তারপরও আদালত এরকম রায় দিয়েছে।

এর ফলে দীর্ঘ ২৮ বছর পর বাবরী মসজিদ মামলার রায়ে বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন লালকৃষ্ণ আদভানী, মুরলি মনোহর যোশী, কল্যাণ সিং, উমা ভারতী সহ ৩২ জন অভিযুক্ত। রায়ের পর স্বাভাবিকভাবেই ভারতের শাসক দল বিজেপির পক্ষ থেকে রায়কে স্বাগত জানানো হয়েছে। তবে কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিরোধী নেতারা।

ভারতের তৃণমূল কংগ্রেস সংসদ সদস্য সৌগত রায় বলেন, ‘এখন তো আদালতের সব রায়ই শাসকদলের পক্ষে হচ্ছে। রাম জন্মভূমির ব্যাপারেও হয়েছে। আমি ভাবছিলাম এমনটাই হবে’।

কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য বলেন, ‘এই রায় প্রত্যাশিতই ছিল। বিজেপি বিরোধী দলগুলোকে বলব, ভারতের ঐক্য সংহতি বিসর্জন দিয়ে যারা ভারতে একটি বিশেষ ধর্মের দেশ বলে চিহ্নিত করতে চান, তাঁদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন’। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, মোদী-শাহের রাজত্বে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সরকার যা চাইছে সেই পথেই রায় বেরোচ্ছে। এতে দেশের মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যাচ্ছে।

কলকাতার দৈনিক ‘বর্তমান’ পত্রিকার সম্পাদক হিমাংশু সিংহ ‘বিচারের বাণী নীরবে নয়, আজ সশব্দে কাঁদছে’ শিরোনামে প্রকাশিত তার নিবন্ধে লিখেছেন, ‘রায় ঘোষণার সময় বাড়িতে আগাগোড়া কন্যা প্রতিভার হাত চেপে বসে থাকা আদভানীজির বয়স আজ ৯২। আর যোশিজির ৮৬। তিন দশক বড় কম সময় নয়। কথায় বলে, ‘জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড’। একটা বিচার করতেই যদি এতটা সময় লাগে এবং শেষে সব অভিযুক্তই ছাড়া পেয়ে যায়, তাহলে নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা অটুট থাকবে তো? নাকি আস্থা হারিয়ে অন্ধকার জগতে হারিয়ে যাবে মানুষ?’

উল্লেখ্য উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সেসময় যে তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল তার প্রধান সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি লিবারহান এ রায়ের প্রেক্ষিতে বলেন, রিপোর্টে আমার সিদ্ধান্ত ছিল বাবরী ভাঙার পিছনে আদভানী, জোশী, উমা ভারতী সহ অন্যান্যদের চক্রান্ত কাজ করেছে। আমি এখনো তা বিশ্বাস করি। বিস্তারিত পরিকল্পনা করে বাবরী ভাঙা হয়েছিল। উমা ভারতী ভাঙার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কোনো অদৃশ্য শক্তি মসজিদ ভাঙেনি, মানুষই তা ভেঙেছিল।

লিবারহান বলেন, ‘আমার তদন্ত রিপোর্ট ঠিক ছিল। আমি সৎ থেকেছি। যা ঘটেছিল তার সত্য বিবরণ দিয়েছি। আমার কাছে উমা ভারতী দায় স্বীকার করেছিলেন। এখন যদি বিচারক বলেন, তিনি নির্দোষ, সেখানে আমি কী করব?

[বিচার ব্যবস্থার এই ভঙ্গুর দশা ভারতের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের বার্তা নিয়ে এসেছে। এ মুহূর্তে প্রয়োজন হুজুগে লোকদের হাত থেকে বিচক্ষণ লোকদের হাতে ভারতের শাসনব্যবস্থা অর্পণ করা। প্রচলিত গণতন্ত্রে সেটা সম্ভব হবে কি-না সন্দেহ। তবুও সেদেশের দূরদর্শী নেতাদের এগিয়ে আসা কর্তব্য। যাতে অন্ততঃ বিচার বিভাগটা রক্ষা পায় (স.স.)]

মুসলিম জাহান

মুসলিম ঐতিহ্যের দেশ আজারবাইজান

পাহাড়-পর্বত, নদী, সাগর ও সবুজ ভূমি বেষ্টিত দেশ আজারবাইজান এশিয়া মহাদেশের একটি সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র। যা দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চলের সর্ব পূর্বে অবস্থিত রাষ্ট্র। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে এটি ককেশীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। দেশটির উত্তরে রাশিয়া, পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে ইরান, পশ্চিমে আর্মেনিয়া, উত্তর-পশ্চিমে জর্জিয়া। দেশটিতে রয়েছে তেল, গ্যাস ও লোহার মতো মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। তবে তেলশিল্পের ওপরই টিকে আছে দেশটির অর্থনীতি। রাজধানী বাকুর তেলক্ষেত্রগুলো বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তেলক্ষেত্র হিসাবে গণ্য।

আজারবাইজানের ১০ কোটি জনসংখ্যার ৯৬.৯ শতাংশই মুসলিম। তাদের মধ্যে ৮৫ শতাংশ শী‘আ। ইরানের পর এটিও সর্বাধিক শী‘আ অধ্যুষিত দেশ। হিজরী প্রথম শতকেই আজারবাইজানে ইসলামের আগমন ঘটে। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর সময়ে আজারবাইজানে ইসলামের জয়যাত্রা শুরু হয়। উৎবা ইবনে ফারকাদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান, মুগীরা ইবনে শু‘বা, সুরাকা ইবনে আমর (রাঃ) সহ বহু ছাহাবী-তাবেঈ সেখানে অভিযানে গমন করেন। ফলে আজারবাইজানের অধিকাংশ ভূমি ইসলামী খেলাফতের অধীনে চলে আসে। ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে এ অঞ্চলে। মাত্র এক শতকের ব্যবধানে ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মে পরিণত হয়। এরপর উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে এ অঞ্চলের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকে। হিজরী পঞ্চম শতকে আজারবাইজান সেলজুকদের শাসনাধীন হয়। এসময় এই অঞ্চলে প্রথমে ছূফীবাদ, তারপর শী‘আ মতবাদের বিস্তৃতি ঘটে। সেলজুকদের পর দেশটি উছমানীয় খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আঠারো শতকের শেষভাগে প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকদের দুর্বলতা প্রকাশ পেতে থাকলে রাশিয়া তাদের ওপর চড়াও হয়। অতঃপর ১৮০১ ও ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে দুই দফা হামলা করে রাশিয়া ও জর্জিয়া, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বিস্তৃত ভূমি দখল করে নেয়। এর পূর্ণ ভূমি রাশিয়া পুরোপুরি দখল না করলেও এই অঞ্চলের মুসলিম শাসকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধ উসকে দিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হ’ত। অবশেষে ১৯২০ সালে রাশিয়া আজারবাইজানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

এসময় সব ধরনের ধর্মচর্চার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এসময় দেশটিতে মসজিদের সংখ্যা দুই হাযার থেকে মাত্র ১৬-তে নেমে আসে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে আজারবাইজান।

বর্তমানে দেশটিতে ধর্মীয় প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে। একই সঙ্গে মসজিদ ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পুরো আজারবাইজানে মাত্র একটি মাদ্রাসা ছিল। ২০০০ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩০-এ। যার মধ্যে সরকার অনুমোদিত ৩০টি মাদ্রাসাও রয়েছে। সম্প্রতি দেশটির সরকার ঘোষণা করেছে ২০২১ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

উড়ে উড়ে ডাক্তার পৌঁছে যাবেন রোগীর কাছে!

ইংল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এক গ্রামে ১০ বছরের একটি মেয়ে পাহাড় থেকে পড়ে মারাত্মক আহত হয়। তাৎক্ষণিক চিকিৎসা দরকার হয় মেয়েটির। প্রযুক্তিবিদ রিচার্ড ব্রাউনিং এ খবর পান। পরে নেন বিশেষ একটি বৈদ্যুতিক স্যুট। স্যুটটির সুইচ চালু করার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ৯০ সেকেন্ডে ডাক্তারসহ উঁচু পর্বতের ওপর দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যান তিনি। অনেকে এটা কল্পনা ভাবলেও আসলে এটি যুক্তরাজ্যের গ্রাভেটি ইন্ডাস্ট্রি নামে একটি প্রযুক্তি কোম্পানির উদ্যোগ। কোম্পানিটি ডাক্তারদের জন্য আবিষ্কার করেছে এমনই এক জেট স্যুট। পাহাড়ি বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসা পৌঁছে দিতেই তাদের এ উদ্যোগ।

আহত বা অসুস্থ রোগীর কাছে দ্রুত ডাক্তার পৌঁছালে রোগীর সেরে ওঠার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। গ্রাভেটি ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগটির কার্যকারিতা যাচাই করতে প্রথমবারের মতো পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়া মেয়েটির চিকিৎসা দিতে যান প্যারামেডিকরা।

প্রতিনিষ্ঠানটি জানায়, স্যুটটি ঘণ্টায় ৫১ কিলোমিটার বেগে ১২ হাযার ফুট ওপর দিয়ে উড়তে পারে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

সুধী সমাবেশ

কক্সবাজার ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার চকোরিয়া থানাধীন ভাঙ্গারমুখ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার। এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান, চকোরিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন ও সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহীম খোকন।

অতঃপর বাদ মাগরিব উক্ত মেহমানদের উপস্থিতিতে যেলার ঈদগাঁও থানাধীন ইদগাঁও কলেজ গেইট মসজিদে থানা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঈদগাঁও থানা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি রেযাউল করীম ও সাধারণ সম্পাদক যয়নুল আবেদীনসহ যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ।

উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বেলা ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত উত্তর পতেঙ্গার স্টিল মিল বাজারস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা-এর পাঁচ তলা নতুন ভবন নির্মাণের কাজ উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র কমপ্লেক্স-এর উপদেষ্টা ডা. হোসাইনুল করীম মামূন ও মুহাম্মাদ মুহীউদ্দীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আরজু হোসাইন সাব্বির কুরআন তেলাওয়াত করেন অত্র মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানার ভাইস প্রিন্সিপাল হাফেয রিয়াযুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, উদ্বোধন শেষে অত্র কমপ্লেক্স মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেন ডঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। জুম'আ পরবর্তী সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে কেন্দ্রীয় মেহমান ডঃ সাখাওয়াত হোসাইন চট্টগ্রামের মত প্রতিকূল জায়গায় এই মারকাযের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সকলকে নতুন ভবন নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, বাদ আছর একই মসজিদে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রশিক্ষণমূলক বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

ভোলা ৫ই অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের হোটেল রয়েল প্যালেসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ভোলা যেলা কর্ম পরিষদ গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অলী হাসান। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ মুফীযুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ কামরুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কর্মপরিষদ গঠন করা হয়। অতঃপর বাদ এশা শহরের রারীবাড়ী আদর্শ একাডেমী রোডে তা'লীমুল কুরআন মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য কাযী মুহাম্মাদ হারূণুর রশীদ, ঢাকা দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা তাসলীম সরকার ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন। পরদিন ৬ই অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল ৭-টায় শহরের হোটেল রয়েল প্যালেসে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নবগঠিত যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুল ইসলাম সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ

দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী ১৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ৯-টা হ'তে যেলার বাগমারা উপযেলাধীন হাট দামনাশ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দামনাশ এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। দামনাশ এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা খুশবর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আফযাল হোসাইন, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি যিল্লুর রহমান, সহ-সভাপতি বুলবুল ইসলাম, বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ নিযামুল হক, 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন সরদার, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবু রায়হান ও 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুছ ছামাদ।

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ২৪শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার পাঁজরভাঙ্গা এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ ও যেলার নহনা কালুপাড়া শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার আলী প্রমুখ।

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ২৮শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মান্দা থানাধীন জামদই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার জামদই-বৈলশিং এলাকার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জামদই এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল জলীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি

মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, বৈলশিং এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ তাছিরুদ্দীন, জামদই এলাকার প্রচার সম্পাদক নাজীবুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জুয়েল মাহমূদ ও যেলা 'সোনামণি' পরিচালক জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

আলোচনা সভা

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩রা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার ও বিক্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও উপদেষ্টা মাওলানা আবুল হোসাইন প্রমুখ।

মাসিক ইজতেমা

পশ্চিম সিংগা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১৭ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন পশ্চিম সিংগা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। শিবপুর ফজরিয়া ফাযিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান ও যেলা 'আল-'আওনে'র সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দগঞ্জ উপযেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল লতীফ প্রধান, কোচাশহর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু সুফিয়ান মণ্ডল, চাঁদপাড়া দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ শাহজাহান সরকার ও ডা. মুমিনুল ইসলাম রুবেল প্রমুখ।

বজরপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ৩০শে সেপ্টেম্বর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর থানাধীন বজরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ৪ঠা অক্টোবর রবিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ধুরইল সোনারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল বারী, মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কাসেম প্রমুখ।

বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন

গাইবান্ধা-পশ্চিম ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সহযোগিতায় গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম হিসাবে যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার মহিমাগঞ্জে ৪টি, চরবালুয়ায় ৪টি, ধুন্দিয়ায় ৩টি, শ্রীমুখে ১টি, ফুলবাড়ীতে ২টি ও তেলিপাড়ায় ১টি এবং পলাশবাড়ী থানার বাঁশকাটায় ১টি টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়। উক্ত টিউবওয়েল বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন, যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক রাফিউল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র সাধারণ সম্পাদক ছাদ্দাম হোসাইন। উক্ত টিউবওয়েল ও টয়লেট সমূহ ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বসানো হয়।

জামালপুর ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহযোগিতায় জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম হিসাবে যেলার সদর থানায় ১টি, মাদারগঞ্জ থানায় ৪টি ও সরিষাবাড়ী থানায় ৫টি টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়। উক্ত টিউবওয়েল বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ বযলুর রহমান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবূ মূসা, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মনযূর রহমান, সহ-সভাপতি মাহফূযুর রহমান প্রমুখ। উক্ত টিউবওয়েলগুলো ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বসানো হয়।

গাইবান্ধা-পূর্ব ১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহযোগিতায় গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম হিসাবে যেলার সাঘাটা থানার কানাইপাড়া, গাড়ামারা ও ফাযিলপুর চরে ৯টি টিউবওয়েল ও ২টি টয়লেট সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উক্ত টিউবওয়েল ও টয়লেট সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মাওলা ও সাঘাটা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান প্রমুখ। উক্ত টিউবওয়েল ও টয়লেট সমূহ ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই অক্টোবরের মধ্যে বসানো হয়।

লালমণিরহাট ২১শে সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ৮-টায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সহযোগিতায় লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে যেলার সদর থানায় ২টি, আদিতমারী থানায় ৪টি, কালীগঞ্জ থানায় ৩টি, হাতীবান্ধা থানা ৩টি ও পাটগ্রাম থানায় ৩টি টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়। উক্ত টিউবওয়েল বিতরণ কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মান্নান, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল কাদের, আদিতমারী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মশিউর রহমান, কালীগঞ্জ উপযেলার অর্থ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম, হাতিবান্ধা উপযেলার সাধারণ সম্পাদক তৈয়ব আলী প্রমুখ। উক্ত টিউবওয়েলগুলো ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে বসানো হয়।

যুবসংঘ ও আল-'আওন

যুবসংঘ (২০২০-২২ সেশন) ও আল-'আওন (২০২০-২১ সেশন)-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন

১. মহাদেবপুর, নওগাঁ ১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার মহাদেবপুর থানাধীন সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আল-'আওন'-এর যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, দফতর সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও ডা. শাহীনুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি এবং ডা. শাহীনুর রহমানকে সভাপতি ও মীযানুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আল-'আওনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২. মণিপুর বাযার, গাযীপুর ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার মণিপুর বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ গাযীপুর যেলা 'যুবসংঘ' ও 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল, বর্তমান ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুন নূর ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও মারকায এলাকা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক নাবিল আহমাদ। অনুষ্ঠানে শরীফুল ইসলাম-১ কে সভাপতি ও সাঈদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি এবং আলম হোসাইনকে সভাপতি ও মাহবূবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩. শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রংপুর ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন শেখ জামালুদ্দীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ' ও 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুছতফা সালাফী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুখতারুল ইসলাম, আল-'আওনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও রাজশাহী মারকায এলাকা 'যুবসংঘে'র প্রশিক্ষণ সম্পাদক জাহিদ। অনুষ্ঠানে আব্দুন নূরকে সভাপতি ও হেলালুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি এবং মশিউর বিন মাহতাবকে সভাপতি ও মেহেদী হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪. আরামনগর, জয়পুরহাট ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আল-'আওনে'র জয়পুরহাট যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে যেলা শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। অনুষ্ঠানে নাজমুল হককে সভাপতি ও মুশতাক আহমাদ সারোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি এবং আমীনুল ইসলামকে সভাপতি ও হেদায়াতুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আল-'আওনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫. শাসনগাছা, কুমিল্লা ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুঈনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আব্দুস সাত্তারকে সভাপতি ও ওয়ালিউল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি এবং ডা. শাহেদ হাসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইউসুফ রণিকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আল-'আওনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬. বাঁকাল, সাতক্ষীরা ২৪শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া মাদ্রাসায় 'যুবসংঘ' ও 'আল-'আওনে'র সাতক্ষীরা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুজাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ আজমাল ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির। অনুষ্ঠানে নাজমুল আহসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি এবং সাঈদুর রহমানকে সভাপতি ও তানযীমকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭. জিরানী পুকুরপাড়, সাভার, ঢাকা-উত্তর ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় ঢাকার সাভার থানার অন্তর্গত জিরানী পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ঢাকা-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন ও 'আল-'আওনে'র নতুন কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ এবং প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাহরাইনের আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টারের দাঈ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-আরাফাতকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইলিয়াসকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি এবং ডা. তাশরীফকে সভাপতি ও আমজাদ হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৮. বংশাল, ঢাকা-দক্ষিণ ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ এশা ঢাকার বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা 'যুবসংঘ' ও 'আল-'আওন'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আহসানের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ ও আল-'আওনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ এবং প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফকে সভাপতি ও আব্দুর রাযযাককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি এবং আল-আমীনকে সভাপতি ও মাহমূদুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আল-'আওনের কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৯. মিলনবাজার, মাদারগঞ্জ, জামালপুর-দক্ষিণ ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় মিলনবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'যুবসংঘ' ও আল-'আওনের যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক আব্দুল বাছীর। অনুষ্ঠানে মঞ্জুরুল ইসলামকে সভাপতি ও জাহাঙ্গীর আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি এবং মুহাম্মাদ আব্দুল আলীমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

১০. কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ২৬শে সেপ্টেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার কাঞ্চন বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ' ও 'আল-'আওন'-এর কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আব্দুন নূর ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাহিদ এবং প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ইমরান হাসান আল-আমীনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রবীউল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি এবং আবূ নাঈম মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আযীযুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-'আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

সোনামণি

ধুরইল, মোহনপুর ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর থানাধীন ধুরইল হাফিযিয়া মাদ্রাসায় 'সোনামণি' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল বাছীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী মহানগর 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

ছয়ঘরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া ফছীহুদ্দীন হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানা সংলগ্ন মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক হাফেয ওবায়দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও যেলা 'আল-'আওনে'র সভাপতি দেলোয়ার হোসাইন।

শংকরপুর, পাবনা ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন শংকরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদের উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাসান আলী।

জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার বাগাতিপাড়া উপযেলাধীন জামনগর ঘোষপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জামনগর ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মুহাম্মাদ আকরামুযযামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও রাজশাহী মহানগর 'সোনামণি'র পরিচালক আবু রায়হান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রাসেল।

মৃত্যু সংবাদ

প্রখ্যাত সীরাত গবেষক
প্রফেসর ড. ইয়াসীন মাযহার ছিদ্দীকী-এর মৃত্যু

আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত সীরাত গবেষক প্রফেসর ড. ইয়াসীন মাযহার ছিদ্দীকী (৭৬) গত ১৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু ছাত্র, গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। আলীগড় শহরে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রফেসর ছিদ্দীকী ১৯৪৪ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে দারুল উলূম নাদওয়াতুল ওলামা, লাক্ষ্ণৌ থেকে 'আলেম' এবং ১৯৬০ সালে লাক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি থেকে 'ফাযেলে আদব' ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর দিল্লীর জামে'আ মিল্লিয়া ইসলামিয়াহ থেকে বি.এ (অনার্স) ও এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি আলীগড় ইউনিভার্সিটি থেকে এম.ফিল এবং ১৯৭৫ সালে সেখান থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে রিসার্চ এসিস্ট্যান্ট হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তিনি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে রীডার (সহযোগী অধ্যাপক) পদে যোগদান করেন। ১৯৯১ সালে তিনি প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তিনি বিভাগীয় সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি আলীগড় ইউনিভার্সিটির অধিভুক্ত 'শাহ অলিউল্লাহ রিসার্চ সেল'-এর পরিচালক নিযুক্ত হন।

দেশে ও বিদেশে তিনি সীরাত গবেষক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সীরাত বিষয়ে তাঁর পাঁচ শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'নুকূশ'-এ সীরাত বিষয়ে তাঁর বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি শাহ অলিউল্লাহ এ্যাওয়ার্ড, আন্তর্জাতিক নুকূশ এ্যাওয়ার্ড, সীরাতে রাসূল এ্যাওয়ার্ড, সীরাত নেগারী এ্যাওয়ার্ড প্রভৃতি পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আহদে নববী কা নেযামে হুকুমত, খিলাফাতে উমাবী খিলাফতে রাশেদা কে পাস মানযার মেঁ, বনূ হাশেম আওর বনূ উমাইয়া কে মু'আশারাতী

তা'আল্লুক্বাত, শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী : শাখছিয়াত ওয়া হিকমত কা এক তা'আরুফ, শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী কী কুরআনী খিদমত, নবী আকরাম (ছাঃ) আওর খাওয়াতীন : এক সামাজী মুতালা'আ, রাসূলে আকরাম (ছাঃ) কী রেযাঈ মায়েঁ, মা'আশে নববী, গাযওয়াতে নববী কী ইক্বতেছাদী জিহাত, আহদে নববী মেঁ তানযীমে রিয়াসাত ওয়া হুকুমত, মাক্কী আহদ মেঁ ইসলামী আহকাম কা ইরতিকা, কুরাইশ ওয়া ছাকীফ কে তা'আল্লুক্বাত, মাছাদিরে সীরাতুন্নবী (ছাঃ), তারীখে ইসলাম প্রভৃতি।

প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক-এর মৃত্যু

কুয়েতের প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান, 'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও গবেষক শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (৮১) গত ২৯শে সেপ্টেম্বর'২০ মঙ্গলবার সকালে কুয়েত সিটির 'আছ-ছাবাহ' হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। ঐদিন বাদ আছর জানাযা শেষে তাঁকে কুয়েতের 'ছুলায়বীখাত' কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক ১৯৩৯ সালে মিসরের মুনূফিয়া যেলার 'আরাব আর-রম্‌ল' গ্রামে এক সালাফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদ থেকে উচ্চতর ডিগ্রী ('আলামিয়াহ) লাভ করেন। শায়খ আলবানী, শায়খ বিন বায, শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানক্বীতী, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ তাঁর শিক্ষক ছিলেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ হওয়ার পর ২৭ বছর বয়সে তিনি কুয়েতে আসেন। তিনি ১৯৬৫-১৯৯০ সাল পর্যন্ত কুয়েতের বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৯০ সাল থেকে তিনি 'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী'-এর গবেষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ২০১১ সালের ৩১শে অক্টোবর তাঁকে কুয়েতের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। তিনি দরস-তাদরীস, বক্তৃতা, সেমিনার, পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখন, গ্রন্থ রচনা, ফৎওয়া প্রদান প্রভৃতির মাধ্যমে কুয়েতে সালাফী আক্বীদার প্রচার-প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ষাটের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আর-রাদ্দু 'আলা মান আনকারা তাওহীদাল আসমা ওয়াছ-ছিফাত, আত-তরীকু ইলা তারশীদি হারাকাতিল বা'ছিল ইসলামী, ফুছূল মিনাস সিয়াসাতিশ শারঈয়াহ ফিদ-দাওয়াতি ইলাল্লাহ, আছারুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ফিল আক্বীদাহ, মাশরূইয়াতুল আমাল আল-জামাঈ, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা, শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ ওয়াল 'আমালুল জামাঈ, উছূলুল আমালিল জামাঈ, আস-সালাফিইয়ূনা ওয়াল আইম্মাহ আল-আরবা'আহ, আশ-শূরা ফী যিল্লে নিযামিল ইসলাম, লামাহাত মিন হায়াতে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ, ফাযাইলুছ ছূফিয়া, মাওকিফু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ মিনাল বিদা' ওয়াল মুবতাদি'আহ, আল-ফিকরুছ ছূফী ফী যূ'ইল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ প্রভৃতি। হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে তাঁর রচিত আল-উছূল আল-ইলমিয়াহ লিদ-দাওয়াতিস সালাফিইয়াহ ও মাশরূইয়াতু 'আমালিল জামাঈ গ্রন্থ দু'টির বঙ্গানুবাদ যথাক্রমে 'সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি' ও 'শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে যে কয়েকজন সালাফী বিদ্বান স্বীয় ইলমের কারণে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন তন্মধ্যে শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক অন্যতম। সাবলীল ভাষায় রচিত তাঁর গ্রন্থগুলি বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। আক্বীদা, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, জামা'আত ও সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ সমূহ মুসলিম বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

[স্মৃতি : ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ শেষে কুয়েতী বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ১৯৯২ সালের ১৯-২২শে জানুয়ারী কুয়েত সরকার কর্তৃক কুয়েত সিটিতে আয়োজিত ৪ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহা সম্মেলনে ৩৫টি দেশের ৪৬৭ জন অতিথির মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত ৭ জন অতিথির মধ্যে আমিও ছিলাম। সম্মেলনের শেষ দিন এহইয়াউত তুরাছের পক্ষ থেকে তাদের 'করতবা' কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্মেলনে আগত ৭টি দেশের আহলেহাদীছ প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানে তাদের মিলনায়তনে আয়োজিত সুধী সমাবেশে বক্তৃতা শেষে ভারত ও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সাথে শায়খ আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক-এর নেতৃত্বে কুয়েতী নেতৃবৃন্দ এক বিশেষ বৈঠকে মিলিত হন। সেখানে আমরা তাঁর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের পরিচয় পাই। বৈঠক শেষে তিনি আমাকে তাঁর লিখিত বই সমূহ উপহার দেন। তাঁর 'উছূলুল ইলমিইয়াহ' বইটি আমি অনুবাদ করি। তাঁর বইগুলি সাবলীল ও সুপাঠ্য। পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা নিয়ে মতভেদের কারণে তিনি এহইয়াউৎ তুরাছ থেকে বিচ্যুত হন। আজ তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। আল্লাহ তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে সর্বোচ্চ স্থান দান করুন-আমীন! (স.স.)]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আদম আল-আছয়ূবী-এর মৃত্যু

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ, প্রখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আদম আল-আছয়ূবী (৭৪) গত ৮ই অক্টোবর'২০ বৃহস্পতিবার সকালে মক্কাস্থ আন-নূর হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিঊন*। জামিউল মুহাজিরীন মসজিদে মাগরিবের ছালাতের পর তাঁর প্রথম জানাযা এবং এশার পর মসজিদুল হারামে দ্বিতীয় জানাযা শেষে তাঁকে শুহাদাউল হারাম কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শায়খ মুহাম্মাদ আছয়ূবী ১৯৪৬ সালে ইথিওপিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন। তাঁর পিতা আল্লামা আলী বিন আদম (রহঃ) আফ্রিকা অঞ্চলের একজন খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। সেকারণ পিতার নিকটেই তিনি সবচেয়ে বেশী ইলম অর্জন করেন। পিতার নিকট থেকে তিনি বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থের 'ইজাযাহ' গ্রহণ করেন। এছাড়া ইলমের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য হাবশার বড় বড় বিদ্বানদের সাহচর্যে তিনি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন।

১৯৮১ সালে তিনি মক্কায় হিজরত করেন এবং মক্কাস্থ দারুল হাদীছ আল-খায়রিয়াহ-এ শিক্ষাদান শুরু করেন। তিনি চার দশক সঊদীতে অবস্থান করে ইলমে দ্বীনের পঠন-পাঠন ও হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ রচনায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, (১) ছহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-বাহরুল মুহীত আছ-ছাজ্জাজ, যা ৪৫ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। (২) সুনানে নাসাঈ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ যাখীরাতুল উক্বা, যা ৪২ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'সুনানে নাসাঈর উপর এরূপ আর কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে বলে আমার জানা নেই'। (৩) সুনান ইবনু মাজাহর ভাষ্যগ্রন্থ মাশারিকুল আনওয়ার আল-ওয়াহ্হাজাহ ওয়া মাতালিউল আসরার আল-বাহ্হাজাহ (৪ খণ্ড)। (৪) ইতহাফুন নাবীল বিমুহিম্মাতি ইলমিল জারহ ওয়াত তা'দীল প্রভৃতি। এছাড়া ইলমুল হাদীছ, ফিক্বহ, নাহু, ছরফ, বালাগাত, উছূল, মানতিক, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ৪০-এর বেশী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪১) : দেওয়াল লিখন দেখা যায়, 'সকল ঈদের সেরা ঈদ, ঈদে মীলাদুন্নবীর ঈদ'। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? ইসলাম ধর্মে ঈদে মীলাদ বলতে কি কিছু আছে? ইসলামে ঈদ কয়টি?

-বদীউয্যামান, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : ইসলামে ঈদ মাত্র দু'টি। ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহা *(আবূদাঊদ হা/১১৩৪)*। ঈদে মীলাদ বলে কোন কিছুই নেই। এটি খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের ক্রুসেড যুদ্ধের সময় তাদের 'বড় দিন' পালনের অনুকরণে ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের 'এরবল' প্রদেশের গবর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হি.)-এর নির্দেশক্রমে মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়। সমস্ত আলেম এর বিরোধিতা করলেও জনৈক সরকারী আলেম এর পক্ষে বই লেখেন। তখন থেকেই এই বিদ'আতী প্রথা চালু হয়েছে *(দ্র. তারীখ ইবনু খাল্লিকান)*।

এদেশের বিদ'আতীরা ঐ সঙ্গে যোগ করেছে ক্বিয়াম ও জশনে জুলূসের প্রথা। তাদের ধারণা মতে মীলাদের মজলিসে রাসূল (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়। সেকারণ তাঁর সম্মানে সবাইকে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম 'আলায়কা' বলতে হয়। অতঃপর তাঁর জন্মের খুশীতে মিছিল বের করতে হয়। যাকে 'জশনে জুলূস' বলা হয়। বর্তমানে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস একই দিনে অর্থাৎ ১২ই রবীউল আউয়াল তারিখে পালন করা হচ্ছে। এটাও এক জাহেলী কর্মকাণ্ড। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস কোনটাই সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। সর্বাধিক ধারণা মতে তাঁর জন্ম তারিখ ছিল ৯ই রবীউল আউয়াল এবং মৃত্যু তারিখ ছিল ১লা রবীউল আউয়াল *(দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ৫৬-৫৭ পৃ.; বিস্তারিত দ্র. 'মীলাদ প্রসঙ্গ' বই, ৬ষ্ঠ প্রকাশ)*।

প্রশ্ন (২/৪২) : সন্তানের ঋণ পরিশোধ করা পিতার জন্য আবশ্যক কি? পরিশোধ না করলে তিনি গোনাহগার হবেন কি? সন্তান পিতার সংসারে থাকা বা না থাকায় বিধানের কোন পরিবর্তন হবে কি?

-নূরুল ইসলাম, আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : সন্তানের ঋণ পরিশোধের জন্য পিতা বাধ্য নন। প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান ঋণ করে থাকলে সে নিজেই এর দায়-দায়িত্ব বহন করবে। সন্তান যদি পিতার সংসারেও থাকে, তবুও এর দায়ভার পিতার উপর বর্তাবে না। তবে পিতা ইহসান স্বরূপ অন্য সন্তানদের সম্মতিক্রমে তাকে ঋণ পরিশোধে সহযোগিতা করতে পারেন। আর বিশেষ অবস্থায় যাকাতের সম্পদ থেকেও তিনি সন্তানের ঋণ পরিশোধে সাহায্য করতে পারেন *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/২২৯; ইবনু কুদামা, মুগনী ২/৪৮২; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ইখতিয়ারাত ১/৫১৬)*।

প্রশ্ন (৩/৪৩) : হিজড়াদের আক্বীক্বার বিধান কি? হিজড়াদের মীরাছ কিভাবে বণ্টিত হবে?

-আব্দুর রায্যাক, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : হিজড়া সন্তান তিন ভাগে বিভক্ত। কেউ পুরুষাঙ্গ বিশিষ্ট। এরূপ সন্তানের জন্য দু'টি ছাগল আক্বীক্বা দিবে। কেউ নারী অঙ্গ বিশিষ্ট। এরূপ সন্তানের জন্য একটি ছাগল আক্বীক্বা দিবে *(বায়হাক্বী হা/১২৫১৪; শানক্বীত্বী, শারহু যাদিল মুসতাক্বনে' ১৯/১৩৩)*। কিছু হিজড়া সন্তান রয়েছে যাদের নারী বা পুরুষ হিসাবে পার্থক্য করা কঠিন। এরূপ সন্তানের আক্বীক্বার ব্যাপারে আল্লামা শানক্বীত্বী বলেন, বিদ্বানগণ এদের নারী হিসাবে গণ্য করে একটি ছাগল আক্বীক্বা দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন *(শারহু যাদিল মুসতাক্বনে' ২৭/১৩০)*। অনুরূপভাবে এদের মীরাছের ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে নারী বা পুরুষালী বৈশিষ্ট্য কোনটা স্পষ্ট না হ'লে ইমাম মালেকসহ একদল বিদ্বানের মতে, তাদেরকে মীরাছের ক্ষেত্রে মুতাওয়াস্সিত বা মধ্যবর্তী ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ তারা একইসাথে পুরুষের মীরাছের অর্ধেক এবং নারীর মীরাছের অর্ধেক পাবে *(ইসলাম ওয়েব ফৎওয়া ক্রমিক ৪৬৭২৪)*।

প্রশ্ন (৪/৪৪) : জনৈক ব্যক্তি প্রতি বছর গরীব লোকদের ইফতার করানোর নিয়তে তিন বিঘা জমি ওয়াক্ফ করেন। তিনি মারা গেছেন। এক্ষণে ইফতার করানোর পর অতিরিক্ত টাকা মসজিদ, মাদ্রাসা ও ঈদগাহে দান করা যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইফতার করানো অধিক ছওয়াবের কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য ঐ ছায়েমদের অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না' *(তিরমিযী হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; মিশকাত হা/১৯৯২)*। সেজন্য উক্ত ব্যক্তির নিয়ত মোতাবেক উক্ত ওয়াকফের সম্পদ কেবল গরীবদেরকে ইফতারের জন্যই বরাদ্দ রাখা উচিৎ। কেননা ওয়াক্ফের সম্পদ দাতার নিয়তের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪৪/১১৯; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৯/৫৬০-৬১)*। তবে কোন শারঈ ওযর থাকলে বা পরিবর্তনকৃত খাতটি ওয়াকফকৃত খাতের সমকক্ষ বা তার চাইতে উত্তম হ'লে এবং তাতে সামাজিক কল্যাণ থাকলে ওয়াকফের খাত পরিবর্তন করা যাবে বলে ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম ও শায়খ উছায়মীনসহ কতিপয় বিদ্বান অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন এক মসজিদের অতিরিক্ত সম্পদ আরেক মসজিদে, এক মাদ্রাসার অতিরিক্ত সম্পদ আরেক মাদ্রাসা বা ঈদগাহে ব্যয় করা ইত্যাদি *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪২৯; ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ৩/২২৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৯/৫৬০-৬১)*।

প্রশ্ন (৫/৪৫) : ইমামের খুৎবা চলাকালীন কোন ফযীলতপূর্ণ বা বিস্ময়কর বর্ণনা শুনলে সরবে 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান
কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : খুৎবা চলাকালে খতীবের বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উপরোক্ত দো'আ সমূহ পাঠ করায় কোন বাধা নেই। যেমন খুৎবার সময় ইমাম দো'আ করলে, রাসূল (ছাঃ)-এর নাম নিলে, আল্লাহ প্রদত্ত বড় কোন নে'মত অথবা কোন আমলে প্রভূত ফযীলত ইত্যাদি বর্ণনা করলে প্রত্যুত্তরে এমন স্বরে আমীন বলা বা তাসবীহ পাঠ করা। যা অন্য মুছল্লীদের শ্রবণে বিঘ্ন ঘটাবে না *(শায়খ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩০/২৪৩)*।

ছাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তারা এমন কিছু শুনলে তাকবীর বা তাসবীহ পাঠ করতেন। একদিন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক-তৃতীয়াংশ হবে। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমরা এ কথা শুনে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। এ কথা শুনে আমরা আবারও 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দিলাম *(বুখারী হা/৩৩৪৮; মিশকাত হা/৫৫৪১)*। এমনকি ছালাতরত অবস্থাতে রাসূল (ছাঃ) যখন আল্লাহ্র বড়ত্ব বিষয়ক আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলতেন। যখন প্রার্থনামূলক আয়াত আসত, তখন প্রার্থনা করতেন। জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত আসলে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন *(মুসলিম হা/৭৭২)*। মুছল্লীদের জন্যও অনুরূপ পাঠ করা মুস্তাহাব *(শরহ নববী)*। অতএব খুৎবার সময় মুছল্লীদের জন্য এরূপ বলায় কোন বাধা নেই। তবে এ সময় মুছল্লীদের মধ্যে পারস্পরিক বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জুম'আর দিন ইমাম খুৎবা দেওয়ার সময় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল 'চুপ থাক', তাহ'লে তুমি অনর্থক কথা বললে *(বুখারী হা/৯৩৪; মুসলিম হা/৮৫১; মিশকাত হা/১৩৮৫)*।

প্রশ্ন (৬/৪৬) : মায়ের চাচাতো বোনকে বিয়ে করা যাবে কি? দলীলসহ জানতে চাই।

-নেয়ামাতুল্লাহ, শালবাগান, রাজশাহী।

উত্তর : মায়ের চাচাতো বোন মাহরাম নয়। সেজন্য তাকে বিবাহ করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। আল্লাহ তা'আলা যে সকল নারীকে মাহরাম হিসাবে বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে মায়ের চাচাতো বোন নেই *(নিসা ৪/২৩)*। এর পরই আল্লাহ বলেন, এদের ব্যতীত তোমাদের জন্য সকল নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে মালের বিনিময়ে কামনা করবে বিবাহের উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয় *(নিসা ৪/২৪)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, পিতা-মাতার চাচাতো বোনেরা ব্যক্তির চাচাতো বোনের ন্যায়। সুতরাং আপন চাচাতো বা মামাতো বোনকে বিবাহে যেমন কোন বাধা নেই, তেমনি পিতা-মাতার চাচাতো বা মামাতো বোনকেও বিবাহে কোন দোষ নেই *(মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/১৩১; আমীন বিন ইয়াহ্ইয়া, আল-ফাতাওয়াল জামে'আহ লিল মারা'তিল মুসলিমাহ ২/৫৯৬)*।

প্রশ্ন (৭/৪৭) : টিকিট কেটে পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা যাবে কি?

-আব্দুল হালীম, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : প্রচলিত নিয়মে টিকিট কেটে মাছ শিকার শরী'আতসম্মত নয়। কেননা এতে ধোঁকার সম্ভাবনা থাকে। যা নিষিদ্ধ বাই'য়ে গারারের অন্তর্ভুক্ত। আর বাই'য়ে গারার হ'ল এমন পরিমাণ বা এমন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করা যা বিক্রেতা বা ক্রেতা কেউ জানে না *(নববী, শারহু মুসলিম ১০/১৫৬; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৮/৩৯৬; ছান'আনী, সুবুলুস সালাম ২/১৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/২৭৭)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পাথর খণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে কেনা-বেচা ও প্রতারণা মূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/১৫১৩; মিশকাত হা/২৮৫৪)*। সুতরাং প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে পুকুরে সাধারণ এন্ট্রি ফী নির্ধারণ করে মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হ'লে তা জায়েয হবে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকে যা মাছ পাবে, তা মালিকের নিকট থেকে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে নেবে। এতে কারো কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকবে না।

প্রশ্ন (৮/৪৮) : ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ উচ্চারণকালে রাফউল ইয়াদায়েন করা কি যরূরী?

-নযরুল ইসলাম, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : ঈদের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সময় রাফউল ইয়াদায়েন করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে সকল মাযহাবের বিদ্বানদের ঐক্যমত রয়েছে *(আইনী, আল-বেনায়া শারহুল হেদায়া ৩/১১৫; নববী, আল-মাজমূ' ৫/২১; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৮৩)*। হানাফী বিদ্বান কা'সানী এ ব্যাপারে ইজমার দাবী করেছেন *(বাদায়েঈ ছানায়েঈ ১/২০৭)*। কারণ ওয়ায়েল বিন হুজর বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যেক তাকবীরে রাফউল ইয়াদায়েন করতে দেখেছি *(আহমাদ হা/১৮৮৬৮; আবুদাউদ হা/৭২৫; ইরওয়া হা/৬৪১, সনদ হাসান)*। হাদীছটি ব্যাপক অর্থবোধক, যা ঈদের ছালাতের তাকবীরকে শামিল করে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ সকল তাকবীরকে শামিল করে। অর্থাৎ ঈদ ও জানাযার অতিরিক্ত তাকবীরে রাফউল ইয়াদায়েনকেও শামিল করে *(মির'আত ৫/৫৪)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) প্রত্যেক তাকবীরে রাফউল ইয়াদায়েন করতেন *(যাদুল মা'আদ ১/৪২৭)*। অতএব আম হাদীছের সমর্থন ও অধিকাংশ বিদ্বানের ঐক্যমত থাকায় অতিরিক্ত তাকবীরে রাফউল ইয়াদায়েন করা মুস্তাহাব *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৫৪)*।

প্রশ্ন (৯/৪৯) : স্ত্রী কি স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে?

-আফীফা হোসেন, নিমতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : স্ত্রীর নিকট স্বামী হ'লেন সম্মানের পাত্র। অতএব যেভাবে ডাকলে স্বামী খুশী হবেন সেভাবে ডাকা উচিৎ। তবে স্বামী অসন্তুষ্ট না হ'লে স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারে। মূলতঃ এগুলো সামাজিক প্রচলনের বিষয়। আরবীয় সমাজে নাম ধরে ডাকাকে অপমানজনক মনে করা হয় না। যেমন যয়নব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে তাঁর স্বামী আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর নাম ধরে কথা বলেছিলেন *(বুখারী হা/১৪৬২)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, আয়েশা যখন তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট থাক তখন আমি বুঝতে পারি। আমি বললাম, কিভাবে বুঝতে পারেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি যখন আমার উপর খুশী থাক তখন বল, মুহাম্মাদের রব-এর কসম! আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, ইব্রাহীমের রব-এর কসম! আয়েশা (রাঃ)

বললেন, জী হ্যাঁ। আল্লাহ্র কসম! হে আল্লাহ্র রাসূল! ক্রোধ ব্যতীত আমি কখনই আপনার নাম ছাড়ি না' *(বুখারী হা/৫২২৮; মুসলিম হা/২৪৩৯; মিশকাত হা/৩২৪৫)*। ইব্রাহীম (আঃ) যখন স্ত্রী হাজেরাকে ছেড়ে মক্কা থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন স্ত্রী তাকে পিছন থেকে তাঁর নাম ধরে ডেকে বলেছিলেন, হে ইব্রাহীম আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' *(বুখারী হা/৩৩৬৪; আলবানী, ছহীহুস সীরাহ ১/৪০)*।

প্রশ্ন (১০/৫০) : রামাযান মাসে আমি গর্ভবতী থাকায় ছিয়াম পালন থেকে বিরত ছিলাম। এই সুবাদে আমার স্বামী আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও দিনের বেলা মিলন করে। আমরা এখন অনুতপ্ত আমাদের করণীয় কী?

-নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : উভয়কে উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে। স্বামী জোর করে মিলন করায় তাকে ক্বাযা ও কাফ্ফারা দু'টিই আদায় করতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৫; মিশকাত হা/৬২৮৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৬/৪০৪)*। আর কাফ্ফারা হ'ল, একজন দাস মুক্ত করা অথবা একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করা অথবা ষাটজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য বা পোষাক দান করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯; বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১, মিশকাত হা/২০০৪ 'ছওম' অধ্যায়)*। মিসকীনকে খাদ্য দানের ক্ষেত্রে খাবার রান্না করে ষাট জন মিসকীনকে এক ওয়াক্ত খাওয়াবে অথবা প্রত্যেক মিসকীনকে দিন প্রতি অর্ধ ছা' তথা সোয়া এক কেজি করে চাউল দান করবে *(বুখারী হা/১৮১৬; ইবনু মাজাহ হা/৩০৭৯; আহমাদ হা/১৮১৪৫)*।

প্রশ্ন (১১/৫১) : মসজিদের ডান দিকের পশ্চিমে পৃথক কোন বাড়িতে মহিলারা জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-মাহবূব, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : কোন বাড়ি থেকে মসজিদের ইমামের অনুসরণ করা জায়েয নয়। কারণ সেটা জামা'আত হিসাবে গণ্য হবে না। জামা'আতের জন্য একই মসজিদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, কাতার মিলে থাকা এবং ইমামের তাকবীর শুনতে পাওয়া ইত্যাদি শর্তগুলো থাকা আবশ্যক *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৪০৭-৪১০; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/২৯৭-৩০০)*। তবে বাধ্যতামূলক কোন ওযরবশত বা মসজিদে জায়গা সংকুলান না হ'লে কাতার মিলে থাকার শর্তে এমন বাড়িতে ছালাত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৪০৪; উছায়মীন, মাজমূ'ফাতাওয়া ১৩/২৮, ৪৫)*।

প্রশ্ন (১২/৫২) : জুম'আর দিন ইমাম ছাহেব খুৎবায় উঠে গেলে তাদের নাম ফেরেশতাদের খাতায় উঠে না। এক্ষণে তাদের জুম'আ হবে কি?

-কাবীরুল ইসলাম, বড় মহেশপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : জুম'আর দিনে কোন মুছল্লী আযানের পর আসলে সে প্রভূত ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। তবে তার জুম'আ বাতিল হবে না। কারণ জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব হ'লেও এটি ছালাতের জন্য শর্ত নয় *(জুম'আ ৬২/০৯; ইবনুল 'আরাবী, আহকামুল কুরআন ৪/২৪৯; ফাৎহুল বারী ২/৪১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল সে জুম'আর ছালাত পেল' *(নাসাঈ হা/৫৫৭, ১৪২৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আপনি জুম'আর এক রাক'আত পেলে অপর রাক'আত মিলিয়ে নিন। তবে রুকূ না পেলে চার রাক'আত যোহর পড়ুন *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/৬২১)*।

প্রশ্ন (১৩/৫৩) : কোন মৃত ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উঁচু মাকাম কামনা করা যাবে কি? কেননা জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম তো রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ?

-আরাফাত হোসাইন, হালসা, নাটোর।

উত্তর : যেকোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য জান্নাতের উঁচু মাকাম কামনা করা যায়। আর জান্নাতের উঁচু মাকাম হ'ল জান্নাতুল ফেরদাউস। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা যখন আল্লাহ্র কাছে জান্নাত প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কারণ তা জান্নাতের মধ্যবর্তী এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। সেখান থেকেই জান্নাতের নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং এর ওপরই আল্লাহ্র আরশ অবস্থিত *(বুখারী হা/২৭৯০; মিশকাত হা/৩৭৮৭)*। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, ফেরদাউস সকল জান্নাতের উপরে অবস্থিত। অতএব মুমিনের জন্য জান্নাতের উঁচু মাকাম তথা জান্নাতুল ফেরদাউস প্রার্থনা করা যাবে। তবে 'মাক্বামে মাহমূদ' কারো জন্য প্রার্থনা করা যাবে না। কারণ সে স্থানটি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ। আর সেটি জান্নাতের কোন অংশ নয়। বরং শাফা'আতের স্থান *(ইবনুল জাওযী (মৃ. ৫৭৯ হি.), যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর ৩/৪৭)*।

প্রশ্ন (১৪/৫৪) : কোন বিজ্ঞ আলেমের নামের পূর্বে 'আল্লামা' শব্দ ব্যবহার করা যাবে কি?

-রফীকুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : 'আল্লামা' শব্দটি আরবী। যেটি আলেম শব্দের ইসমে মুবালাগা। অর্থাৎ বড় জ্ঞানী। যখন কোন আলেমের মাধ্যমে জাতি উপকৃত হয় এবং তার ইলম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে তখন তাকে আল্লামা বলা হয়। বিদ্বানদের মধ্যে এর প্রচলন রয়েছে। সুতরাং শব্দটি কোন বিশিষ্ট আলেমের নামের পূর্বে ব্যবহার করা দোষণীয় নয় *(আল-ফারাবী, আছ-ছিহাহ ৫/১৯৯০; আর-রাযী, মুখতারুছ ছিহাহ ১/২১৭; আব্দুল কারীম খিযর, শারহুল আরবাঈন ২১৮ পৃ.)*। তবে এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন লকবটির অপপ্রয়োগ না হয় এবং যে কারো ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত না হয়।

প্রশ্ন (১৫/৫৫) : অমুসলিম কেউ মারা গেলে ইন্না লিল্লাহ বলা যাবে কি?

-রূহুল আমীন, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : অমুসলিমের মৃত্যুতেও 'ইন্নালিল্লাহ' বলা যাবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৩৭৫ পৃ:, ১৪/৩৬৪-৬৫)*। কারণ প্রতিটি মানুষই আল্লাহ্র নিকট ফিরে যাবে। তবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না *(তওবা ১১৩; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ৫/১১৯; আল-মাওসূ'আতুল আক্বদিয়া)*।

প্রশ্ন (১৬/৫৬) : আমি যে অফিসে চাকরি করি সেখানে একটি ফাণ্ড ছিল। দুই বছর হওয়ার পর মালিক পক্ষ থেকে ফাণ্ডের টাকা চার শতাংশ সূদসহ সবাইকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। উক্ত সূদী অর্থের ক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ মীকাঈল, গাযীপুর।

উত্তর : মালিক পক্ষের নিকট এ বিষয়ে প্রতিবাদ করতে হবে এবং ভবিষ্যতে এটা এড়িয়ে যেতে হবে। আর প্রাপ্ত অতিরিক্ত চার শতাংশ অর্থ নেকীর আশা ব্যতীত জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দিতে হবে। কারণ সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। আর হারাম সম্পদ ভোগ করা বা ছওয়াবের আশায় দান করা শরী'আতসম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করল, অতঃপর তা থেকে ছাদাক্বা করল, সে তার ছওয়াব পাবে না এবং হারাম উপার্জনের দায় তার উপরেই বর্তাবে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩২১৬; ছহীহুত তারগীব হা/১৭১৯)*।

প্রশ্ন (১৭/৫৭) : ইস্রাঈলী বর্ণনা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিৎ?

-রবীউল ইসলাম, রসুলপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ইস্রাঈলী বর্ণনা সম্পর্কে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। ১. কিছু বর্ণনা আছে যেগুলোকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমর্থন করে, সেগুলো বিশ্বাস করা ওয়াজিব। ২. যেসব বর্ণনা ইসলামী আক্বীদা বিরোধী বা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো মিথ্যা হিসাবে জানা ওয়াজিব। ৩. আর কিছু বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন বা ছহীহ হাদীছে কিছুই বর্ণিত হয়নি, সেগুলোকে সত্য বা মিথ্যা হিসাবে নির্ধারণ না করে চুপ থাকতে হবে *(শানক্বীতী, আযওয়াউল বায়ান ৩/৩৪৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বনী-ইস্রাঈল থেকে যা বর্ণনা কর, তাতে কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল অর্থাৎ জাল হাদীছ বর্ণনা করল, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে করে নিল *(বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা আহলে কিতাবদের (বর্ণনা ও ব্যাখ্যাকে) সমর্থনও করো না, মিথ্যাও বলো না। বরং তোমরা তাদের বলবে, 'আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি এবং যা আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে তার উপর' *(বাক্বারাহ ২/৩৬; বুখারী হা/৪৪৮৫; মিশকাত হা/১৫৫)*।

প্রশ্ন (১৮/৫৮) : ফিদইয়ার টাকা দিয়ে মসজিদের ইমাম ছাহেব নিজের কিতাব ক্রয় করতে পারবেন কি?

-নাজমুল হাসান, মহেশখালী, কক্সবাজার।

উত্তর: ফিদইয়ার টাকা কেবল ফকীর ও মিসকীনদের হক। এক্ষণে মসজিদের ইমাম যদি ফকীর বা মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহ'লে তিনি ফিদইয়ার টাকা দিয়ে কিতাব ক্রয় করতে পারেন, নতুবা তার জন্য এটি জায়েয নয় *(বাক্বারাহ ২/১৮৪; ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ৭/৬৮)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৯) : ব্যাংক থেকে সূদী ঋণ নিয়ে ব্যবসা করি। এখান থেকে তওবা করার জন্য এখন আমার করণীয় কি?

-রিফাত, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : প্রথমতঃ ঋণ পরিশোধ করে ব্যাংকের সাথে লেনদেন বন্ধ করতে হবে *(ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ৫/২১০)*। কারণ সূদ সর্বাবস্থায় হারাম *(বাক্বারাহ ২/২৭৫-২৭৮)*। দ্বিতীয়তঃ খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে। আর তওবা কবুলের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে- (১) একমাত্র আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার জন্যই তওবা করতে হবে। (২) কৃত গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে। (৩) পুনরায় সে গোনাহে জড়িত না হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। তওবার জন্য বেশী বেশী পাঠ করতে হবে 'আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৯৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২০/৬০) : আমি শাড়ীর ব্যবসা করি। এটা কি হিন্দুদের পোষাক? এর ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-মাহফূয আহমাদ, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : শাড়ীর ব্যবসা করা জায়েয। কারণ এটি কোন ধর্মের নিদর্শন মূলক পোষাক হিসাবে গণ্য নয়। আর যখন কোন পোষাক মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন সেটা আর ধর্মীয় পোষাক থাকে না *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৩০৭; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/৪৭-৪৮, ১২/২৯০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/৩০৬-৩১০)*। তবে মুসলমানদের পোষাক হ'তে হবে তাক্বওয়ার পোষাক যা পুরা দেহকে আবৃত করে। কারু পক্ষে শাড়ীর মাধ্যমে পূর্ণ পর্দা করা সম্ভব না হ'লে তিনি শাড়ী বর্জন করবেন এবং পূর্ণ দেহ আবৃতকারী ঢিলা ম্যাক্সী পরবেন। কিন্তু শাড়ী পরিধান করা এবং এর ব্যবসা করা দোষের নয়, বরং মৌলিকভাবে জায়েয।

প্রশ্ন (২১/৬১) : বিবাহের পাত্রীকে বিউটি পার্লারে নিয়ে বা বাড়িতে সাজ-সজ্জা করা জায়েয হবে কি?

-আহসান হাবীব, ঢাকা।

উত্তর : বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করে নারীরা সৌন্দর্য চর্চা করতে পারে। তবে এজন্য প্রচলিত বিউটি পার্লারে যাওয়া সমীচীন নয়। কারণ বিউটি পার্লারে কৃত্রিমভাবে অসুন্দরকে সুন্দর করার মাধ্যমে প্রতারণা করা হয় এবং ভ্রু চিকন করাসহ নানা শরী'আত বিরোধী কাজ করা হয়। সেজন্য তাক্বওয়াশীল মুসলিম নারীর জন্য বিউটি পার্লারে যাওয়া অনুচিৎ। তবে যদি শরী'আত বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড না হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে, সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে ও ইয্যত-আব্রু হেফাযত রেখে যাওয়া যেতে পারে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/১২৪-১৩৩)*।

প্রশ্ন (২২/৬২) : তাদলীস কি? মুদাল্লিস রাবীর হাদীছ কি গ্রহণযোগ্যতা পায়?

-নযরুল ইসলাম, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তর : যে হাদীছের রাবী নিজের উস্তাদের নাম উল্লেখ না করে তদূর্ধ্ব কোন শায়খের নামে এরূপভাবে হাদীছ বর্ণনা করেন যেন মনে হয় যে, তিনি সরাসরি হাদীছটি উক্ত শায়খের নিকট থেকে শুনেছেন। অথচ তিনি নিজে তাঁর নিকট থেকে শুনেননি। এইরূপ কর্মকে উছূলে হাদীছের পরিভাষায় 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাঁকে 'মুদাল্লিস' বলা হয় *(যাহাবী, আল-মাওকেযাতু ফী ইলমি মুছত্বালাহিল হাদীছ ১/৪৭-৪৮)*। 'মুদাল্লিস' রাবীর এককভাবে বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়- যে পর্যন্ত না তিনি কেবলমাত্র ছেক্বাহ রাবী হ'তে তাদলীস করেন বলে সাব্যস্ত হয় অথবা তিনি সেটি নিজে সরাসরি শ্রবণ করেছেন মর্মে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন *(ড. মাহমূদ আত-ত্বহহান, তায়সীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ ৯৭ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৩/৬৩) : পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শো'আয়েব (আঃ) কি নবী ছিলেন, না একজন সৎ ব্যক্তি ছিলেন?

-আবুবকর, দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তর : শো'আয়েব (আঃ) একজন নবী ছিলেন। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পঁচিশ জন নবীর তিনি অন্যতম ছিলেন। হযরত শো'আয়েব (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর শ্বশুর ছিলেন। কওমে লূত-এর ধ্বংসের অনতিকাল পরে কওমে মাদইয়ানের প্রতি তিনি প্রেরিত হন *(আ'রাফ ৭/৮৫; হূদ ১১/৮৪)*। চমৎকার বাগ্মিতার কারণে তিনি (خطيب الأنبياء) 'খাত্বীবুল আম্বিয়া' (নবীগণের মধ্যে সেরা বাগ্মী) নামে খ্যাত ছিলেন *(আল-বিদায়াহ ১/১৭৩)*। আহলে মাদইয়ান-কে পবিত্র কুরআনে কোথাও কোথাও 'আছহাবুল আইকাহ' (أصحاب الأيكة) বলা হয়েছে। যার অর্থ 'জঙ্গলের বাসিন্দাগণ'। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আহলে মাদইয়ানের উপরে প্রথমে সাতদিন এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা দহন জ্বালায় ছটফট করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি ঘন কালো মেঘমালা পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচ দিয়ে শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন কওমের লোকেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে সেখানে দৌড়ে এল। এভাবে সবাই জমা হবার পর হঠাৎ ভূমিকম্প শুরু হ'ল এবং মেঘমালা হ'তে শুরু হল অগ্নিবৃষ্টি। তাতে মানুষ সব পোকা-মাকড়ের মত পুড়ে ছাই হ'তে লাগল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) ও মুহাম্মাদ বিন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, অতঃপর তাদের উপর নেমে আসে এক বজ্রনিনাদ। যাতে সব মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর শো'আরা ১৮৯; কুরতুবী, ঐ; নবীদের কাহিনী ১/২৭২-৭৩)*।

প্রশ্ন (২৪/৬৪) : ১০০ বছর পূর্বে নির্মিত মসজিদের জমি ওয়াকফকৃত ছিল না। উক্ত জমির ৭ জন উত্তরাধিকারীর মধ্যে ৩ জন জমি ফেরৎ চায়। তাদের এ দাবী শরী'আতসম্মত কি? মসজিদ কমিটি উক্ত জমি ফেরৎ দিতে বাধ্য কি?

-মুহাম্মাদ রিযওয়ান, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : লিখিতভাবে ওয়াকফকৃত না হ'লেও মৌখিকভাবে জায়গাটি ওয়াকফকৃত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে, যেহেতু সুদীর্ঘকাল যাবৎ সেটি মসজিদের জায়গা হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান বা ওয়াকফ না করলে এটি মসজিদের জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত না। সুতরাং এতদিন পর উত্তরাধিকারীদের পক্ষে এমন দাবী তোলা শরী'আতসম্মত নয়। তবে যদি যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে জানা যায় যে, মসজিদের জায়গাটি লিখিত বা মৌখিক কোনভাবেই ওয়াকফ করা হয়নি। বরং জমিটি জোরপূর্বকভাবে দখলকৃত হয়েছে, সেক্ষেত্রে মসজিদ কমিটি উত্তরাধিকারীদের সাথে যে কোন বৈধ শর্তে সমঝোতা করে নিবে। তবে মসজিদের কোন ক্ষতি করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৫/৬৫) : শারঈ বিধান অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তির দাবীর ক্ষেত্রে ৪ জন সাক্ষী প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি ভিডিও ফুটেজ থাকে, তাহ'লে এই একটি সাক্ষ্য থাকলেই কি তা শাস্তির জন্য যথেষ্ট হবে?

-আবীদুর রহমান, শেরপুর।

উত্তর : ভিডিও ফুটেজ থাকলেও যেনা সাব্যস্ত করার জন্য চারজন পুরুষের সাক্ষ্য আবশ্যক *(নিসা ৪/১৫)*। কারণ ভিডিও ফুটেজে সহজেই সংযোজন ও বিয়োজন সম্ভব। ফলে একজন নিরপরাধ মানুষ দোষী সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে। সেজন্য হয় চারজন সাক্ষী থাকতে হবে অথবা নারীকে গর্ভবতী হ'তে হবে অথবা দোষী ব্যক্তিকে যেনার বিষয়টি স্বীকার করতে হবে। কেবল এই তিনটি পন্থায় রাষ্ট্রের পক্ষে যেনার হদ্দ কায়েম করা সম্ভব। মেডিকেল পরীক্ষা, ডিএনএ টেস্ট, ভিডিও ফুটেজ ইত্যাদি বিষয় ব্যক্তির স্বীকারোক্তির সহায়ক। তবে এগুলো সাক্ষীর স্থলাভিষিক্ত হবে না।

উল্লেখ্য যে, চারজন সাক্ষী পাওয়ার বিষয়টি প্রায় অসম্ভব। তবুও তা নির্ধারণের কারণ হ'ল যেনা-ব্যভিচার অত্যন্ত লজ্জাকর ও স্থায়ীভাবে পারিবারিক ও বংশগত সম্মানবিনাশী। এজন্য সহজেই যেন এ ব্যাপারে কেউ কাউকে অপবাদ দিতে না পারে কিংবা বিষয়টি যেন গোপন থাকে, ছড়িয়ে না যায় এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কৃত এই ঘৃণ্য অপরাধ থেকে ব্যক্তি তওবা করে নেয়, সেজন্য এমন বিধান এসেছে *(আল-মাওয়ার্দী, আল-হাভী ১৩/২২৬)*।

প্রশ্ন (২৬/৬৬) : রাতে বিতর ছালাত পড়তে না পারলে দিনের বেলা তা জোড় সংখ্যায় ক্বাযা আদায় করতে হবে কি?

-রণি আহমাদ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

*[*স্রেফ আহমাদ নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : বিতরের ক্বাযা জোড় সংখ্যায় আদায় করা যায়। কারণ আয়েশা (রাঃ) বলেন, যদি কখনো নবী করীম (ছাঃ) নিদ্রা বা প্রবল ঘুমের চাপের কারণে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতে না পারতেন, তাহ'লে তিনি দিনে (চাশতের সময়) ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম হা/৭৪৬; মিশকাত হা/১৫২৭)*। এক্ষণে যারা এক রাক'আত বিতরে অভ্যস্ত তারা দু'রাক'আত আদায় করবে। যারা তিন রাক'আতে অভ্যস্ত তারা চার রাক'আত আদায় করবে। এভাবে যারা এগারতে অভ্যস্ত তারা বারো রাক'আত আদায় করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৩/৯০; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/৩০০; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/১১৪)*। আর কেউ যদি বেজোড় সংখ্যা ঠিক রেখে আদায় করে তাতেও কোন দোষ নেই। কারণ ক্বাযা ছালাতের নিয়ম হ'ল যতটুকু ছুটে যাবে, ততটুকু আদায় করবে। আর যদি কেউ ওযর ছাড়া বিতর ছালাত ত্যাগ করে তাহ'লে ক্বাযা আদায় করা যরূরী নয় *(ফাৎহুল বারী ২/৪৮০; ইবনু আব্দিল বার্র, আল-ইস্তিযকার ২/১২২-১২৩)*।

প্রশ্ন (২৭/৬৭) : আমি দুইবার সন্তান এ্যাবোরশন করেছি। এখন আমি ভুল বুঝে তওবা করেছি। আল্লাহ কি আমার এ গোনাহ মাফ করবেন? এজন্য কোন কাফ্ফারা দিতে হবে কি?

-হামীদুল ইসলাম, হাতীবান্ধা, লালমণিরহাট।

উত্তর : মায়ের জীবননাশের আশংকা বা শারঈ ওযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তান নষ্ট করা হারাম ও কবীরা গুনাহের কাজ। এক্ষণে সন্তানের বয়স ১২০ দিন হওয়ার পূর্বে যেহেতু প্রাণের সঞ্চার হয় না, সেহেতু ভ্রূণের বয়স ১২০ দিন হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকলে কোন দিয়াত বা কাফ্ফারা

লাগবে না। তবে আল্লাহ্র নিকট খালেছ নিয়তে তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে। আর যদি সন্তানের বয়স ১২০ দিন অতিক্রম করার পর গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকে, তাহ'লে খালেছ তওবার সাথে সাথে দিয়াত বা রক্তপণ এবং কাফফারা দিতে হবে। কারণ ১২০ দিন হ'লে ভ্রূণে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং তা মানবসত্ত্বায় রূপ নেয়। এক্ষেত্রে রক্তপণ হ'ল গুর্রাহ বা ৫টি উট বা সমমূল্যের অর্থ, যা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। তবে তারা যদি মাফ করে দেয়, তাহ'লে রক্তপণ লাগবে না। আর কাফ্ফারা হ'ল একজন দাস মুক্ত করা। এতে অক্ষম হ'লে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস ছিয়াম পালন করতে হবে *(বুখারী হা/৬৯১০; মুসলিম হা/১৬৮১; আল-মুগনী ৮/৩২৭; ফাতাওয়া লাজানা দায়েমাহ ২১/২৫৫, ৩১৬, ৪৩৪-৪৫০)*।

প্রশ্ন (২৮/৬৮) : ওযূ করার ক্ষেত্রে সতর ঢাকতে হবে কি?

-আনীসুর রহমান, কাটাখালি, রাজশাহী।

উত্তর : ওযূ করার জন্য সতর ঢাকা শর্ত নয়। অতএব সতরবিহীন ওযূ করলে ওযূ হয়ে যাবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১০১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩/১৭৯)*। তবে উত্তম হচ্ছে সর্বাবস্থায় সতর ঢেকে রাখা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, স্বীয় স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া সকল মানুষ হ'তে তোমার লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি কেউ (নির্জনে) একাকী থাকে? উত্তরে তিনি বললেন, তখন আল্লাহ্কেই লজ্জা পাওয়া অধিকতর কর্তব্য *(তিরমিযী হা/২৭৬৯; মিশকাত হা/৩১১৭)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯) : লাশের খাটিয়া বহনের সময় বহনকারী পরিবর্তন করা এবং কবরের উপর খেজুর ডাল ও পানি ছিটানো সুন্নাত কি?

-মামূনুর রশীদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এগুলি সুন্নাত বিরোধী কাজ। বিনা প্রয়োজনে বহনকারী পরিবর্তনের কোন বিধান নেই। তবে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের উপরে যে খেজুরের দু'টি কাঁচা চেরা ডাল পুঁতেছিলেন, সেটা ছিল তাঁর জন্য 'খাছ'। তাঁর বা কোন ছাহাবীর পক্ষ থেকে পরবর্তীতে এমন কোন আমল করার নযীর নেই বুরাইদা আসলামী (রাঃ) ব্যতীত। কেননা তিনি এটার জন্য অছিয়ত করেছিলেন *(বুখারী হা/১৩৬১)*। অতএব এটা স্পষ্ট যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক আমলের কারণেই কবর আযাব মাফ হ'তে পারে। ফুল দেওয়া বা কাঁচা ডাল পোতার কারণে নয়। কেননা এসবের কোন প্রভাব মাইয়েতের উপর পড়ে না। যেমন আব্দুর রহমান (রাঃ)-এর কবরের উপর তাঁবু খাটানো দেখে ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ওটাকে হটিয়ে ফেল হে বৎস! কেননা ওটা তার আমলের উপরে ছায়া করছে বা বাধা সৃষ্টি করছে *(দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ' অধ্যায়; ফাৎহুল বারী ১/৩২০; মির'আত ২/৫২; বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৮-এর টীকা ৫)*। আর কবরের মাটি দৃঢ় করার জন্য কবরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) তাঁর সর্বশেষ পুত্র ইব্রাহীমকে দাফন করার পর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে ছিলেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬১৪১; মিশকাত হা/১৭০৮; ছহীহাহ হা/৩০৪৫)*। তবে পানি ছিটানোর মাধ্যমে মাইয়েত প্রশান্তি পাবে, তার কল্যাণ হবে এরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নেই *(উছায়মীন, তা'লীক্ব 'আলাল কাফী ২/৩৮৯)*।

প্রশ্ন (৩০/৭০) : আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে যে, স্বামী বা পরিবারের অভিভাবক ছালাত আদায় না করলে পরিবারের অন্য সদস্য বিশেষত স্ত্রীর ইবাদত কবুল হবে না। একথার সত্যতা আছে কি?

-মামুনুর রশীদ, বালিয়াডাঙ্গি, রংপুর।

উত্তর : উক্ত কথার কোন ভিত্তি নেই। তবে ছালাত আদায় করা প্রত্যেক মুসলিম নর ও নারীর জন্য ফরয। এমনকি অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও ছালাত আদায় ফরয যতক্ষণ ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান থাকে *(বুখারী হা/১১১৭; মিশকাত হা/১২৪৮; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/১২৬, ১৫/২২৯)*। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' *(ত্বোয়াহা ২০/১৩২)*। এর মধ্যে পরিবার প্রধানের প্রতি কঠোর ধমকি রয়েছে। অতএব পরিবার প্রধানের দায়িত্ব হ'ল পরিবারের সকলকে ছালাতে অভ্যস্ত করা। অন্যথায় তাকে অবশ্যই পরকালে কৈফিয়ত দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং (ক্বিয়ামতের দিন) প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর (১) নেতা, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর (২) পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (৩) স্ত্রী তার স্বামীর গৃহ ও তার সন্তানদের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (৪) গোলাম তার মনিবের ধন-সম্পদের উপর দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩১/৭১) : সুৎরা কি কেবল খোলা মাঠের জন্য নাকি মসজিদের ভিতরেও দিতে হবে?

-আব্দুর রহমান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : সুৎরা মসজিদে ও বাইরে সকল স্থানের জন্য প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ ছালাত আদায় করলে যেন সুৎরার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে' *(আবূদাঊদ হা/৫৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৪১)*। সেজন্য নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম সুন্নাত ছালাত আদায়ের সময় মসজিদের পিলার ও খুঁটিকে সামনে রেখে ছালাত আদায়ের চেষ্টা করতেন *(বুখারী হা/৫০২; মুসলিম হা/৫০৯, ৮৩৭; মিশকাত হা/১১৮০)*। ইবনু ওমর (রাঃ) যখন মসজিদে সুৎরার জন্য কোন খুঁটি না পেতেন তখন নাফে'কে বলতেন তুমি পিঠ ঘুরিয়ে বসো। অতঃপর তিনি ছালাত আদায় করতেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৮৭৮, ২৮৮১; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৮)*। ইবনু ওমর (রাঃ) সুৎরা ছাড়া ছালাত আদায় করতেন না *(মুছান্নাফে আব্দুর রাযযাক হা/২৩৬৮; বিস্তারিত, শায়খ মুহাম্মাদ বিন রিযক রচিত আহকামুস সুৎরা বই)*। উল্লেখ্য যে, মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে বলতে তার সিজদার স্থান পর্যন্ত বুঝায়। এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম

করা যাবে না *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৭৭৬)*। অনেক বিদ্বানের মতে, দু'হাত বা দুই কাতার পর থেকে অতিক্রম করা যাবে *(মির'আত)*।

প্রশ্ন (৩২/৭২) : জনৈক ব্যক্তি এক মেয়েকে বিবাহ করে। কিছুদিন পরে তার শ্যালিকাকে পসন্দ হয়। এক্ষণে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শ্যালিকাকে বিবাহ করা যাবে কি?

-ইহসান এলাহী, কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তর : স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক ও তার ইদ্দত শেষে অন্যকে বিয়ে করতে পারে *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। স্মর্তব্য যে, সমাজে এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো সাধারণতঃ পর্দাহীনতার কারণেই ঘটে থাকে। সুতরাং যত কাছের আত্মীয় হৌক না কেন, মাহরাম নয় এমন প্রত্যেক পুরুষের সামনে নারীর জন্য শারঈ পর্দা যরূরী।

প্রশ্ন (৩৩/৭৩) : ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে যে মিছিল বা জশনে জুলূসের প্রচলন দেশে রয়েছে, তার বিপরীতে একই দিনে যদি সীরাত মাহফিল বা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী আলোচনা সমাবেশ অথবা কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, তাতে কি গোনাহ হবে?

-আবুবকর, চাটখিল, নোয়াখালী।

উত্তর : ঈদে মীলাদুন্নবী একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত। তাই এ বিদ'আত উপলক্ষ্যে যা কিছুই করা হবে, সবই বিদ'আতী আমল হিসাবে গণ্য হবে *(লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া ক্রমিক ৫৭২৩)*। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী ও তাঁর নির্দেশিত পথ সম্পর্কে জানার জন্য বছরের নির্দিষ্ট কোন দিন নয়, বরং সারা বছরই উন্মুক্ত। এর জন্য বছরের সেই দিনকেই যদি নির্দিষ্ট করা হয় যে দিনটি বিদ'আতী আমল উদযাপনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, তবে তাও নিঃসন্দেহে বিদ'আতী আমল হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪) : নতুনভাবে ছালাত শুরু করার ক্ষেত্রে যদি কোন সূরা বা দো'আ মুখস্থ না থাকে তাহ'লে তার জন্য করণীয় কি?

-সাঈদুর রহমান, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তর : তাকে অন্ততঃ আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বা আল্লাহুম্মাগফিরলী বলতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন 'আওফা (রাঃ) বলেন, একজন ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কুরআন জানি না। অতএব আমাকে এর স্থলে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, তুমি বল *'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিঈল 'আযীম*। তখন সে বলল, এ তো আল্লাহর জন্য, আমার জন্য কি? তিনি বললেন, তুমি বল *আল্লাহুম্মারহামনী ওয়ারযুক্বনী ওয়া আ'ফিনী ওয়াহদিনী (আবুদাউদ হা/৮৩২, নাসাঈ হা/৯২৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে দুই সিজদার মাঝে *'রব্বিগফিরলী'* বলবে *(ইবনু মাজাহ হা/৮৯৭)*। তবে এটি স্রেফ সাময়িক কালের জন্য। কেননা সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না *(বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪)*। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সূরা ও দো'আ সমূহ শেখার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৫/৭৫) : হায়েয অবস্থায় নারীরা 'খোলা' চাইতে পারবে কি?

-রুহুল আমীন, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : 'খোলা' বা বিবাহ বিচ্ছেদ চাওয়ার জন্য পবিত্র থাকা শর্ত নয়। ঋতুকালে, গর্ভকালে বা এমন তুহরেও 'খোলা' করা যাবে যে তুহরে সহবাস করা হয়েছে। কারণ 'খোলা' মূলতঃ তালাক নয়; বরং বিচ্ছেদ। স্বামী বা তার পরিবারের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে স্ত্রী 'খোলা' করার অধিকার রাখে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/২১; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৬৯)*। স্মর্তব্য যে, শারঈ ওযর ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাইতে পারে না। কোন কারণ ছাড়াই যদি কেউ স্বামীর কাছে তালাক চায়, তাহ'লে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবুদাঊদ হা/২২২৬; মিশকাত হা/৩২৭৯; ছহীহুত তারগীব হা/২০১৮)*। অন্য বর্ণনায় বিনা কারণে তালাকপ্রার্থী নারীকে 'মুনাফিক' বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১৮৬; মিশকাত হা/৩২৯০; ছহীহাহ হা/৬৩২)*। অতএব 'বিচ্ছিন্ন' হওয়ার ব্যাপারে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৬/৭৬) : শিশুদের খেলার জন্য পুতুল বা জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

-ওমর ফারূক, বহরমপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : শিশুদের খেলার জন্য অস্থায়ী ভাবে ব্যবহার্য খেলনা পুতুল ব্যবহার করা নাজায়েয নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪১৫; ইবনু হাযম, মুহাল্লা মাসআলা নং ১৯১০; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ১২/১২১)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম আর আমার কিছু সাথীও আমার সাথে খেলা করত। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রবেশ করতেন তখন তারা আত্মগোপন করত। কিন্তু তিনি তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন, অতঃপর তারা আমার সাথে খেলত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৩)*। নববী বলেন, মেয়েদের খেলনার বিষয়টি স্বতন্ত্র। কারণ এ ব্যাপারে ছাড় রয়েছে। খেলনাটি মানবাকৃতির হৌক বা প্রাণীর আকৃতির হৌক, দেহধারী হৌক বা দেহহীন হৌক, প্রাণীকুলের মধ্যে তার সাদৃশ্য থাক বা না থাক যেমন দু'ডানা ওয়ালা ঘোড়া *(ফাৎহুল বারী ১০/৫২৭; তোহফা ৫/৩৫০)*। আয়েশা (রাঃ) মাটি দিয়ে নিজ হাতে এই পুতুলগুলো বানিয়েছিলেন। অতএব এভাবে মাটির পুতুল তৈরি করে তাকে কাপড় পরানো ও সেবা-যত্ন করার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সন্তান প্রতিপালনের প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এতে দোষ নেই। অবশ্য একদল বিদ্বান ছবি ও মূর্তি নিষিদ্ধের আম হাদীছের উপর ভিত্তি করে যাবতীয় আকৃতিবিশিষ্ট খেলনা ব্যবহার করা হারাম বলেছেন *(ফাৎওয়াশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম ১/১৮০-১৮৩; তুয়াইজিরী, ই'লানুন নাকীর ৯৭ পৃঃ)*। তবে আম হাদীছের বিপরীতে খাছ হাদীছ বর্ণিত হওয়ায় ছোট শিশুদের জন্য যেকোন আকৃতির খেলনা ব্যবহার করা জায়েয *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৫০০; কারযাভী, আল-হালাল ওয়াল হারাম ১০৩-১০৪ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, এসব খেলনা কেবল খেলনা হিসাবেই ব্যবহার করা যাবে। শোকেসে বা অন্য কোথাও প্রদর্শনীর জন্য তা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (৩৭/৭৭) : আমি এক লাখ টাকা দিয়ে এক বিঘা জমি বন্ধক নিয়ে ১ বছর জমিতে ফসল ফলিয়ে ফসল ভোগ করলাম। জমির মালিক ১ বছর পর টাকা ফেরত দিলে আমি তার জমি ফেরত দিলাম। উক্ত টাকা ফেরত দেবার সময় জমির মালিক জমি ব্যবহার বাবদ আমাকে এক বা দুই হাযার টাকা কম দেন (বন্ধক নেওয়ার সময় চুক্তি অনুযায়ী)। এই প্রকারের জমি বন্ধক সূদ হবে কি-না? দ্বিতীয়তঃ আমি উক্ত বন্ধক নেওয়া জমি যদি নিজে চাষ না করি বরং জমির মালিককে বা অন্যকে লিজ দেই এবং তার পরিবর্তে বছরে ১২,০০০/- টাকা নেই সেটা সূদ হবে কি-না?

উল্লেখ্য, বর্তমান আমাদের এলাকায় বিষয়টি এমনভাবে প্রচলিত আছে যে, উক্ত বন্ধক নেওয়া জমি মূল মালিককেই চাষ করতে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে তাকে বন্ধক বাবদ প্রাপ্য টাকা থেকে ১২,০০০/- টাকা কম দেওয়া হয়। অর্থাৎ মালিককে এক লাখ টাকার বদলে ৮৮,০০০/- টাকা প্রদান করা হয় এবং জমি চাষাবাদ করতে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে হুকুম কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

-সাইফুল আলম, খাকছাড়া, বেড়া, পাবনা।

উত্তর : প্রচলিত নিয়মে জমি বন্ধক নেওয়া ও দেওয়া ইসলামী শরী'আতে হারাম। সুতরাং প্রশ্নোল্লেখিত উভয় পদ্ধতির লেনদেন করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কারণ ঋণের বিনিময়ে লাভ ভোগ করা সূদ *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৪/২৫০; আল-মুদাওয়ান্নাহ ৪/১৪৯; ছালেহ ফাওযান, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৫০৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/১৭৬-৭৭)*। ছাহাবীগণ এমন ঋণ নিষেধ করতেন, যা লাভ নিয়ে আসে *(বায়হাক্বী ৩/৩৪৯-৩৫০; ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। উল্লেখ্য যে, সাধারণ অবস্থায় জমি ভাড়া (লীজ) দেওয়া ও নেওয়া এবং তাতে চাষাবাদ করা জায়েয *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৮/৭৮) : আমার স্ত্রী চুলে লাল রংয়ের হেয়ার কালার ব্যবহার করে। এটা জায়েয হবে কি?

-সৈকত মিয়াঁ, বগুড়া।*

[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : স্ত্রীর চুল যদি কালো হয়, তবে সেখানে লাল রংয়ের হেয়ার কালার ব্যবহার করা যাবেনা। কেননা কালো চুলই প্রকৃতি সম্মত। যা পরিবর্তন করা নিষিদ্ধ *(রূম ৩০)*। পক্ষান্তরে যাদের চুল সাদা বা সাদা-কালো মিশ্রিত, তাদের জন্য কালো ব্যতীত যেকোন রং দ্বারা হেয়ার কালার ব্যবহার করা জায়েয *(মুসলিম হা/২১০২; মিশকাত হা/৪৪২৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/১৬৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী (ছাঃ)-এর নিকট দিয়ে এমন এক ব্যক্তি অতিক্রম করল, যে মেহেদী দ্বারা খিযাব লাগিয়েছিল। তাকে দেখে তিনি বললেন, এটা কতই না চমৎকার! বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল সে মেহেদী ও 'কাতাম' ঘাস উভয়টি দ্বারা খিযাব করেছিল। তিনি তাকে দেখে বললেন, এটা তো আরো উত্তম। অতঃপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল, সে হলুদ রং দ্বারা খিযাব লাগিয়েছিল। তিনি তাকে দেখে বললেন, এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম *(আবুদাউদ হা/৪২১১; মিশকাত হা/৪৪৫৪, সনদ জাইয়েদ, তবে এর মর্ম ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত, আহমাদ হা/২২৩৩৭; ছহীহাহ হা/১২৪৫)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) মেহেদী ও 'কাতাম' ঘাস মিশ্রিত খিযাব লাগিয়েছেন। আর ওমর (রাঃ) নিরেট মেহেদীর খিযাব লাগিয়েছেন *(মুসলিম হা/২৩৪১; মিশকাত হা/৪৪৭৮)*। কিন্তু সাদা চুলে কালো খিযাব সর্বদা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবেনা *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫২)*।

একইভাবে ছেলেদের চুলকে খাটো এবং মেয়েদের চুলকে লম্বা রাখতে হবে। এটাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টিগত রীতি। এর পরিবর্তন করা শয়তানী রীতি *(নিসা ৪/১১৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১)*। যারা কালো চুলকে লাল বা হলুদ করে, সাদা চুল উঠিয়ে ফেলে, চুলে বিভিন্ন উদ্ভট ফ্যাশন করে, হাতে-মুখে উল্কি দেয়, নখ সরু ও লম্বা করে, ভ্রূ কেটে সরু করে, দাড়ি ছেটে স্টাইল করে, দাড়ি মুণ্ডন করে, তারা আল্লাহ প্রদত্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, যা নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (৩৯/৭৯) : 'তোমরা কম সম্পদ ও অধিক সন্তান হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ কি?

-আব্দুল আলীম, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : বর্ণনাটি যঈফ *(যঈফুল জামে' হা/২৬৪১; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৫৯২)*।

প্রশ্ন (৪০/৮০) : আক্বীক্বা ২টি পশুর মধ্যে ১টি পিতার বাসায় এবং অপরটি নানার বাসায় যবেহ করা জায়েয হবে কি?

-রায়হান আলী, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: আক্বীক্বার দু'টি পশু দুই স্থানে যবেহ করা জায়েয। এতে কোন দোষ নেই *(হায়তামী, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৪/২৫৭; উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ৫/২২৮; ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ১০/৫০)*।

ম্যুরালের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ করুন!

-সরকারের উদ্দেশ্যে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বর্তমানে বিভিন্ন শহরে ও প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন নেতার ম্যুরাল বা প্রতিকৃতি স্থাপনের হিড়িক পড়ে গেছে। এমনকি মাদ্রাসাগুলিতে সরকারী উদ্যোগে শহীদ মিনার ও অফিসে ছবি টাঙানো হচ্ছে। আস্তে আস্তে মুসলমানদের এই মূর্তিহীন দেশটিকে মূর্তির দেশে পরিণত করা হচ্ছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে অনতিবিলম্বে এই অনৈসলামী কাজ বন্ধ করার জন্য ও এগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন, তোমরা এতে জীবন দাও। আর যেসব ঘরে এ ধরনের ছবি-মূর্তি ও প্রতিকৃতি থাকে, সেসব ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেনা' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৪৯২)*। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব সংশ্লিষ্ট সকলে সাবধান হৌন!

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : নভেম্বর ২০২০ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ নভেম্বর	১৪ রবী: আউ:	১৭ কার্তিক	রবিবার	০৪:৪৮	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৬
০৩ নভেম্বর	১৬ রবী: আউ:	১৯ কার্তিক	মঙ্গলবার	০৪:৪৯	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৫
০৫ নভেম্বর	১৮ রবী: আউ:	২১ কার্তিক	বৃহস্পতি	০৪:৫০	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪
০৭ নভেম্বর	২০ রবী: আউ:	২৩ কার্তিক	শনিবার	০৪:৫১	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩
০৯ নভেম্বর	২২ রবী: আউ:	২৫ কার্তিক	সোমবার	০৪:৫২	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩৩
১১ নভেম্বর	২৪ রবী: আউ:	২৭ কার্তিক	বুধবার	০৪:৫৩	১১:৪২	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২
১৩ নভেম্বর	২৬ রবী: আউ:	২৯ কার্তিক	শুক্রবার	০৪:৫৪	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
১৫ নভেম্বর	২৮ রবী: আউ:	০১ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৪:৫৫	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
১৭ নভেম্বর	০১ রবীঃ আখের	০৩ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৪:৫৬	১১:৪৩	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩১
১৯ নভেম্বর	০৩ রবীঃ আখের	০৫ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতি	০৪:৫৭	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩০
২১ নভেম্বর	০৫ রবীঃ আখের	০৭ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৪:৫৯	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৩ নভেম্বর	০৭ রবীঃ আখের	০৯ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০০	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৫ নভেম্বর	০৯ রবীঃ আখের	১১ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০১	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৭ নভেম্বর	১১ রবীঃ আখের	১৩ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০২	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
২৯ নভেম্বর	১৩ রবীঃ আখের	১৫ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৩	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১০	০৬:৩০

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	-১	-১	-২	-২	-১
গাযীপুর	০	০	-১	-১	০
শরীয়তপুর	০	০	+১	+১	+১
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	-১	০
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+১	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	-১	-১	-৩	-৩	-২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+১	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	-১	০	০	-১	০
রাজবাড়ী	+৩	+৩	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+২	+৩	+৩	+৩
ফরিদপুর	+২	+২	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+২	০	-১	০
ময়মনসিংহ	+১	০	-২	-২	-১
জামালপুর	+৩	+২	০	-১	+১
নেত্রকোণা	০	-১	-৩	-৪	-২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৪	+৫	+৬	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৫	+৪	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৪	+৪	+৫	+৪
বাগেরহাট	+২	+৩	+৪	+৪	+৪
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	০	+১	+২	+২	+২
পটুয়াখালী	-১	০	+২	+২	+২
পিরোজপুর	+১	+২	+৩	+৩	+৩
বরিশাল	-১	০	+১	+২	+১
ভোলা	-২	-১	০	০	০
বরগুনা	০	+১	+৩	+৩	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+২	+২	+৩
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৬	+৪	+৩	+৪
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৮	+৭	+৮
নওগা	+৭	+৬	+৪	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১০	+৭	+৪	+৩	+৫
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+৪	+৫
লালমণিরহাট	+৬	+৪	+১	০	+২
নীলফামারী	+৯	+৬	+৩	+৩	+৪
গাইবান্ধা	+৫	+৪	+১	০	+২
ঠাকুরগাঁও	+১০	+৮	+৪	+৪	+৫
রংপুর	+৭	+৫	+২	+১	+৩
কুড়িগ্রাম	+৫	+৩	০	-১	+১

চট্টগাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
ফেনী	-৫	-৪	-৩	-৩	-৩
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৪	-৩
রাঙ্গামাটি	-৮	-৭	-৬	-৬	-৬
নোয়াখালী	-৪	-৩	-২	-২	-২
চাঁদপুর	-১	-১	-১	-১	-১
লক্ষ্মীপুর	-২	-২	-১	-১	-১
চট্টগ্রাম	-৭	-৫	-৪	-৪	-৪
কক্সবাজার	-৯	-৬	-৪	-৩	-৪
খাগড়াছড়ি	-৭	-৬	-৬	-৫	-৬
বান্দরবান	-৯	-৭	-৫	-৫	-৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	-৫	-৬	-৮	-৮	-৭
মৌলভীবাযার	-৫	-৫	-৭	-৭	-৬
হবিগঞ্জ	-৩	-৪	-৫	-৫	-৫
সুনামগঞ্জ	-৩	-৪	-৬	-৭	-৫

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

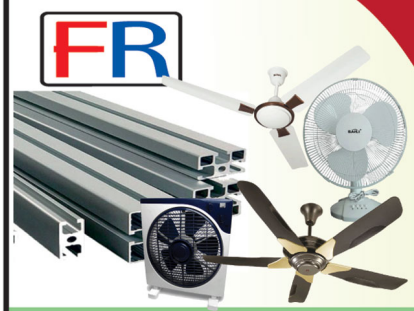

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম
F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM
সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা
১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩
০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 24, Issue 2, November 2020

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা ডিসেম্বর হ'তে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ২রা জানুয়ারী ২০২১, শনিবার, সকাল ৯-টা।

ক্লাস শুরু
৯ই জানুয়ারী
২০২১, শনিবার

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মক্তব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- প্রচলিত রাজনীতিমুক্ত মনোরম পরিবেশ।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

শর্তাবলী

- প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা ও আচরণবিধি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি হ'তে হবে।
- প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নির্ধারিত বোর্ডিং, ব্যবস্থাপনা ও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হবে।

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, থানা : শাহ মখদুম, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন এ্যাপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডার

এ্যাপে যা সংযুক্ত করা হয়েছে

- হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ
- প্রতি মাসের আত-তাহরীক (পুরাতন সংখ্যা সহ)
- বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক মাসআলা-মাসায়েল (৩০০০+)
- প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও অন্যান্য আলেমদের বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য (১৫০০+)
- তাবলীগী ইজতেমা, জুম'আর খুৎবা ও ইসলামী সম্মেলনের বক্তব্য সমূহ
- আত-তাহরীক টিভির নিয়মিত অনুষ্ঠানসমূহ
- আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর জাগরণীসমূহ

Hadeeth Foundation
GET IT ON Google Play

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২